মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৪তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০১১

মাসিক
আত-তাহরীক

১৪তম বর্ষ : ১২তম সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **প্রবন্ধ :**

- পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(২৫/১৫ কিস্তি)* ০৪
  -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত *(৮ম কিস্তি)* ১৩
  - মুযাফফর বিন মুহসিন
- ফৎওয়া : গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও বিকাশ *(৪র্থ কিস্তি)* ১৭
  - শিহাবুদ্দীন আহমাদ
- হজ্জের ক্ষেত্রে প্রচলিত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ১৮
  -অনুবাদ : মুহাম্মাদ ইমদাদুল্লাহ
- এক নযরে হজ্জ ২১
  -আত-তাহরীক ডেস্ক

✡ **মনীষী চরিত :**

- আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর *(৪র্থ কিস্তি)* ২২
  -নূরুল ইসলাম

✡ **চিকিৎসা জগত :**

- মেপল সিরাপের নতুন গুণ। ২৭

✡ **ক্ষেত-খামার :**

- শীতের চেয়ে বর্ষায় শিমের ফলন বেশী ২৭

✡ **কবিতা :** ২৮

- হজ্জ যাত্রার আগে
- উচিত কথা কই
- বিবেক
- বেনামাযী বেপর্দা

✡ **সোনামণিদের পাতা** ২৯

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৩০

✡ **মুসলিম জাহান** ৩২

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৩২

✡ **সংগঠন সংবাদ** ৩৩

✡ **প্রশ্নোত্তর** ৩৬

✡ **বর্ষসূচী** ৪৩

সম্পাদকীয়

দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করুন

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর যখন বিগত আওয়ামী লীগ সরকার সর্বপ্রথম তথাকথিত শান্তি বাহিনীর নেতা সন্তু লারমার সঙ্গে শান্তিচুক্তি করে, তখন বিএনপি সহ সকল বিরোধী দল এ চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করে মিটিং-মিছিল-হরতাল করেছিল। এই চুক্তিকে বাংলাদেশের এক দশমাংশ ভূখণ্ড হারানোর চুক্তি হিসাবে সকলে আশংকা প্রকাশ করেছিল। এখন সে আশংকা ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে সন্তু লারমাদের সাম্প্রতিক আন্দোলনে। তখন তারা নিজেদেরকে 'উপজাতি' মেনে নিয়েই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। সে চুক্তির অধিকাংশ ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাকীগুলি বাস্তবায়নের পথে। চুক্তি অনুযায়ী ইতিমধ্যে সেখান থেকে ১৪৫টি সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে বাঙালী ও সাধারণ নিরীহ উপজাতীয়রা এখন সন্ত্রাসীদের হাতে যিম্মী হয়ে পড়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ১২ হাযারের বেশী ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয়দের পুনর্বাসন করা হয়েছে। চলছে তাদের সূদসহ যাবতীয় ঋণ মওকূফের প্রক্রিয়া। উপজাতীয়দের শিক্ষা ও বৃত্তি কোটা চালু হয়েছে। প্রতিবছর তাদের ২০ জন ছাত্র বৃত্তি নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া যাচ্ছে। তাদের সন্ত্রাসীদের অস্ত্র জমা দেবার শর্তে যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছিল, তার আলোকে তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অধিকাংশ মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। পুলিশ বাহিনীতে তাদের নিয়োগের জন্য উচ্চতা শিথিলকরণ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে উপজাতীয়দের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় ও তাদের মধ্য থেকে উক্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এতকিছু করার পরেও তারা এখন হুমকি দিচ্ছে পুনরায় অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার। তারা এখন নতুন আবদার তুলেছে যে, তাদেরকে 'আদিবাসী' হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। হঠাৎ এ দাবীর নেপথ্যে কারণ কি?

কারণ এটা হ'লে তারা ILO কনভেনশন-১৬৯ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারবে। জাতিসংঘ ও ইউরোপিয় ইউনিয়নের সহায়তা পাবে। এমনকি সরকারের অনুমতি ছাড়াও জাতিসংঘ এখানে এসে তাদের অধিকার পুনরুদ্ধারের নামে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারবে। কে না জানে যে, জাতিসংঘ এখন আন্ত

র্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। ধর্ম প্রচারের মুখোশে তারা ইতিমধ্যে যেমন ব্যাপকহারে খৃষ্টানীকরণ করছে, তখন তাদের নিয়ে একটা পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রকাশ্য তৎপরতা চালাবে। যেভাবে তারা হাযার বছরের মুসলিম অধিবাসীদের ফিলিস্তীন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বাহির থেকে ইহুদী এনে গায়ের জোরে ইস্রাঈল রাষ্ট্র বানিয়েছে। অতঃপর ইন্দোনেশিয়া থেকে তৈল সমৃদ্ধ পূর্ব তিমূর এবং আফ্রিকার সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র সূদান থেকে তৈল সমৃদ্ধ দক্ষিণ সূদানকে খৃষ্টান বানিয়ে তারা আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তাদের বশংবদ পৃথক ও স্বাধীন খৃষ্টান রাষ্ট্র বানিয়ে এখানে ঘাঁটি গেড়ে তারা চীনকে চোখ রাঙাতে চায় এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈলের মত এখানে একটি সুদৃঢ় সামরিক কলোনী সৃষ্টি করতে চায়। সাথে সাথে এখানকার ভূগর্ভে লুক্কায়িত গ্যাস-তৈল ও সমৃদ্ধ খনিজ সম্পদ লুট করার অবাধ লাইসেন্স পেতে চায়। তাই বাংলাদেশের এখন সময় হয়েছে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক হবার। সুখের বিষয় সরকার সন্তু লারমাদের 'আদিবাসী' হবার দাবী প্রত্যাখ্যান করেছে।

আদিবাসী কারা? আদিবাসী অর্থ 'ভূমি সন্তান' (Son of soil or Aborigine)। যারা জন্ম-জন্মান্তর থেকে একটি অঞ্চলের অধিবাসী। যেমন আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের আদি বাশিন্দারা। বাংলাদেশের আদিবাসী হ'ল এদেশের আদি কৃষক সমাজ। যারা শত বন্যা-জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও হাযার বছর ধরে এদেশের মাটি কামড়ে পড়ে আছে। সম্প্রতি নরসিংদীর ওয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ এ ভূখণ্ডের ঋরৎংঃ হধঃরড়হ বা আদি অভিবাসী হিসাবে বিগত চার হাযার বছর ধরে এ মাটিতে বসবাস করছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন রক্তধারায় মিশ্রিত হয়ে যারা এখন 'বাঙালী' জাতি নামে পরিচিত হয়েছে। অতএব পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা আদৌ আদিবাসী নয়। কেননা তাদের আগমন সরকারী প্রতিবেদন অনুযায়ী মুগল ও সুলতানী আমলে ১৭২৭ হ'তে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। কোন কোন গবেষকের মতে ১৬০০ থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। গত ২৪শে জুলাই '১১-তে প্রস্তুতকৃত সরকারী তথ্য বিবরণীতে বলা হয় যে, ওখঙ কনভেনশন-১৬৯ অনুযায়ী বাংলাদেশে কোন আদিবাসী নেই। ৯৬ বছর বয়স্ক বোমাং রাজা অংশু প্রু চৌধুরী নিজেদের লিপিবদ্ধ বংশলতিকা ও দলীল-দস্তাবেজ উপস্থাপন করে সম্প্রতি এক টিভি সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, আমরা এ অঞ্চলে 'আদিবাসী' নই। আমরা আমাদের দলীল-পত্রে সর্বদা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী (নৃ-গোষ্ঠী) লিখি, 'আদিবাসী' নয়।

পার্বত্যদের অবস্থান : সরকারী প্রতিবেদন অনুযায়ী উপজাতীয়রা ১৭২৭ সালে ভারত, বার্মা ও মঙ্গোলিয়া থেকে পার্বত্যাঞ্চলে আসতে শুরু করে। প্রধানতঃ গোত্রীয় সংঘাত ও রাজরোষ থেকে বাঁচার জন্য পার্বত্য অঞ্চলের প্রধান তিনটি গোষ্ঠী চাকমা (বর্তমানে ৩০.৫৭ শতাংশ), মারমা (১৬.৬০) ও ত্রিপুরা (৭.৩৯) চট্টগ্রামের সমতল ভূমিতে এসে বসবাস শুরু করে। বৃটিশরা মিজোরামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লুসাই পাহাড়ের উপর তাদের দখল কায়েমের জন্য চাকমাদের প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসে। অতঃপর লড়াই শেষে তাদেরকে রাঙামাটি অঞ্চলে বসবাসের সুযোগ দেয়। মারমা সম্প্রদায়ের ইতিহাসও প্রায় একই রূপ। তৃতীয় বৃহৎ উপজাতীয় গোষ্ঠী 'ত্রিপুরা'গণ তাদের ত্রিপুরা রাজার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য এদেশে স্বেচ্ছা নির্বাসনে আসে খুব বেশীদিন আগে নয়। বাকী ১১টি ক্ষুদ্র উপজাতির (বর্তমানে মোট সংখ্যা ৬.১৬ শতাংশ) কোন কোনটি চাকমাদেরও আগে এসেছে। এদের সহ বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায় গারো, হাজং, সাঁওতাল, ওরাও, রাজবংশী, মণিপুরী, খাসিয়া প্রভৃতি মোট ৪৫টি উপজাতি রয়েছে। এদের অধিকাংশ ভারত থেকে এসেছে। তারা কেউ আদিবাসী নয়। তাদের সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠান এদেশীয় বাঙালীদের থেকে আলাদা। পৃথিবীতে এরূপ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৫০০০। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই কিছু না কিছু ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী আছে। যারা সর্বদা স্ব স্ব রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে। কিন্তু আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এদেরকে তাদের স্বার্থের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। আইএলও কনভেনশন-১০৭ ও ১৬৯ তাদেরই সৃষ্টি এবং বর্তমান 'আদিবাসী' শ্লোগান তাদেরই তৈরী। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নামে যারা টনকে টন বোমা মেরে লক্ষ লক্ষ নিরীহ বনু আদমকে অবলীলাক্রমে হত্যা করছে, সন্ত্রাস দমনের নামে যারা সারা বিশ্বে নিষ্ঠুরতম সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের পক্ষ থেকে হঠাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের জন্য মায়াকান্নার কারণ বুঝতে কারু কষ্ট হওয়ার কথা নয়। এরা যখন ভারতবর্ষে দখলদার ছিল,

তখন তারা চাকমাদেরকে তাদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। এখনও তারা একই হীন স্বার্থে উপজাতীয়দের ব্যবহারের পাঁয়তারা করছে। অতএব উপজাতীয়রা সাবধান হও!

পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা : ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই সেখানে পার্শ্ববর্তী বৃহৎ রাষ্ট্রের অর্থ, অস্ত্র ও পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত তথাকথিত 'শান্তিবাহিনী' তাদের অধিকার আদায়ের নামে সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করে এবং ক্রমে পুরা পার্বত্যাঞ্চলকে অশান্ত করে তোলে। এভাবে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের আগ পর্যন্ত সেখানে প্রায় ৩০ হাযার মানুষ নিহত হয়। আহত, পঙ্গু বা গৃহহারা লোকের কোন হিসাব জানা যায়নি। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসের জন্য দায়ী সেখানকার জনসংহতি সমিতি (UPDF) ও সংস্কারপন্থী (JSS) সদস্যরা ও দেশী-বিদেশী কুচক্রী এনজিওগুলি। শান্তিচুক্তি অনুযায়ী সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করায় অঞ্চলটি এখন সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। বাঙ্গালী ও উপজাতীয় সাধারণ জনগণ পরস্পরে সহ অবস্থানে বিশ্বাসী। যেভাবে তারা যুগ যুগ ধরে শান্তিতে বসবাস করে আসছে। তথাকথিত স্বাধীন জুমল্যাণ্ড আন্দোলন, সেনা প্রত্যাহার, বাঙ্গালী খেদাও ইত্যাদি চরমপন্থী আন্দোলনে তাদের কোনই আগ্রহ নেই।

ধর্মীয় অবস্থা : ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নিযুক্ত ইসলামিক ফাউণ্ডেশন-এর ২৮শে জুন'১১ পেশকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, রাঙামাটিকে কেন্দ্র করে পুরা পার্বত্য অঞ্চলকে খৃষ্টানীকরণ তৎপরতা চালানো হচ্ছে। বিদেশী কুটনীতিকদের আনাগোনা এখানে সবচাইতে বেশী। দু'দশক আগেও পার্বত্য অঞ্চলে বৌদ্ধরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এখন তারা তৃতীয় অবস্থানে নেমে গেছে। দ্বিতীয় অবস্থানে এসে গেছে নব্য খৃষ্টানরা। কোন কোন এলাকায় খৃষ্টান ব্যতীত অন্য ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। খৃষ্টান এনজিওগুলির আর্থিক সহযোগিতা ও লোভনীয় টোপে প্ররোচিত হয়ে গরীব উপজাতীয়রা খৃষ্টান হচ্ছে। তাছাড়া খৃষ্টান এনজিওগুলির সাহায্য পেতে হলে তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে সপ্তাহে রবিবারের দিন গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করতে হয়'। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী খাগড়াছড়িতে ৭৩টি, বান্দরবানে ১১৭টি ও রাঙামাটিতে ৩টি সহ মোট ১৯৪টি গীর্জার অধিকাংশ সেখানে ধর্ম প্রচার ও সমাজ সেবার নামে ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তরকরণ এক কথা নয়।

দেশের অখণ্ডতা প্রশ্নবিদ্ধ : সরকারী গোয়েন্দা সংস্থা সন্তু লারমাদের 'আদিবাসী' স্বীকৃতি দানের সাম্প্রতিক দাবীর ভয়াবহ পরিণতির কথা তুলে ধরেছে। মহাজোট সরকারের কিছু বামধারার এমপি, বুদ্ধিজীবী ও কয়েকটি সেক্যুলার দৈনিক পত্রিকা এদের দাবীর পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছে। এদের খুঁটির জোর যে বিদেশে তা বুঝতে মোটেও কষ্ট হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার এম,পি সম্প্রতি বলেছেন, ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর যারা নিজেদেরকে 'উপজাতি' বলে সরকারের সাথে শান্তিচুক্তি সই করেছিল, তারাই এখন হঠাৎ করে 'আদিবাসী' হবার দাবীতে আন্দোলন করছে। তিনি বলেন, পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্রে এরূপ সমস্যা রয়েছে। কিন্তু তাদের ব্যাপারে জাতিসংঘ বা পশ্চিমা দাতাগোষ্ঠী কোন কথা বলে না। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে তাদের মাথা ঘামানোর পিছনে সুদূরপ্রসারী কোন পরিকল্পনা রয়েছে কি-না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রয়েছে'। তাদের 'আদিবাসী' হিসাবে স্বীকৃতি দিলে তাদের সব দায়-দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। নইলে জাতিসংঘ সেখানে হস্তক্ষেপ করবে। অতএব 'বুঝহ সুজন যে জানো সন্ধান'। আল্লাহ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে দেশী ও বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে রক্ষা করুন' - আমীন! *(স.স.)*।

বর্ষশেষের নিবেদন :

১৪তম বর্ষ শেষে ১৫তম বর্ষের আগমনে এবং আসন্ন ঈদুল ফিৎর উপলক্ষে আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং দেশী ও প্রবাসী সকল শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে আত-তাহরীকের অগ্রযাত্রা যেন অব্যাহত থাকে, রামাযানের এ পবিত্র মাসে আল্লাহ্র নিকটে আকুলভাবে সেই প্রার্থনা জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের খুলূছিয়াতকে কবুল করুন এবং দ্বীনদার ভাই-বোনদের হৃদয় সমূহকে আমাদের প্রতি রুজূ করে দিন-আমীন! *[সম্পাদক]*

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৫/১৫ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

পরের আচরণ

(৮) ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে বানুল মুছত্বালিক্ব যুদ্ধ হয়। এ সময় মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথীরা প্রধানতঃ ২টি বাজে কাজ করে। এক- তার ভাষায় নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের অর্থাৎ মুহাজিরদের মদীনা থেকে বের করে দেবার হুমকি এবং দুই- হযরত আয়েশার চরিত্রে কালিমা লেপন করে কুৎসা রটনা, যা ইফকের ঘটনা বলে পরিচিত। প্রথমটির বিবরণ নিম্নরূপ:

(১) মুহাজিরদের মদীনা থেকে বের করে দেবার হুমকি : বানুল মুছত্বালিক যুদ্ধ শেষে তখন রাসূল (ছাঃ) মুরাইসী' ঝর্ণার পাশে অবস্থান করছেন, এমন সময় কিছু লোক পানি নেওয়ার জন্য সেখানে আসে। আগতদের মধ্যে হযরত ওমরের একজন কর্মচারী জাহজাহ আল-গেফারী (جهجاه الغفاري) ছিল। তার সঙ্গে সেনান বিন অবার আল-জুহানী (سنان بن وبر الجهني) নামের জনৈক ব্যক্তির সাথে হঠাৎ ঝগড়া ও ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। তখন জুহানী ব্যক্তিটি يا معشر الأنصار 'হে আনছারগণ' এবং গেফারী ব্যক্তিটি يا معشر المهاجرين 'হে মুহাজিরগণ' বলে চিৎকার দিতে থাকে। চিৎকার শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে উঠলেন, أبدعوي الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فانها منتنه– 'একি, জাহেলিয়াতের আহ্বান? অথচ আমি এখনো তোমাদের মাঝে অবস্থান করছি। ছাড়ো এসব। এসব হ'ল দুর্গন্ধ বস্তু'। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, দলীয় বা গোত্রীয় পরিচয়ে অন্যায় কাজে প্ররোচনা দেওয়া নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে উক্ত পরিচয়ে ন্যায়কর্মে প্রতিযোগিতা করা সিদ্ধ। সেকারণ জিহাদের ময়দানে শ্রেণীবিন্যাসের সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মুহাজির, আনছার এমনকি আনছারদের মধ্যে আউস ও খাযরাজদের জন্য পৃথক পতাকা ও পৃথক দলনেতা নির্ধারণ করে দিতেন। *(দ্রঃ ওহোদের যুদ্ধ অধ্যায়)*।

যাইহোক উপরোক্ত ঘটনা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কর্ণগোচর হ'লে সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে উঠলো, কি আশ্চর্য! তারা এমন কাজ করেছে? আমাদের শহরে বসে তারা আমাদের তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে? ওরা আমাদের সমকক্ষ হ'তে চাচ্ছে? আমাদের ও তাদের মধ্যে কি তাহ'লে সেই প্রবাদ বাক্যটি কার্যকর হ'তে যাচ্ছে যে, سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ, 'তোমার কুত্তাকে খাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট কর, সে তোমাকে খেয়ে ফেলবে'। অতঃপর সে বলল, أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، 'শোনো! আল্লাহ্র কসম! যদি আমরা মদীনায় ফিরে যেতে পারি, তাহ'লে অবশ্যই সেখানকার সম্মানিত ব্যক্তিরা নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের সেখান থেকে বের করে দেবে'। অতঃপর উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বলে, দেখো তোমরাই নিজেরা একাজ করেছ। তোমরাই তাদেরকে তোমাদের শহরে প্রবেশ করিয়েছ। তোমরাই তাদেরকে তোমাদের মাল-সম্পদ বণ্টন করে দিয়েছ। এক্ষণে তোমাদের হাতে যা কিছু আছে, তা যদি ওদের দেওয়া বন্ধ করে দাও, তাহ'লে অবশ্যই ওরা অন্য কোন এলাকায় চলে যাবে'।

যায়েদ বিন আরক্বাম নামক এক তরুণ গিয়ে সবকথা তার চাচাকে জানালো। চাচা গিয়ে রাসূলকে জানিয়ে দিলেন। সেখানে উপস্থিত ওমর (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে রাসূলকে বললেন, مُرْ عَبَّاد بن بشر فليقتله 'আববাদ বিন বিশরকে হুকুম দিন, সে গিয়ে ওটাকে শেষ করে দিয়ে আসুক'। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) বললেন, كيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟ لا ولكن أَذِّنْ بالرحيل– 'সেটা কেমন করে হয় হে ওমর! তখন লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মাদ তাঁর সাথীদের হত্যা করছে। না। বরং এখন চলো রওয়ানা দাও'। অথচ তখন রওয়ানা দেওয়ার সময় নয়। এটা তিনি এজন্য করলেন, যাতে মুনাফিকরা কোনরূপ জটলা পাকানোর সুযোগ না পায় এবং পরিস্থিতি আরও খারাবের দিকে না যায়। অতঃপর দীর্ঘ একদিন একরাত একটানা চলার পর এক জায়গায় তিনি থামলেন বিশ্রামের জন্য। ক্লান্ত-শ্রান্ত সাথীগণ মাটিতে দেহ রাখতে না রাখতেই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল। ফলে মুনাফিকেরা আর ষড়যন্ত্র পাকানোর সুযোগ পেল না। গৃহবিবাদ এড়ানোর জন্য দ্রুত ও দীর্ঘ ভ্রমণ ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর একটি দূরদর্শী ও ফলপ্রসু সিদ্ধান্ত।

অতঃপর ইবনে উবাই যখন জানতে পারল যে, যায়েদ বিন আরক্বাম গিয়ে সব কথা বলে দিয়েছে, তখন সে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে আল্লাহ্র কসম করে বলল, ما قلت ما قال، ولا تكلمت به، 'আমি ঐসব কথা বলিনি, যা সে আপনাকে বলেছে এবং উক্ত বিষয়ে কোন আলোচনা করিনি'। তার সাথী গোত্রের লোকেরা বলল, হে রাসূল!

হ'তে পারে ছোট ছেলেটি ধারণা করে অনেক কথা বলেছে। অথবা সে সব কথা মনে রাখতে পারেনি যা মুরব্বী বলেছেন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের কথা বিশ্বাস করলেন। যায়েদ বলেন, فأصابني هَمٌّ لم يصبني مثله قط، 'তাদের এসব কথায় আমি এমন দুঃখ পেয়েছিলাম, যা ইতিপূর্বে কখনো পাইনি'। অতঃপর আমি মনোকষ্টে বাড়িতেই বসে রইলাম। ইতিমধ্যে সূরা মুনাফিকূন (৭-৮ আয়াত) নাযিল হ'ল। তখন রাসূল (ছাঃ) আমার নিকটে লোক পাঠিয়ে সূরাটি শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন, إن الله قد صدقك 'আল্লাহ তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন'।[১]

ওদিকে মদীনার প্রবেশমুখে ইবনে উবাইয়ের ছেলে আব্দুল্লাহ যিনি অত্যন্ত সৎ এবং মর্যাদাসম্পন্ন মুমিন ও তার পিতার বিপরীতমুখী চরিত্রের মানুষ ছিলেন, তিনি উন্মুক্ত তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে পিতাকে আটকে দিয়ে বললেন, لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز- 'আপনি এখান থেকে আর অগ্রসর হ'তে পারবেন না। যতক্ষণ না আপনি স্বীকার করবেন যে, আপনি নিকৃষ্ট ও রাসূল (ছাঃ) সম্মানিত'। অতঃপর সে এ স্বীকৃতি প্রদান করলে তার পথ ছেড়ে দেওয়া হয়।[২]

এ সময় পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আপনি তাকে হত্যা করতে চান, তবে আমাকে নির্দেশ দিব'(لو شئت لأتيت برأسه)।

(২) ইফকের ঘটনা (حديث الإفك) :

রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়ম ছিল কোন যুদ্ধে যাওয়ার আগে স্ত্রীদের নামে লটারি করতেন। লটারিতে যার নাম উঠতো, তাকে সঙ্গে নিতেন। সে হিসাবে বানুল মুছত্বালিক্ব যুদ্ধে হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সফরসঙ্গিনী হন। যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফেরার পথে বিশ্রামস্থলে তার গলার স্বর্ণহারটি হারিয়ে যায়। যা তিনি তাঁর বোনের কাছ থেকে ধার হিসাবে নিয়ে এসেছিলেন। প্রকৃতির ডাকে তিনি বাইরে গিয়েছিলেন, সেখানেই হারটি পড়ে গেছে মনে করে তিনি পুনরায় সেখানে গমন করেন। ইতিমধ্যে কাফেলার যাত্রা শুরু হ'লে তাঁর হাওদা উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দায়িত্বশীল ব্যক্তি ভেবেছিলেন, তিনি হাওদার মধ্যেই আছেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন হালকা-পাতলা গড়নের। ফলে ঐ ব্যক্তির মনে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয়নি যে, তিনি হাওদার মধ্যে নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) হার পেয়ে যান এবং দ্রুত নিজের স্থানে ফিরে এসে দেখেন যে, সব ফাঁকা (ليس به داع ولا مجيب)। তখন তিনি নিজের স্থানে শুয়ে পড়লেন এই ভেবে যে, নিশ্চয়ই তাঁর খোঁজে এখুনি লোকেরা এসে যাবে। অতঃপর তিনি ঘুমিয়ে গেলেন।

ওদিকে আরেকজন ঘুমকাতুরে (كثير النوم) লোক ছিলেন ছাফওয়ান বিন মু'আত্ত্বাল (صفوان بن معطل)। তিনি সবশেষে জেগে উঠে ত্রস্তপদে যেতে গিয়ে হঠাৎ মা আয়েশার প্রতি নযর পড়ায় জোরে 'ইন্না লিল্লাহ' পাঠ করেন ও নিজের উটটি এনে তাঁর পাশে বসিয়ে দেন। আয়েশা (রাঃ) তার 'ইন্নালিল্লাহ' শব্দে জেগে ওঠেন ও কোন কথা না বলে উটের পিঠে হাওদায় গিয়ে বসেন। অতঃপর ছাফওয়ান উটের লাগাম ধরে হাঁটতে থাকেন। পর্দার হুকুম নাযিলের আগে তিনি আয়েশাকে দেখেছিলেন বলেই তাঁকে সহজে চিনতে পেরেছিলেন। দু'জনের মধ্যে কোন কথাই হয়নি এবং মা আয়েশাও কোন কথা শুনেননি 'ইন্না লিল্লাহ' শব্দ ছাড়া। দুপুরের খরতাপে যখন রাসূল (ছাঃ)-এর সেনাদল বিশ্রাম করছিল, তখনই গিয়ে মা আয়েশা (রাঃ) তাদের সঙ্গে মিলিত হ'লেন। সৎ ও সরল প্রকৃতির লোকেরা বিষয়টিকে সহজভাবে গ্রহণ করলেন। কিন্তু কুটবুদ্ধির লোকেরা এবং বিশেষ করে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এটাকে কুৎসা রটনার একটি বিশেষ হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করল। মদীনায় ফিরে এসে তারা এই সামান্য ঘটনাকে নানা রঙ চড়িয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে জোটবদ্ধভাবে প্রচার করতে লাগল। তাতে দুর্বলচেতা বহু লোক তাদের ধোঁকার জালে আবদ্ধ হ'ল। এই অপবাদ ও অপপ্রচারের জবাব অহি-র মাধ্যমে পাবার আশায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সম্পূর্ণ চুপ রইলেন। কিন্তু দীর্ঘ দিন অপেক্ষার পরেও কোনরূপ অহী নাযিল না হওয়ায় তিনি একদিন কয়েকজন ছাহাবীকে ডেকে পরামর্শ চাইলেন। তাতে হযরত আলী (রাঃ) ইশারা-ইঙ্গিতে তাকে পরামর্শ দিলেন আয়েশাকে তালাক দেবার জন্য। অপরপক্ষে উসামা ও অন্যান্যগণ তাঁকে রাখার এবং শত্রুদের কথায় কর্ণপাত না করার পরামর্শ দেন। এরপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের অব্যাহত কুৎসা রটনার মনোকষ্ট হ'তে রেহাই পাবার জন্য একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করলেন। তখন আউস গোত্রের পক্ষে উসায়েদ বিন হুযায়ের (রাঃ) তাকে হত্যা করার অভিমত ব্যক্ত করেন। একথা শুনে খাযরাজ নেতা সা'দ বিন ওবাদাহর মধ্যে গোত্রীয় উত্তেজনা জেগে ওঠে এবং তিনি এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করেন। উল্লেখ্য যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল খাযরাজ গোত্রের লোক। এর ফলে মসজিদে উপস্থিত উভয়

১. *আল-বিদায়াহ ৪/১৫৭ পৃঃ, ইবনু ইসহাক্ব থেকে মুরসাল সূত্রে; ইবনে হিশাম ২/২৯০-৯২; তবে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে বুখারী হা/৪৯০৭; মুসলিম হা/২৫৮৪; আহমাদ হা/১৪৬৭৩।*

২. *তিরমিযী হা/৩৩১৫।*

গোত্রের লোকদের মধ্যে উত্তেজিত বাক্য বিনিময় শুরু হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে থামিয়ে দেন।

এদিকে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর মা আয়েশা (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং একটানা মাসব্যাপী পীড়িত থাকেন। বাইরের এতসব অপবাদ ও কুৎসা রটনা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতে পারেননি। তবে অসুস্থ অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর কাছ থেকে যে আদর-যত্ন ও সেবা-শুশ্রূষা পাওয়ার কথা ছিল, তা না পাওয়ায় তিনি মনে মনে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। দীর্ঘ রোগভোগের পর কিছুটা সুস্থতা লাভ করে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য একরাতে তিনি উম্মে মিসতাহ্র সাথে নিকটবর্তী এক মাঠে গমন করেন। এ সময় উম্মে মিসতাহ নিজের চাদরে পা জড়িয়ে পড়ে যান এবং নিজের ছেলেকে বদ দো'আ করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) এটাকে অপসন্দ করলে উম্মে মিসতাহ তাকে সব খবর বলে দেন (কেননা তার ছেলে মিসতাহ উক্ত কুৎসা রটনায় অগ্রণী ভূমিকায় ছিল)। হযরত আয়েশা ফিরে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি চাইলেন। অতঃপর অনুমতি পেয়ে তিনি পিতৃগৃহে চলে যান। সেখানে সব কথা জানতে পেরে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। দুই রাত ও একদিন নির্ঘুম কাটান ও অবিরতধারে কাঁদতে থাকেন। এমতাবস্থায় রাসূল (ছাঃ) তার কাছে এসে তাশাহহুদ পাঠের পর বললেন, 'হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে কিছু বাজে কথা আমার কানে এসেছে। যদি তুমি নির্দোষ হও, তবে সত্বর আল্লাহ তোমাকে দোষমুক্ত করবেন। আর যদি তুমি কোন পাপকর্মে জড়িয়ে থাক, তাহ'লে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তওবা কর। কেননা বান্দা যখন দোষ স্বীকার করে ও আল্লাহ্র নিকটে তওবা করে, তখন আল্লাহ তার তওবা কবুল করে থাকেন'।

রাসূল (ছাঃ)-এর এ ভাষণ শুনে আয়েশার অশ্রু শুকিয়ে গেল। তিনি তার পিতা-মাতাকে এর জবাব দিতে বললেন। কিন্তু তাঁরা এর জবাব খুঁজে পেলেন না। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! যে কথা আপনারা শুনেছেন ও যা আপনাদের অন্তরকে প্রভাবিত করেছে এবং যাকে আপনারা সত্য বলে মেনে নিয়েছেন- এক্ষণে আমি যদি বলি যে, فلئن قلت لكم إني بريئة، والله يعلم أني بريئة، لا تصدقونني بذلك، 'আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ জানেন যে, আমি নির্দোষ'- তবুও আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। পক্ষান্তরে আমি যদি বিষয়টি স্বীকার করে নিই, অথচ আল্লাহ জানেন যে, আমি এ ব্যাপারে নির্দোষ- তাহ'লে আপনারা সেটাকে বিশ্বাস করে নিবেন। এমতাবস্থায় আমার ও আপনার মধ্যে ঐ উদাহরণটাই প্রযোজ্য হবে যা হযরত ইউসুফের পিতা (হযরত ইয়াকূব) বলেছিলেন, فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ 'অতএব ধৈর্য ধারণই উত্তম এবং আল্লাহ্র নিকটেই সাহায্য কাম্য, যেসব বিষয়ে তোমরা বলছ' *(ইউসুফ ১২/১৮)*। একথাগুলো বলেই হযরত আয়েশা (রাঃ) অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লেন এবং ঐ সময়েই রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে অহী নাযিল শুরু হয়ে গেল (ونزل الوحي ساعته)।

অহি-র অবতরণ শেষ হ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হাসিমুখে আয়েশাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, يا عائشة، أما الله فقد برأك 'আল্লাহ তোমাকে অপবাদ থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন'। এতে খুশী হয়ে তার মা বললেন, আয়েশা ওঠো, রাসূলের কাছে যাও'। কিন্তু আয়েশা অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله 'না আমি তাঁর কাছে যাব না। আমি আল্লাহ ছাড়া কারু প্রশংসা করব না'। এটা ছিল নিঃসন্দেহে তার সতীত্বের তেজ এবং তার প্রতি রাসূল (ছাঃ)-এর প্রগাঢ় ভালোবাসার উপরে গভীর আস্থার বহিঃপ্রকাশ। উল্লেখ্য যে, এই সময় সূরা নূরের ১১ হ'তে ২০ পর্যন্ত ১০টি আয়াত নাযিল হয়।

এরপর মিথ্যা অপবাদের দায়ে মিসতাহ বিন আছাছাহ (مسطاح بن أثاثة), কবি হাসসান বিন ছাবেত ও হামনা বিনতে জাহশের উপরে ৮০টি করে দোররা মারার শাস্তি কার্যকর করা হয়। কেননা ইসলামী শরী'আতের বিধান অনুযায়ী কেউ যদি কাউকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, অতঃপর তা প্রমাণে ব্যর্থ হয়, তাহ'লে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি স্বরূপ তাকে আশি দোররা বা বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ইফকের ঘটনার মূল নায়ক (رأس أهل الإفك) মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে দণ্ড হ'তে মুক্ত রাখা হয়। এর কারণ এটা হ'তে পারে যে, আল্লাহ পাক তাকে পরকালে কঠিন শাস্তি দানের ঘোষণা আগেই দিয়েছিলেন। অতএব এখন শাস্তি দিলে পরকালের শাস্তি হালকা হয়ে যেতে পারে। অথবা অন্য কোন মাছলাহাতের কারণে তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়নি'।[৩] কিন্তু অন্য যাদের শাস্তি দেওয়া হয়, সেটা ছিল তাদের পাপের কাফফারা স্বরূপ। এর ফলে এবং তাদের তওবার কারণে তারা পরকালের শাস্তি হ'তে আল্লাহ্র রহমতে বেঁচে যেতে পারেন।

ইফকের ঘটনায় কুরআন নাযিলের ফলে সমাজে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হ'তে থাকে। সর্বত্র হযরত আয়েশার পবিত্রতা ঘোষিত হ'তে থাকে। অন্যদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সর্বত্র অপমানিত ও লাঞ্ছিত হ'তে থাকে। কোন

৩. *বুখারী হা/২৬৬১,৪১৪১; মুসলিম হা/২৭৭০, ইবনে হিশাম ২/২৯৭-৩০৭।*

জায়গায় সে কথা বলতে গেলেই লোকেরা ধরে জোর করে বসিয়ে দিত। এই অবস্থা দেখে একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত ওমরকে বললেন, হে ওমর! তোমার ধারণা কি? আল্লাহ্র কসম! যেদিন তুমি ওকে হত্যা করার জন্য আমার কাছে নির্দেশ চেয়েছিলে, সেদিন তাকে মারলে অনেকে নাক সিটকাতো। কিন্তু আজ যদি আমি তাকে হত্যার নির্দেশ দেই, তবে তারাই তাকে হত্যা করবে'। তখন ওমর (রাঃ) বলেন, قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري– 'আল্লাহ্র কসম! আমি জেনেছি যে, আল্লাহ্র রাসূলের কাজ অধিক বরকতমণ্ডিত আমার কোন কাজের চেয়ে'।[৪]

মুনাফিকেরা বুঝেছিল যে, মুসলমানদের বিজয়ের মূল উৎস ছিল তাদের দৃঢ় ঈমান ও পাহাড়সম চারিত্রিক শক্তি। প্রতিটি খাঁটি মুসলিম ছিলেন আল্লাহ্র দাসত্বে ও রাসূলের প্রতি আনুগত্যে নিবেদিত প্রাণ। তাই সংখ্যায় অল্প হওয়া সত্ত্বেও শত চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ সম্ভার দিয়েও তাদেরকে টলানো বা পরাজিত করা যায়নি। সেকারণ তারা নেতৃত্বের মূল কেন্দ্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারের চরিত্র হননের মত নোংরা কাজের দিকে মনোনিবেশ করে। কিন্তু আল্লাহ্র মেহেরবানীতে সেখানেও তারা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত হ'ল। অথচ ঐসব মুনাফিকদের পুচ্ছধারী বর্তমান যুগের মুসলিম নামধারী বহু কবি ও দার্শনিক ঐসব বাজে কথার ভিত্তিতে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারের কুৎসা রটনা করে চলেছে। সেই সাথে ইসলামের শত্রুতায় অমুসলিমদের চাইতে এগিয়ে রয়েছে।

বানুল মুছত্বালিক্ব যুদ্ধের গুরুত্ব

যুদ্ধের বিচারে বানুল মুছত্বালিক্ব যুদ্ধ তেমন গুরুত্ববহ না হ'লেও মুনাফিকদের অপতৎপরতা সমূহ এবং তার বিপরীতে নবী ও তাঁর পরিবারের পবিত্রতা ঘোষণা এবং মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন ও চরম সামাজিক পরাজয় সূচিত হওয়ার মত বিষয়গুলির কারণে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। যার ফলে ইসলামী সমাজের মর্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং মুসলমান নর-নারীদের মধ্যে আত্মশুদ্ধির চেতনা অধিকহারে জাগ্রত হয়। সাথে সাথে মুনাফেকীর নাপাকি থেকে সবাই দূরে থাকতে উদ্বুদ্ধ হয়।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

১। কোন ইসলামী দলের জন্য সবচাইতে বড় ক্ষতিকর হ'ল দলের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কপট বিশ্বাসী মুনাফিকের দল। এদেরকে চিহ্নিত করা নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য। নইলে এরাই দলকে ডুবিয়ে দিতে পারে।

২। গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে বা পদে মুনাফিক চরিত্রের কাউকে দায়িত্ব দেয়া যাবে না।

৩। মুনাফিকরা সর্বদা মূল নেতৃত্বকে টার্গেট করে থাকে। এমনকি তাঁর পরিবারের চরিত্র হনন করতেও তারা পিছপা হয় না। ভিত্তিহীন ও মিথ্যা প্রচারণাই তাদের প্রধান হাতিয়ার হয়ে থাকে।

৪। মুনাফিক নেতাদের শাস্তি দিলে হিতে বিপরীত ঘটার সম্ভাবনা থাকলে শাস্তি না দিয়ে অপেক্ষা করা যেতে পারে। যাতে সমাজের নিকটে তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়।

৫। নারী হৌক পুরুষ হৌক সকলের ব্যাপারে সুধারণা রাখা কর্তব্য। যথার্থ প্রমাণ ব্যতীত কারু চরিত্রে কালিমা লেপন করা কিংবা অন্যায় সন্দেহ পোষণ করা নিতান্ত গর্হিত কাজ।

৬। সমাজের কোন কুপ্রথা ভাঙ্গার জন্য প্রয়োজনে ইসলামী আন্দোলনের নেতাকেই এগিয়ে আসতে হবে। এ ব্যাপারে সর্বদা আল্লাহ ভীতিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৭। দুনিয়া পূজারী মুনাফিকরাই সর্বদা নিজেদেরকে সম্মানিত এবং দ্বীনদার গরীবদের অসম্মানিত মনে করে থাকে। অথচ ইসলামের নিকটে মুত্তাক্বীদের সম্মান সর্বাধিক।

হোদায়বিয়ার ঘটনা (وقعة الحديبية)

(৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা'দাহ)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এক রাতে স্বপ্ন দেখানো হ'ল যে, তিনি স্বীয় ছাহাবীগণকে সাথে নিয়ে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেছেন এবং ওমরাহ করেছেন। কেউ মাথার চুল ছেটেছে কেউ মুণ্ডন করেছে *(ফাৎহ ৪৮/২৭)*। এ স্বপ্ন দেখার পরে তিনি ওমরাহ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ছাহাবীগণকে প্রস্তুত হ'তে বলেন। ইতিপূর্বে খন্দক যুদ্ধে বিজয় লাভের পর সমগ্র আরবে মুসলিম শক্তিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গণ্য করা হ'তে থাকে। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছুটা স্বস্তির মধ্যে ছিলেন।

মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা : অতঃপর ১লা যুলক্বা'দাহ সোমবার তিনি ১৪০০ (অথবা ১৫০০) সাথী নিয়ে মদীনা হ'তে রওয়ানা হন। লটারিতে এবার তাঁর সফরসঙ্গী হন উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ)। সফর অবস্থার নিয়মানুযায়ী কোষবদ্ধ তরবারি এবং মুসাফিরের হালকা অস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র তাঁদের নিকটে রইল না। অতঃপর মদীনার অনতিদূরে যুল-হুলায়ফা পৌঁছে তাঁরা নিয়মানুযায়ী স্ব স্ব কুরবানীর পশুর গলায় হার পরালেন এবং উটের পিঠের কুঁজের উপরে সামান্য কেটে রক্তপাত করে কুরবানীর জন্য চিহ্নিত করলেন। এরপর ওমরাহ্র জন্য এহরাম বেঁধে রওয়ানা হ'লেন। মুসলমানদের মিত্র খোযা'আ গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসাবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আগেই পাঠিয়েছিলেন মক্কায় কুরায়েশদের গতিবিধি জানার জন্য। রাসূল (ছাঃ)

৪. *ইবনে হিশাম ২/২৯৩।*

'আসফান' (عسفان) পৌঁছলে উক্ত গোয়েন্দা এসে খবর দেয় যে, কুরায়েশরা ওমরাহতে বাধা দেওয়ার জন্য এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে তারা তাদের মিত্র বেদুঈন গোত্র সমূহকে সংঘবদ্ধ করছে।

পরামর্শ বৈঠক :

উক্ত গোয়েন্দা রিপোর্ট পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ বৈঠকে বসলেন এবং তাদের নিকটে দু'টি বিষয়ে মতামত চাইলেন। এক- কুরাইশের সাহায্যকারী গোত্রগুলির উপরে হামলা চালিয়ে তাদেরকে পরাভূত করব অথবা দুই- আমরা ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা অব্যাহত রাখব এবং পথে কেউ বাধা দিলে মুকাবিলা করব। হযরত আবুবকর (রাঃ) শেষোক্ত প্রস্তাবের পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। অতঃপর মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু হ'ল।

খালেদের অপকৌশল :

কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই জানা গেল যে, মক্কার মহা সড়কে 'কোরাউল গামীম' (كراع الغميم) নামক স্থানে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ ২০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে মুসলিম কাফেলার উপরে হামলা করার জন্য। যেখান থেকে উভয় দল পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছিল দূর থেকে খালেদ মুসলমানদের যোহরের ছালাত আদায়ের দৃশ্য অবলোকন করে বুঝতে পারেন যে, মুসলমানেরা ছালাত আদায় কালে দুনিয়া ভুলে যায় ও আখেরাতের চিন্তায় বিভোর হয়ে যায়। শয়তান তার মনে কু-মন্ত্রণা দিল যে, আছরের ছালাত আদায় কালেই তিনি মুসলিম কাফেলার উপরে ক্ষিপ্রগতিতে হামলা চালিয়ে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। আল্লাহ পাক তাদের এ চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেবার জন্য তার রাসূলের উপরে এ সময় ছালাতুল খাওফের বিধান নাযিল করলেন *(নিসা ৪/১০১-১০২)*। ফলে আছরের ছালাতের সময় একদল যখন ছালাত আদায় করলেন, অন্যদল তখন সতর্ক পাহারায় রইলেন। এতে খালেদের পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেল।

হোদায়বিয়ায় অবতরণ ও পানির সংকট :

শান্তিপ্রিয় রাসূল (ছাঃ) যুদ্ধ এড়ানোর জন্য মহাসড়ক ছেড়ে ডান দিকে আঁকাবাকা পাহাড়ী পথ ধরে অগ্রসর হ'তে থাকেন এবং মক্কার নিম্নাঞ্চল হোদায়বিয়ার শেষ প্রান্তে একটি ঝর্ণার নিকটে গিয়ে অবতরণ করলেন। ছহীহ বুখারীর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, ঐ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর উষ্ট্রী 'ক্বাছওয়া' বসে পড়ে। লোকেরা বলল, ক্বাছওয়া নাখোশ হয়েছে (خلأت القصواء)। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل- 'ক্বাছওয়া নাখোশ হয়নি, আর এটা তার চরিত্রে নেই। কিন্তু তাকে আটকে দিয়েছেন সেই সত্তা যিনি (আবরাহার) হস্তীকে (কা'বায় হামলা করা থেকে) আটকিয়েছিলেন'।[৫] তৃষ্ণার্ত সাথীদের পানির সমস্যা সমাধানে উক্ত ঝর্ণা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন সবাই রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পানির আবেদন করল। রাসূল (ছাঃ) নিজের শরাধার থেকে একটি তীর বের করে তাদের হাতে দিলেন এবং সেটাকে ঝর্ণায় নিক্ষেপ করার জন্য বললেন। فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، 'অতঃপর আল্লাহ্র কসম! ঝর্ণায় অতক্ষণ পর্যন্ত পানি জোশ মারতে থাকল, যতক্ষণ না তারা পরিতৃপ্ত হ'লেন এবং সেখান থেকে (মদীনায়) ফিরে গেলেন'। বস্তুতঃ এটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম মু'জেযা।

মধ্যস্থতা বৈঠক :

হোদায়বিয়ায় অবতরণের কিছু পরে মুসলমানদের হিতাকাংখী বনু খোয়া'আহ্র নেতা বুদাইল বিন অরক্বা (بديل بن ورقاء) কিছু লোক সহ উপস্থিত হ'লেন। তিনি এসে খবর দিলেন যে, কুরায়েশ নেতা কা'ব বিন লুওয়াই (كعب بن لؤى) সৈন্য-সামন্ত এমনকি নারী-শিশু নিয়ে হোদায়বিয়ার পর্যাপ্ত পানিপূর্ণ ঝর্ণার ধারে শিবির স্থাপন করেছে, আপনাদের বাধা দেওয়ার জন্য ও প্রয়োজনে যুদ্ধ করার জন্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তাদেরকে গিয়ে বল যে, আমরা এখানে যুদ্ধ করতে আসিনি। স্রেফ ওমরাহ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কুরায়েশরা ইতিপূর্বে যুদ্ধ করেছে এবং তারা পর্যুদস্ত হয়েছে। তারা চাইলে আমি তাদের জন্য একটা সময় বেঁধে দেব, সে সময়ে তারা সরে দাঁড়াবে (এবং আমরা ওমরাহ করে নেব)। এরপরেও তারা যদি না মানে এবং কেবল যুদ্ধই তাদের কাম্য হয়, وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره- তাহ'লে যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে এই দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করব যতক্ষণ না আমার আত্মা বিচ্ছিন্ন হয় অথবা আল্লাহ স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে একটা ফায়ছালা করে দেন'।

অতঃপর বুদাইল গিয়ে কুরায়েশ নেতাদের কাছে রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্য যথাযথভাবে বিবৃত করলেন। তরুণরা এ বক্তব্যকে তাচ্ছিল্য করল। কিন্তু নেতারা মূল্যায়ন করলেন

৫. *বুখারী, মিশকাত হা/৪০৪২ 'জহাদ' অধ্যায়-১৯, 'সন্ধি' অনুচ্ছেদ-৯; ইবনু কাছীর হাদীছটি সূরা ফাৎহ ২৬ আয়াত ও সূরা ফীল-এর তাফসীরে উদ্ধৃত করেছেন।*

এবং আলোচক হিসাবে তাদের পক্ষ থেকে মুকরিয বিন হাফছ (مكرز بن حفص)-কে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে দূর থেকে দেখেই মন্তব্য করলেন, هذا رجل غـــادر 'এ ব্যক্তি চুক্তি ভঙ্গকারী'। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকে সেসব কথাই বললেন, যা ইতিপূর্বে বুদাইল ও তার সাথীদের বলেছিলেন। মুকরিয ফিরে গিয়ে কুরায়েশদের সেসব কথা জানালো।

এরপর কুরায়েশ মিত্র বনু কেনানা গোত্রের হালীস বিন আলক্বামা (حليس بن علقمـــة) এলো। দূর থেকে তাকে দেখে রাসূল (ছাঃ) মন্তব্য করলেন, هو من قوم يعظمون البـــدن 'এ ব্যক্তি এমন একটি গোত্রের, যারা কুরবানীর পশুকে সম্মান করে'। অতএব তোমরা পশুগুলিকে দাঁড় করিয়ে দাও। কাছে এলে লোকটি কুরবানীর পশু সমূহ দেখে খুশীতে বলে উঠলো, سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت 'সুবহানাল্লাহ! এইসব লোককে আল্লাহ্র ঘর থেকে বিরত রাখা উচিত নয়'। এই বলেই লোকটি ফিরে গেল এবং কুরায়েশদের নিকটে তার উত্তম মতামত পেশ করল।

এ সময় সেখানে উপস্থিত উরওয়া বিন মাসঊদ ছাক্বাফী বলে উঠলো, এই লোকটি (মুহাম্মাদ) তোমাদের নিকটে একটা ভাল প্রস্তাব পাঠিয়েছে। তোমরা সেটা কবুল করে নাও এবং আমাকে একবার তার কাছে যেতে দাও'। অতঃপর নেতাদের অনুমতি নিয়ে সে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হ'ল। রাসূল (ছাঃ) তাকে সেসব কথাই বললেন, যা তিনি ইতিপূর্বে বুদাইলকে বলেছিলেন। জবাবে উরওয়া বলল, 'হে মুহাম্মাদ! যদি তুমি নিজ সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে দাও, তবে ইতিপূর্বে কোন আরব এরূপ করেনি। আর যদি বিপরীতটা হয়, (অর্থাৎ তুমি পরাজিত হও) তবে আল্লাহ্র কসম! তোমার পাশে এমন কিছু নিকৃষ্ট লোককে (أرى أوباشًا من الناس خلقًا أن يفروا ويدعوك) দেখছি, যারা তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে'। তার এ মন্তব্য শুনে ঠাণ্ডা মেযাজের আবুবকর (রাঃ) রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে উঠলেন, امصص بظر اللات أنحـــن نفـــر عنـــه؟ 'লাতের লজ্জাস্থানের ঝুলন্ত চর্ম লেহন করতে থাক। আমরা রাসূলকে ছেড়ে পালিয়ে যাব'? এরপর উরওয়া রাসূলের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে থাকে। কথার ফাঁকে ফাঁকে সে বারবার রাসূলের দাড়িতে হাত দিচ্ছিল। ওদিকে পাশে দাঁড়ানো মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) নিজ তরবারির বাঁটে হাত দিচ্ছিলেন ও উরওয়াকে ধমক দিয়ে বলছিলেন, أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليـــه وســـلم 'তোমার হাতকে রাসূলের দাড়ি থেকে দূরে রাখ'। এভাবে উরওয়া রাসূলের প্রতি ছাহাবীদের ভালাবাসার নমুনা সমূহ প্রত্যক্ষ করল। উল্লেখ্য যে, মুগীরা ছিলেন উরওয়ার ভাতিজা।

আলোচনা শেষে উরওয়া কুরায়েশদের নিকটে ফিরে গিয়ে খবর দিল أَىْ قَوْمِ ، وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِىِّ وَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ ، يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، হে আমার কওম! আল্লাহ্র কসম! আমি কিসরা, কায়ছার ও নাজ্জাশী প্রমুখ সম্রাটদের দরবারে প্রতিনিধি হিসাবে গিয়েছি। কিন্তু কোন সম্রাট-এর প্রতি তার সহচরদের এমন সম্মান করতে দেখিনি, যেমনটি দেখেছি মুহাম্মাদের প্রতি তার সাথীদের সম্মান করতে'। অতঃপর তিনি রাসূলের ছাহাবীদের সম্মান প্রদর্শনের এবং ভক্তি শ্রদ্ধার কতগুলি উদাহরণ পেশ করে বলেন, আল্লাহ্র কসম! তারা তাঁর থুথু হাতে ধরে মুখে ও গায়ে মেখে নেয়। তার ওযূর ব্যবহৃত পানি ধরার জন্য প্রতিযোগিতা করে। তার নির্দেশ পালনের জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকে, তাঁর কথা বলার সময় সকলের কণ্ঠস্বর নীচু হয়ে যায়, অধিক সম্মানের কারণে কেউ তাঁর প্রতি পূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত করে না'। অতএব যে প্রস্তাব তিনি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, তোমরা তা কবুল করে নাও'।

ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার আহমাদ ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন যে, উরওয়ার উপস্থিতিতে ছাহাবীগণ ভক্তির এই বাড়াবাড়ি প্রদর্শন করেছিলেন, তাকে বাস্তবে একথা বুঝিয়ে দেবার জন্য যে, যারা তাদের নেতার ভালোবাসায় এতদূর করতে পারে ও এতবড় সম্মান ও ভক্তি দেখাতে পারে, তাদের সম্পর্কে উরওয়া কিভাবে ধারণা করতে পারেন যে, কুরায়েশদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলে তারা রাসূলকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে ও তাঁকে শত্রুদের হাতে সমর্পণ করবে? বরং বিভিন্ন গোত্রীয় যুদ্ধে স্রেফ গোত্রীয় সম্পর্কের চাইতে তারা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর দ্বীনের প্রতি সাহায্যের ক্ষেত্রে সবচাইতে দৃঢ় ও আপোষহীন। ইবনু হাজার বলেন, এই ঘটনায় বুঝা যায় যে, নেক মকছূদ হাছিলের জন্য যেকোন বৈধ পন্থা অবলম্বন করা যায়'।[৬] বস্তুতঃ এই ধরনের বাড়াবাড়ি আচরণের ঘটনা অন্য সময়ে দেখা যায়নি।

কুরায়েশ তরুণদের অপকৌশল :

৬. *ফাৎহুল বারী ৫/৪০২, হা/২৭৩১-৩৩-এর ব্যাখ্যা, 'শর্ত সমূহ' অধ্যায়-৫৪, 'যুদ্ধবাদীদের সাথে সন্ধি ও শর্ত সমূহ' অনুচ্ছেদ-১৫।*

বুদাইল, মুকরিয, হালীস ও উরওয়ার রিপোর্ট কাছাকাছি প্রায় একই রূপ হওয়ায় এবং সকলে রাসূলের দেওয়া প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করায় কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ আপোষ করার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু তরুণরা এর বিরুদ্ধে মত পোষণ করে। তারা নিজেরা গোপনে পৃথকভাবে এক কৌশল প্রস্তুত করে যে, রাতের অন্ধকারে তারা মুসলিম শিবিরে অতর্কিতে প্রবেশ করে এমন হৈ চৈ লাগিয়ে দেবে, যাতে উভয়পক্ষে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। পরিকল্পনা মোতাবেক ৭০ কিংবা ৮০ জন যুবক 'তানঈম' পাহাড় হ'তে নেমে সোজা মুসলিম শিবিরে ঢোকার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রহরীদের নেতা মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহর হাতে সবাই গ্রেফতার হয়ে যায়। পরে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সন্ধির প্রতি আগ্রহের কারণে (رغبة في الصلح) সবাইকে ক্ষমা করেন ও মুক্ত করে দেন। এ প্রসঙ্গে সূরা ফাৎহ ২৪ আয়াতটি নাযিল হয় (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ) ।

ওছমানকে মক্কায় প্রেরণ :

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরায়েশদের নিকটে এমন একজন দূত প্রেরণের চিন্তা করলেন, যিনি তাদের নিকটে গিয়ে বর্তমান সফরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জোরালোভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন এবং অহেতুক যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে পারেন। এজন্য তিনি প্রথমে হযরত ওমরকে নির্বাচন করলেন। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করলেন এবং কারণ হিসাবে বললেন যে, মক্কায় বনু কা'ব গোত্রের একজন লোকও নেই যে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে যদি আমি আক্রান্ত হই'। বরং আপনি ওছমানকে প্রেরণ করুন। কেননা সেখানে তার আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। তিনি আপনার বার্তা তাদের নিকটে ভালভাবে পৌঁছাতে পারবেন'।

অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ওছমানকে ডাকলেন এবং তাকে কুরায়েশ নেতাদের কাছে পাঠালেন এই বলে যে, إنا لم نأت لقتال وإنما جئنا عمارًا– 'আমরা লড়াই করতে আসিনি বরং আমরা এসেছি ওমরাহকারী হিসাবে'। তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে বললেন। এছাড়াও মক্কার লুক্কায়িত মুমিন নর-নারীদের কাছে সত্বর বিজয়ের সুসংবাদ শুনাতে বললেন এবং বলতে বললেন যে, আল্লাহ শীঘ্র তাঁর দ্বীনকে মক্কায় বিজয়ী করবেন। তখন আর কাউকে তার ঈমান লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন হবে না'।

আদেশ পাওয়ার পর হযরত ওছমান (রাঃ) মক্কাভিমুখে রওয়ানা হ'লেন। বালদাহ (بلدح) নামক স্থানে পৌঁছলে কুরায়েশদের কিছু লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন? জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে অমুক অমুক কাজে পাঠিয়েছেন। তারা বলল, قد سمعنا ما تقول 'আমরা শুনেছি আপনি যা বলবেন'। এমন সময় আবান ইবনু সাঈদ ইবনুল আছ এসে তাঁকে খোশ আমদেদ জানিয়ে নিজ ঘোড়ায় তাকে বসিয়ে নিলেন। অতঃপর মক্কায় উপস্থিত হয়ে ওছমান (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক নেতৃবৃন্দের নিকটে বার্তা পৌঁছে দিলেন ও তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। বার্তা পৌঁছানোর কাজ শেষ হ'লে নেতারা তাঁকে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পূর্বে তিনি তাওয়াফ করতে অস্বীকার করলেন।

ওছমান হত্যার গুজব ও বায়'আতে রেযওয়ান :

ওছমান (রাঃ) প্রদত্ত প্রস্তাবনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও জবাব প্রদানের জন্য কুরায়েশ নেতাদের শলা-পরামর্শ কিছুটা দীর্ঘায়িত হয়। এতে তাঁর প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত হয়। ফলে মুসলিম শিবিরে তাঁর হত্যার গুজব রটে যায়। সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে উঠলেন, لا نبرح حتى نناجز القوم 'বদলা না নেয়া পর্যন্ত আমরা স্থান ত্যাগ করব না'। অতঃপর তিনি সবাইকে বায়'আতের জন্য আহ্বান জানালেন। তখন সবাই ঝাঁপিয়ে এসে বায়'আত করল এই মর্মে যে, তারা কখনোই পালিয়ে যাবে না। একদল মৃত্যুর উপরে বায়'আত করল। প্রথম বায়'আতকারী ছিলেন আবু সেনান আসাদী। অতঃপর দক্ষ তীরন্দায সালমাহ ইবনুল আকওয়া' শুরুতে, মাঝে এবং শেষে মোট তিনবার বায়'আত করেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের হাত ধরে বললেন, هذه عن عثمان 'এটি ওছমানের পক্ষ হ'তে'। এভাবে যখন বায়'আত সম্পন্ন হয়ে গেল, তখন ওছমান এসে হাযির হলেন এবং তিনিও বায়'আত করলেন। একজন মাত্র বায়'আত করেনি। তার নাম ছিল জুদ বিন ক্বায়েস (جد بن قيس)। সে ছিল মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত। বায়'আতটি সম্পন্ন হয় একটি বৃক্ষের নীচে। এ সময় মা'ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ) বৃক্ষের ডালটি 'উচু করে ধরে রেখেছিলেন, যাতে তা রাসূলের গায়ে স্পর্শ না করে এবং হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলের হাতটি ধরে রেখেছিলেন (যাতে অধিক বায়'আতের কারণে তিনি কষ্টবোধ না করেন)। এ ঘটনাই বায়'আতুর রিযওয়ান (بيعة الرضوان) বা সন্তুষ্টির বায়'আত নামে খ্যাত। কেননা আল্লাহ পাক মুসলমানদের এই স্বতঃস্ফূর্ত বায়'আত গ্রহণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং সাথে সাথে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেছিলেন- لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ

تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيْباً- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন মুমিনদের উপরে যখন তারা বায়'আত করছিল তোমার নিকটে বৃক্ষের নীচে। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের উপরে বিশেষ প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন' *(ফাৎহ ৪৮/১৮)*। এছাড়াও আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيْهِ أَجْراً عَظِيْماً

'যারা আপনার নিকটে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করল, তারা তো আল্লাহ্র কাছেই বায়'আত করেছে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতঃপর যে ব্যক্তি বায়'আত ভঙ্গ করে, সে তার নিজের ক্ষতির জন্যই সেটা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, সত্বর আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করবেন' *(ফাৎহ ৪৮/১০)*।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, ঐদিন আমাদের সংখ্যা চৌদ্দশত ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, أنتم اليوم خير أهل الأرض 'তোমরাই ভূ-পৃষ্ঠের সেরা'।[৭] উম্মে মুবাশশির (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا 'আল্লাহ চাহেন তো ঐদিন বৃক্ষতলে বায়'আতকারীদের কোন ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না'।[৮] ফলে এই বায়'আতে অংশগ্রহণকারীগণের অবস্থা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ন্যায় হয়ে গেছে। তাঁরা সবাই হ'লেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত *(ফালিল্লাহিল হাম্দ)*।

হোদায়বিয়ার সন্ধি ও তার দফা সমূহ :

অতঃপর কুরায়েশদের পক্ষ হ'তে সোহায়েল বিন আমরকে প্রেরণ করা হ'ল। প্রেরণের সময় তাকে জোরালোভাবে একথা বলে দেওয়া হয় যে, সন্ধি চুক্তির পূর্বশর্ত এটাই হবে যে, তাদেরকে এবছর ওমরাহ না করেই ফিরে যেতে হবে। যাতে আরবরা একথা বলার সুযোগ না পায় যে, মুসলমানেরা আমাদের উপরে যবরদস্তি প্রবেশ করেছে। দূর থেকে সোহায়েলকে আসতে দেখে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মন্তব্য করেন যে, قد سهل لكم أمركم 'তোমাদের জন্য কাজ সহজ করা হয়েছে। কুরায়েশরা সন্ধি চায় বলেই এ লোকটিকে পাঠিয়েছে'। অতঃপর সুহায়েল এসে দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর উভয় পক্ষ নিম্নোক্ত দফাসমূহে একমত হয়।-

১। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই সঙ্গী-সাথীসহ মদীনায় ফিরে যাবেন। আগামী বছর ওমরাহ করবেন এবং মক্কায় তিনদিন অবস্থান করবেন। সঙ্গে সফরের প্রয়োজনীয় অস্ত্র থাকবে এবং তরবারি কোষবদ্ধ থাকবে। কুরায়েশগণ তাদের কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না।

২। দু'পক্ষের মধ্যে আগামী ১০ বছর যাবৎ যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। এই সময় লোকেরা নিরাপদ থাকবে। কেউ কারু উপরে হস্তক্ষেপ করবে না।

৩। যারা মুহাম্মাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে, তারা তার দলে এবং যারা কুরায়েশ-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে, তারা তাদের দলে গণ্য হবে। তাদেরকে উক্ত দুই দলের অংশ বলে গণ্য করা হবে। এরূপ ক্ষেত্রে তাদের কারু উপরে অত্যাচার করা হ'লে সংশ্লিষ্ট সকল দলের উপরে অত্যাচার করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

৪। কুরায়েশদের কোন লোক পালিয়ে মুহাম্মাদের দলে যোগ দিলে তাকে ফেরৎ দিতে হবে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কেউ কুরায়েশের নিকটে গেলে তাকে ফেরৎ দেওয়া হবে না।

উপরোক্ত দফাগুলিতে একমত হওয়ার পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হযরত আলীকে ডাকলেন। অতঃপর তাকে লিখবার নির্দেশ দিয়ে বললেন, লিখ- 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'। সুহায়েল বলল, 'রহমান' কি আমরা জানি না। বরং লেখ- 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলীকে তাই-ই লিখতে বললেন। অতঃপর লিখতে বললেন- هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 'এগুলি হ'ল সেইসব বিষয় যার উপরে আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ সন্ধি করেছেন'। সোহায়েল বাধা দিয়ে বলল, لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك- 'যদি আমরা জানতাম যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল, তাহ'লে আমরা আপনাকে আল্লাহ্র ঘর হ'তে বিরত রাখতাম না এবং আপনার সঙ্গে যুদ্ধও করতাম না'। অতএব লিখুন 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ'। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, إني رسول الله وإن كذبتموني 'আমি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল। যতই তোমরা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত কর না কেন'? অতঃপর তিনি আলীকে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ মুছে 'মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ' লিখতে বললেন। فأبى علي أن يمحو هذا اللفظ 'কিন্তু আলী ওটা মুছতে অস্বীকার

৭. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২১৯ 'মানাক্বিব' অনুচ্ছেদ-১২।*
৮. *মুসলিম হা/২৪৯৬।*

করলেন'। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজ হাতে ওটা মুছে দিলেন। তারপর চুক্তিনামা লিখন সম্পন্ন হ'ল।

চুক্তি সম্পাদনের পর বনু খোযা'আহ রাসূলের সাথে এবং বনু বকর কুরায়েশদের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হ'ল। অবশ্য বনু খোযা'আহ আব্দুল মুত্ত্বালিবের সময় থেকেই বনু হাশেমের মিত্র ছিল, যা বংশ পরম্পরায় চলে আসছিল।

আবু জান্দালের আগমনে হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা

সন্ধিপত্র লেখার কাজ চলছে এরি মধ্যে সুহায়েলপুত্র আবু জান্দাল শিকল পরা অবস্থায় পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এসে উপস্থিত হয়েই মুসলিম শিবিরে ঢুকে পড়ল। তাকে দেখে সোহায়েল বলে উঠলেন, এই আবু জান্দালই হ'ল প্রথম ব্যক্তি যে বিষয়ে আমরা চুক্তি করেছি যে, আপনি তাকে ফেরৎ দিবেন। (কেননা সে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই পালিয়ে আপনার দলে এসেছে)। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এখনও তো চুক্তি লিখন কাজ শেষ হয়নি? সোহায়েল বলল, আল্লাহ্র কসম! তাহ'লে চুক্তির ব্যাপারে আমি আর কোন কথাই বলব না'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, অন্ততঃ আমার খাতিরে তুমি তাকে ছেড়ে দাও'। সুহায়েল বলল, আপনার খাতিরেও আমি তাকে ছাড়ব না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, بلى فافعل 'হাঁ এটুকু তোমাকে করতেই হবে'। সে বলল, ما أنـــا بفاعـــل 'না আমি তা করব না'। অতঃপর সোহায়েল আবু জান্দালের মুখে চপেটাঘাত করে তার গলার কাপড় ধরে টানতে টানতে মুশরিকদের নিকটে নিয়ে চলল। আবু জান্দাল তখন অসহায়ভাবে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল 'হে মুসলিমগণ! আমি কি মুশরিকদের কাছে ফিরে যাব? ওরা আমাকে দ্বীনের ব্যাপারে ফিৎনায় নিক্ষেপ করবে'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, يا أبا جندل، اصبر واحتسب، 'হে আবু জান্দাল! ধৈর্য ধর এবং ছওয়াবের আশা কর। আল্লাহ তোমার ও তোমার সাথী দুর্বলদের জন্য মুক্তির পথ ও প্রশস্ত রাস্তা তৈরী করে দেবেন। আমরা কুরায়েশদের সঙ্গে সন্ধি করেছি। তারা ও আমরা পরস্পরে আল্লাহ্র নামে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। যা আমরা ভঙ্গ করতে পারি না'।

এরপর হযরত ওমর (রাঃ) অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে গিয়ে আবু জান্দালের নিকটে পৌঁছে তাকে বললেন, اصبر يـــا أبـــا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلـــب، 'ধৈর্য ধর হে আবু জান্দাল! ওরা তো মুশরিক। ওদের রক্ত তো কুকুরের রক্তের ন্যায়'। বলেই তিনি তরবারির হাতল তার নিকটবর্তী করে দিলেন। তিনি বলেন যে, আমার ধারণা ছিল সে তরবারিটা নিয়ে নেবে ও তার বাপকে শেষ করে দেবে।

ওমরাহ হ'তে হালাল হ'লেন সবাই :

চুক্তি সম্পাদনের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে হালাল হওয়ার জন্য স্ব স্ব পশু কুরবানী করতে বললেন। তিনি পরপর তিনবার একথা বললেন। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। তখন রাসূল (ছাঃ) উম্মে সালামাহ্র কাছে গিয়ে বিষয়টি বললেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি এটা চাইলে 'সোজা বেরিয়ে যান ও কাউকে কিছু না বলে নিজের উট নহর করুন। অতঃপর নাপিত ডেকে নিয়ে নিজের মাথা মুণ্ডন করুন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাই করলেন। তখন সবাই উঠে দাঁড়ালো ও স্ব স্ব কুরবানী সম্পন্ন করল। অতঃপর কেউ মাথা মুণ্ডন করল, কেউ চুল ছাটলো। সবাই এত দুঃখিত ছিল যে, যেন পরস্পরকে হত্যা করবে। সেই সময় প্রতি সাত জনে একটি গরু অথবা একটি উট নহর করেন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আবু জাহলের হৃষ্টপুষ্ট নামকরা উটটি নহর করেন (যা বদরযুদ্ধে গণীমত হিসাবে হস্তগত হয়েছিল), যার নাকে রূপার তৈরী নোলক ছিল। উদ্দেশ্য, যাতে মক্কার মুশরিকেরা মনোকষ্টে ভোগে। এই সময় রাসূল (ছাঃ) মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার ও চুল কর্তনকারীদের জন্য একবার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই সফরে এহরাম অবস্থায় অসুখ বা কষ্টের কারণে মাথা মুণ্ডনকারীর জন্য ফিদইয়া হিসাবে ছিয়াম, ছাদাক্বা অথবা একটি কুরবানীর বিধান নাযিল হয়। যা কা'ব বিন উজরাহ্র (كعب بن عجرة) কারণে নাযিল হয়েছিল।

(ক্রমশঃ)

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।

-আহলেহাদীছ আন্দোলন

জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত

মুযাফফর বিন মুহসিন

(৮ম কিস্তি)

মসজিদ সমূহ

(১) মসজিদের ফযীলত সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ যঈফ হাদীছ :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُوْرُ أُمَّتِيْ حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوْبُ أُمَّتِيْ فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوْتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার নিকট আমার উম্মতের ছওয়াবসমূহ পেশ করা হ'ল, এমনকি খড়-কুটার ছওয়াবও, যা কেউ মসজিদ হ'তে বাইরে ফেলে দেয়। এভাবে আমার নিকট পেশ করা হ'ল আমার উম্মতের গুনাহ সমূহ, তখন আমি এই গুনাহ অপেক্ষা বড় কোন গুনাহ দেখিনি যে, কোন ব্যক্তিকে কুরআনের একটি সূরা অথবা একটি আয়াত দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর সে তা ভুলে গেছে।[৯]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[১০] উক্ত বর্ণনার সনদে ইবনু জুরাইজ নামে একজন মুদাল্লিস রাবী আছে।[১১] আলী ইবনুল মাদীনী এই বর্ণনাকে মুনকার বলেছেন।[১২]

عن أبي أمامة قال إن حبرا من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي البقاع خير؟ فسكت عنه وقال أسكت حتى يجيء جبريل فسكت وجاء جبريل عليه السلام فسأل فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن أسأل ربي تبارك وتعالى ثم قال جبريل يا محمد إني دنوت من الله دنوا ما دنوت منه قط قال وكيف كان ياجبريل ؟ قال كان بيني وبينه سبعون ألف حجاب من نور فقال شر البقاع أسواقها وخير البقاع مساجدها.

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, ইয়াহুদীদের একজন আলেম নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, যমীনের মধ্যে উত্তম স্থান কোন্‌টি? রাসূল (ছাঃ) নীরব থাকলেন এবং বললেন, তুমি নীরব থাক যতক্ষণ জিবরীল (আঃ) না আসেন। অতঃপর সে নীরব থাকল এবং জিবরীল (আঃ) আসলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন। জিবরীল (আঃ) উত্তরে বললেন, জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি অধিক জ্ঞাত নন। কিন্তু আমি আমার প্রভুকে জিজ্ঞেস করব। অতঃপর জিবরীল (আঃ) বললেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আমি আল্লাহ্‌র এত নিকটে হয়েছিলাম, যত নিকটে ইতিপূর্বে হইনি। রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, কিরূপে ও কত নিকটে হয়েছিলেন? তিনি বললেন, তখন আমার মধ্যে ও তাঁর মধ্যে মাত্র সত্তর হাযার নূরের পর্দা ছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন, যমীনের নিকৃষ্টতর স্থান বাজারসমূহ এবং উৎকৃষ্টতর স্থান মসজিদমূহ'।[১৩]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[১৪] উক্ত বর্ণনার সনদে ওছমান ইবনু আব্দুল্লাহ্‌ নামে একজন রাবী আছে। সে জাল হাদীছ বর্ণনা করত।[১৫] তবে এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীছটি ছহীহ-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোত্তম স্থান হ'ল মসজিদ সমূহ আর সর্বনিকৃষ্ট স্থান হল বাজার সমূহ'।[১৬]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ تَعْدِلُ الْفَرِيْضَةَ حَجَّةً مَبْرُوْرَةً وَالنَّافِلَةَ كَحَجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَفُضِّلَتِ الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلاَةٍ.

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, জুম'আ মসজিদে ফরয ছালাত আদায় করা শ্রেষ্ঠ হজ্জের সমপরিমাণ ছওয়াব। আর নফল ছালাত আদায় করা কবুল হজ্জের সমপরিমাণ ছওয়াব। আর অন্যান্য মসজিদের চেয়ে জুম'আ মসজিদে ছালাত আদায়ের ছওয়াব পাঁচশ ছালাতের সমান করা হয়েছে।[১৭]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ। এর সনদে ইউসুফ ইবনু যিয়াদ নামে যঈফ রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন এবং ইমাম দারাকুৎনী তাকে বাতিলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১৮]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَذْهَبُ الْأَرْضُوْنَ كُلُّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَ الْمَسَاجِدَ فَإِنَّهَا تَنْضُمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ.

৯. তিরমিযী হা/২৯১৬; আবুদাউদ হা/৪৬১; মিশকাত হা/৭২০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৬৭, ২/২২২ পৃঃ; মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ হা/১৪৩, ১/৭৪ পৃঃ।
১০. যঈফ তিরমিযী হা/২৯১৬; যঈফ আবুদাউদ হা/৪৬১।
১১. আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ, পৃঃ ১১৭, হা/১৫৮।
১২. তুহফাতুল আশরাফ ৩/৩১৭ পৃঃ।
১৩. ইবনু হিব্বান হা/১৫৯৯; মিশকাত হা/৭৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৮৫, ২/২২৯ পৃঃ।
১৪. ইবনু হিব্বান হা/১৫৯৯; যঈফ আত-তারগীব হা/২০১।
১৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৫০০।
১৬. ছহীহ মুসলিম হা/১৫৬, 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়; মিশকাত হা/৬৯৬।
১৭. তাবারাণী কাবীর ১১/১৪৭ পৃঃ; তাবারাণী আওসাত হা/১৭১।
১৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৮০৬, ৮/২৭৭।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন মসজিদগুলো ব্যতীত সমগ্র যমীন ধ্বংস হয়ে যাবে। সেগুলো একটি আরেকটির সাথে জোটবদ্ধ থাকবে।[১৯] উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনার সাথে যোগ করে বিভিন্ন বক্তারা বলে থাকেন, মসজিদের মুছল্লীরা যতক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ না করবে ততক্ষণ তারাও জান্নাতে যাবে না বা ধ্বংস হবে না। উক্ত বক্তব্য বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। উক্ত বর্ণনার সনদে আছরাম ইবনু হাওশাব আল-হামদানী নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে।[২০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ الْمَسَاجِدُ قُلْتُ وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যখন জান্নাতের বাগানের পাশ দিতে অতিক্রম করবে তখন ফল খাবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! জান্নাতের বাগান কী? তিনি বললেন, মসজিদ সমূহ। আমি আবার বললাম, ফল কী? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়ালা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার।[২১]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে হামীদ ইবনু আলক্বামা নামে একজন অপরিচিত রাবী আছে। সে দুর্বল।[২২]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي الْحَمَّامِ وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সাত স্থানে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন- আবর্জনা ফেলার স্থানে, যবেহখানায়, কবরস্থানে, পথিমধ্যে, গোসলখানায়, উটশালায় এবং বায়তুল্লাহ্র ছাদে।[২৩]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে যায়েদ ইবনু জুবাইরাহ নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।[২৪] ইবনু মাজার সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু ছালেহ রয়েছে। সেও যঈফ।[২৫]

উল্লেখ্য যে, কবরস্থানে ও গোসলখানায় ছালাত আদায় করা যাবে না মর্মে অন্যত্র ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[২৬]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الْحِيْطَانِ قَالَ بَعْضُ رُوَاتِهِ يَعْنِي الْبَسَاتِين.

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) 'হীতান'-এ ছালাত আদায় করতে ভালবাসতেন। রাবীদের কেউ কেউ বলেছেন, 'হীতান' অর্থ বাগান।[২৭]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে হাসান ইবনু আবী জা'ফর নামে দুর্বল রাবী আছে। ইমাম তিরমিযী বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ তাকে দুর্বল বলেছেন।[২৮]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ صَلَاةً وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ يُجَمَّعُ فِيْهِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِخَمْسِيْنَ أَلْفِ صَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ فِيْ مَسْجِدِيْ بِخَمْسِيْنَ أَلْفِ صَلَاةٍ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ.

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার বাড়ীতে ছালাত আদায় করার নেকী এক ছালাতের সমান, মহল্লার মসজিদে এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা পঁচিশ ছালাতের সমান, জুম'আ মসজিদের ছালাত পাঁচশ ছালাতের সমান, মসজিদে আক্বছায় এক ছালাত আদায় করা ৫০ হাযার ছালাতের সমান, আমার এই মসজিদে এক ছালাত ৫০ হাযার ছালাতের সমান, আর তার এক ছালাত মসজিদুল হারামে এক লক্ষ ছালাতের সমান।[২৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। উক্ত বর্ণনার সনদে আবুল খাত্ত্বাব দিমাশ্কী ও যুরাইক্ব নামে দুই জন অপরিচিত রাবী আছে। যাদের দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়।[৩০] তবে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটি ছহীহ।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ.

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার মসজিদে ছালাত আদায় করা মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের চেয়ে এক হাযার ছালাতের চেয়েও

১৯. তাবারাণী আওসাত হা/৪০০৯।
২০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৭৬৫, ২/১৮৫ পৃঃ।
২১. তিরমিযী হা/৩৫০৯, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; মিশকাত হা/৭২৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৭৪।
২২. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৭১০, ৬/২৩৩ পৃঃ ও হা/৩৬৫০।
২৩. তিরমিযী হা/৩৪৬; ইবনু মাজাহ হা/৭৪৬; মিশকাত হা/৭৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৮২, ২/২২৮ পৃঃ।
২৪. যঈফ তিরমিযী হা/৩৪৬; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৭৪৬; ইরওয়া হা/২৮৭, ১/৩১৯।
২৫. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৭৩৮, ১/২২৯ পৃঃ।
২৬. তিরমিযী হা/৩১৭; মিশকাত হা/৭৩৭।
২৭. তিরমিযী হা/৩৩৪; মিশকাত হা/৭৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৯৫, ২/২৩৫।
২৮. যঈফ তিরমিযী হা/৩৩৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪২৭০, ৯/২৬৮ পৃঃ।
২৯. ইবনু মাজাহ হা/১৩৭৫; মিশকাত হা/৭৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৯৬, ২/২৩৫ পৃঃ।
৩০. আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ৫৮০।

উত্তম। আর মসজিদে হারামে ছালাত আদায় করার ছওয়াব অন্যান্য মসজিদের চেয়ে ১ লক্ষ গুণ বেশী'।[৩১] অন্য হাদীছে এসেছে, মসজিদে কূবাতে এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করলে একটি ওমরার ছওয়াব পাওয়া যায়।[৩২]

(২) তিন মসজিদ ব্যতীত অধিক নেকীর আশায় অন্য কোন মসজিদে সফর করাঃ

অধিক ছওয়াবের আশায় অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন মসজিদে ভ্রমণ করে থাকে। মসজিদে বরকত বা মৃত ব্যক্তির ফয়েয পাওয়ার আশায় এমনটি করে থাকে। অথচ হাদীছে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিনটি মসজিদ ছাড়া ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ। মসজিদুল হারাম, মসজিদে রাসূল (ছাঃ) এবং মসজিদুল আক্বছা।[৩৩]

অতএব বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে বরকতের আশায় বেশী নেকী অর্জনের জন্য পৃথিবীর কোন মসজিদে সফর করতে যাওয়া যাবে না। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মসজিদে যাওয়ার প্রবণতা বেশী বর্তমানে দেখা যাচ্ছে। অথচ রাসূল (ছাঃ) দেড় হাযার বছর পূর্বেই এই অভ্যাসের বিরুদ্ধে বলে গেছেন।

(৩) কবরস্থানে মসজিদ তৈরি করা এবং সেখানে ছালাত আদায় করাঃ

দেশে বহু মসজিদ করবস্থানকে লক্ষ্য করে গড়ে উঠেছে। হাযার কিংবা শত বছর পূর্বে কোন খ্যাতনামা আলেম বা পরহেযগার ব্যক্তিকে কবরস্থ করা হয়েছে। আর সেই কবরকে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল পাকা করে তার উপরে সৌধ নির্মাণ করেছে এবং সেখানে মসজিদ তৈরি করেছে। এভাবে তারা বিনাপূজির বিশাল ব্যবসা করছে। এই সমস্ত স্থান প্রতিষ্ঠিত মসজিদে কোটি কোটি মানুষ ছালাত আদায় করছে। কখনো কবরকে সামনে করে কখনো ডানে কিংবা বামে করে। আবার কখনো পিছনে করে। অথচ এটা কবরস্থান। এধরণের স্থানে কস্মিনকালেও ছালাত হবে না।

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পৃথিবীর পুরোটাই মসজিদ। তবে কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত।[৩৪]

উপমহাদেশে বহু মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ মাযার তৈরি হয়েছে। আর সেগুলোতে একাধিক মসজিদও আছে। যা মৃত পীরকে বেষ্টন করে রেখেছে। তাকে লক্ষ্য করে বছরে উরসও করা হয়। এই আনন্দ অনুষ্ঠান করে তাকে মূর্তিতে পরিণত করা হয়েছে। আর এই তীর্থস্থানেই মানুষ কোটি কোটি টাকা, গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি নযর-নেওয়ায করছে। যার মূল উদ্দেশ্যই থাকে মৃত পীরকে খুশি করা। উক্ত মূর্তির স্থানে ছালাত আদায় করা পরিষ্কার হারাম।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَلاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবরে পরিণত করো না এবং আমার কবরকে আনন্দ অনুষ্ঠানে পরিণত করো না। তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ কর। তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছানো হয়।[৩৫]

অন্য হাদীছে এসেছে, لَا تَتَّخِذُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا 'তোমরা আমার কবরকে আনন্দ অনুষ্ঠানের স্থান হিসাবে গ্রহণ করো না'।[৩৬]

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

আত্বা ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করবেন না, যেখানে ইবাদত করা হবে। ঐ জাতির উপর আল্লাহ কঠোর আযাব প্রেরণ করুন যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করেছে'।[৩৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُصَلَّى لَهُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

যায়েদ ইবনু আসলাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করবেন না, যেখানে ছালাত আদায় করা হবে। ঐ জাতির উপর আল্লাহ কঠোর আযাব প্রেরণ করুন যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করেছে।[৩৮]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

৩১. ইবনু মাজাহ হা/১৪০৬, সনদ ছহীহ; ছহীহ বুখারী হা/১১৯০; মিশকাত হা/৬৯২।
৩২. ইবনু মাজাহ হা/১৪১১।
৩৩. ছহীহ বুখারী হা/১১৮৯; মিশকাত হা/৬৯৩।
৩৪. তিরমিযী হা/৩১৭; ইবনু মাজাহ হা/৭৪৫; মিশকাত হা/৭৩৭, 'ছালাত' অধ্যায়, 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ।
৩৫. আবুদাঊদ হা/২০৪২; নাসাঈ, মিশকাত হা/৯২৬।
৩৬. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৭৫৪২; আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ, পৃঃ ১১৩।
৩৭. মালেক মুওয়াত্ত্বা হা/৫৯৩, সনদ ছহীহ।
৩৮. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৭৫৪৪, সনদ ছহীহ।

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) কবর পাকা করতে, তার উপর বসতে এবং এর উপর সমাধি সৌধ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।[৩৯]

عَنْ أَبِى مَرْثَدٍ الْغَنَوِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا.

আবু মারছাদ গানাবী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কবরের দিকে ছালাত আদায় কর না এবং তার উপর বস না।[৪০]

বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ যিনি, তিনি তাঁর কবরস্থানকে উরস বা আনন্দ অনুষ্ঠানে পরিণত করতে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। নবী-রাসূলগণের কবরকে মসজিদে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন এবং যারা এধরনের জঘন্য কাজ করবে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দানের জন্য আল্লাহ্র নিকট বদ দো'আ করেছেন। তাহ'লে সাধারণ লোকদের কবরকে কিভাবে মসজিদের স্থান হিসাবে নির্ধারণ করা যাবে? তাদের কবরস্থানে বছরে কিভাবে অনুষ্ঠান করা যাবে?

এ সমস্ত কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মৃত ব্যক্তির কবরকে কেন্দ্র করে কেন লক্ষ লক্ষ মাযার-খানকা তৈরি হয়েছে? সেখানে মসজিদ তৈরি করে কেন কোটি কোটি মানুষের ঈমান হরণ করা হচ্ছে? কবরকে সিজদা করে, সেখানে মাথা ঠুকে আল্লাহ্র তাওহীদী চেতনা নস্যাৎ করা হচ্ছে? তাদের কর্ণকুহরে কেন এই সমস্ত বাণী প্রবেশ করে না? কারণ হ'ল প্রতিনিয়ত তাদেরকে জিন শয়তান মূর্তিপূজার প্রতি উৎসাহিত করছে। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, مَعَ كُلِّ صَنَمٍ جِنِّيَّةٌ 'প্রত্যেক মূর্তির সাথে একজন করে নারী জিন থাকে'।[৪১] আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُوْنَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَرِيْدًا 'আল্লাহকে বাদ তারা কেবল নারীদের আহ্বান করে। বরং তারা বিদ্রোহী শয়তানকে আহ্বান করে' *(নিসা ১১৭)*। নিম্নের হাদীছে আরো পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে-

عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا فرجع خالد فلما أبصرت به السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزى فأتاها خالد فإذا هي امرأة عريانة ناشرة شعرها تحتفن التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال تلك العزى.

আবু তোফাইল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মক্কা বিজয় করলেন তখন খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রাঃ)-কে একটি খেজুর গাছের নিকট পাঠালেন। সেখানে উযযা মূর্তি ছিল। খালিদ (রাঃ) সেখানে আসলেন। মূর্তিটি তিনটি বাবলা গাছের উপর ছিল। তিনি সেগুলো কেটে ফেললেন এবং তার উপরে তৈরি করা ঘর ভেঙ্গে দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে এসে খবর দিলেন। তিনি বললেন, ফিরে যাও, তুমি কোন অপরাধ করোনি। অতঃপর খালিদ (রাঃ) ফিরে গেলেন। যখন খালিদ (রাঃ)-কে পাহাদাররা দেখল তখন তারা ঐ মূর্তিকে রক্ষা করার জন্য ঢাকতে লাগল এবং হে উযযা বলে ডাকতে লাগল। খালিদ (রাঃ) যখন মূর্তির কাছে এসে দেখেন বিস্তৃতচুল বিশিষ্ট নগ্ন মহিলা জিন, যার মাথা কাদায় ল্যাপ্টানো। তিনি তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন এবং হত্যা করলেন। অতঃপর ফিরে এসে রাসূল (ছাঃ)-কে খবর দিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটাই সেই উযযা।[৪২] তাছাড়া শয়তানের পরামর্শেই মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছে।[৪৩]

শয়তান জিনের রূপ ধারণ করে প্রত্যেক মূর্তির মাঝে অবস্থান করে এবং মানুষকে এভাবেই পথভ্রষ্ট করে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে বলেছিলেন, لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ. 'তুমি কোন মূর্তি না ভাঙ্গা পর্যন্ত ছাড়বে না এবং ছাড়বে কোন উঁচু কবর যতক্ষণ না তা মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে।[৪৪] উক্ত নির্দেশের কারণে ছাহাবায়ে কেরামও কখনো শিরকের আস্তানাকে এক মুহূর্তের জন্যও বরদাশত করেননি। শিরকের শিখণ্ডী উপড়ে ফেলেছেন।

عَنْ نَافِعٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ أُنَاسًا يَأْتُوْنَ الشَّجَرَةَ الَّتِيْ بُوْيِعَ تَحْتَهَا قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ

নাফে' (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) এ মর্মে জানতে পারলেন যে, যে গাছের নীচে রাসূল (ছাঃ) বায়'আত নিয়েছিলেন ঐ গাছের কাছে মানুষ ভীড় করছে। তখন তিনি নির্দেশ দান করলে কেটে ফেলা হয়।[৪৫]

অতএব মসজিদের নামে যেভাবে মূর্তি ও কবরপূজা চলছে তা প্রাচীন যুগের শিরকের ঘাটির শামিল। মুসলিম উম্মাহকে সচেতনভাবে সেগুলো ত্যাগ করতে হবে। কা'বা চত্তর থেকে রাসূল (ছাঃ) যেভাবে মূর্তি অপসারণ করেছিলেন সেভাবে তা অপসারণ করতে হবে। ছালাতের স্থানগুলোকে যাবতীয় শিরকমুক্ত করতে হবে। *(চলবে)*

৩৯. ছহীহ মুসলিম হা/২২৮৯; মিশকাত হা/১৬৭০।
৪০. ছহীহ মুসলিম হা/২২৯৫; মিশকাত হা/১৬৯৮।
৪১. আহমাদ হা/২১২৬৯, সনদ হাসান; আল-আহাদীছুল মুখতারাহ হা/১১৫৭।
৪২. নাসাঈ কুবরা হা/১১৫৪৭; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/৯০২, সনদ ছহীহ।
৪৩. সূরা নূহ ২৩; ছহীহ বুখারী হা/৪৯২০।
৪৪. ছহীহ মুসলিম হা/২২৮৭; মিশকাত হা/১৬৯৬।
৪৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৭৫৪৫; তাহযীরুস সাজেদ, পৃঃ ৮৩।

ফৎওয়া : গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও বিকাশ

*শিহাবুদ্দীন আহমাদ**

(৪র্থ কিস্তি)

জড়তা ও স্থবিরতার যুগ :

৬৫৬ হিজরীতে (১২৫৮ খৃঃ) আব্বাসীয় শাসনামলের পতনের পর সমগ্র মুসলিম বিশ্ব জুড়ে নেমে আসে বিপর্যয়ের ঘনঘটা। এ বিপর্যয় ছিল বহুমুখী। তবে বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতার যে বিপদ তাদের উপর নেমে এসেছিল, তা ছিল সর্বাধিক ধ্বংসাত্মক। রাজনৈতিক হতাশা তাদের কর্মজগত ও চিন্তাজগতকে জমাট ও অসাড় করে তুলেছিল। কোন জ্ঞানভিত্তিক প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনা তাদের মাঝে পরিলক্ষিত হ'ত না। বড় জোর পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকেই তারা যথেষ্ট মনে করতেন। এমনকি আব্বাসীয় আমলে তারা কালামশাস্ত্র সহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আরো যেসকল শাখায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন তাও এ যুগে পরিত্যক্তপ্রায় হয়ে পড়ে। এজন্য এ যুগকে 'জড়তা ও স্থবিরতার যুগ' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। আধুনিক যুগ তথা বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৭০০ বছর যাবৎ এ অবস্থাই অব্যাহতভাবে চলে আসছিল। অবশ্য এ অন্ধকার যুগেও সজীব ছিল হানাফী-শাফেঈ বিতর্ক। বিশেষতঃ ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর মাযহাব নিয়ে আলেমগণ বিতর্ক-বাহাছে লিপ্ত হ'তেন এবং এক মাযহাব আরেক মাযহাবের ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুসন্ধান করে বই-পত্র রচনায় ব্যস্ত থাকতেন। ফলে চার মাযহাবের বিতর্ক এসময় অনেকটা দুই মাযহাবের বিতর্কে সীমিত হয়ে আসে।[৪৬] ওছমানীয় তুর্কী খেলাফতের শাসকগণ ছিলেন হানাফী মাযহাবপন্থী। এজন্য বিশেষতঃ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র হানাফী মাযহাবের একাধিপত্য সৃষ্টি হয়। যার প্রভাব অদ্যাবধি বিদ্যমান।

জড়তা ও স্থবিরতার এই যুগে তৎকালীন বিশ্বে প্রচলিত চারটি মাযহাব একমাত্র অনুসরণযোগ্য মাযহাব হিসাবে পরিগণিত হ'তে থাকে। এমনকি অনেক আলেম প্রচারণা চালাতে থাকেন যে, সকল মুসলমানের উপর চার মাযহাবের একটিকে অনুসরণ করা ফরয। অতঃপর মিসরের বাহরী মামলূক সুলতান রুকনুদ্দীন বায়বারাসের আমলে মিসরীয় রাজধানীতে সর্বপ্রথম চার মাযহাবের লোকদের জন্য পৃথক পৃথক কাযী নিয়োগ করা হয়। যা ৬৬৫ হিজরী থেকে ইসলাম জগতের সর্বত্র চালু হয়ে যায় এবং চার মাযহাব বহির্ভূত কোন উক্তি বা সিদ্ধান্ত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ'লেও তা অনুসরণ করা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়।[৪৭] বুরজী মামলূক সুলতান ফারজ বিন বারকুক-এর আমলে হিজরী ৮০১ সনে মুক্বাল্লিদ আলেম ও জনগণকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মুসলিম ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র কা'বাগৃহের চারপাশে চার মাযহাবের জন্য পৃথক পৃথক চার মুছাল্লা কায়েম করা হয়। আর এই প্রধানতম কারণে তাক্বলীদের কু-প্রভাবে মুসলিম উম্মাহ্র বিভক্তি স্থায়ী রূপ ধারণ করে।[৪৮] অবশেষে ১৩৪৩ হিজরীতে বর্তমান সঊদী শাসক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আব্দুল আযীয আলে সঊদ উক্ত চার মুছাল্লা উৎখাত করেন। ফলে মুসলমানগণ বর্তমানে একই ইবরাহীমী মুছল্লায় এক ইমামের পিছনে এক সাথে ছালাত আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।[৪৯]

এ যুগে রচিত প্রসিদ্ধ ফিক্বহী ও ফৎওয়া গ্রন্থসমূহ :

এ যুগের যে সকল মাযহাবী কিতাব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল সেগুলির মধ্যে আলাউদ্দীন আল-হাছকাফী হানাফীর (১০৮৮ হিঃ) 'আদ-দুররুল মুখতার', আমীন ইবনু আবেদীনের (১২৫২হিঃ) লিখিত 'রাদ্দুল মুহতার হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন', হাম্বলী মাযহাবের শারফুদ্দীন আবু নাজা (৯৬০ হিঃ)-এর 'যাদুল মুসতাক্বনি' ও মানছূর বিন ইউনুস আল-ভূতীর মুখতাছার, শাফেঈ মাযহাবের 'মুখতাছার আবুশ শুজা', আশ-শারবীনীর 'আল-ইকনা', আশ-শাবরাভীর মুখতাছার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এ যুগে হাদীছের খেদমতে যেসকল ওলামায়ে কেরাম আত্মনিয়োগ করেন, তাঁদের মধ্যে 'আল-মাতালিব আল-আলিয়াহ' ও 'বুলূগুল মারামে'র লেখক ইবনু হাজার আসক্বালানী (৮৫২ হিঃ), জাম'উল জাওয়ামে', আল-জামে' আছ-ছাগীর ও যিয়াদাতুহু এর লেখক জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (৯১১ হিঃ) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। সাথে সাথে পূর্ববর্তী ফিক্বহ গ্রন্থসমূহের ছহীহ-যঈফ হাদীছসমূহও যাচাই-বাছাই করেন কতিপয় মুহাদ্দিছ। যেমন জামালুদ্দীন আয-যায়লাঈ (৭৬২ হিঃ) হানাফী মাযহাবের 'হিদায়াহ্' গ্রন্থটির তাখরীজ করে রচনা করেন 'নাছবুর রায়াহ', ইবনু হাজার আসক্বালানী শাফেঈ মাযহাবের 'শারহুল ওয়াজীয' গ্রন্থের তাখরীজ করে রচনা করেন 'তালখীছুল হাবীর'।[৫০] এই যুগেই ইমাম ইবনু তায়মিয়া (৭২৮ হিঃ)-এর ফৎওয়াসমূহ সর্বপ্রথম গ্রন্থাবদ্ধ করে ফৎওয়ার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন ৩৭ খণ্ডে প্রকাশিত হয়, যা 'মাজমূঊ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়া' নামে খ্যাত। এছাড়া ইমাম সুয়ূতীর কিতাবুল হাভী লিল ফৎওয়া, যাকারিয়া আনছারী আশ-শাফেঈর (৯২৬ হিঃ) ফৎওয়া সংকলন এবং ইবনু হাজার হায়ছামীর (৯৭৪ হিঃ) ফৎওয়া সংকলন এই সময়েই সংকলিত হয়।[৫১]

জড়তা ও স্থবিরতার যুগের দুর্ভাগ্যজনক ফলাফল :

মুসলিম সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক জড়তা ও স্থবিরতার এই যুগে ইসলামী শরী'আত বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দলের মাঝে ভাগ-

---

* পিএইচ.ডি. গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৪৬. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১/৪৪০ পৃঃ।

৪৭. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৮৯।

৪৮. ঐ।

৪৯. ঐ।

৫০. তারীখুল ফিক্বহিল ইসলামী, পৃঃ ১৪২; ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, আল-ফৎওয়া বায়নাল ইনযিবাত্ব ওয়াত তাসাইয়ুব (কায়রো : দারুছ ছাহওয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮ ইং), ১৫ পৃঃ।

৫১. তারীখুল ফিক্বহিল ইসলামী, ১৪২ পৃঃ।

বাটোয়ারা হয়ে গিয়েছিল। রাসূল (ছাঃ) প্রচারিত যে ইসলাম স্বচ্ছতা ও সরলতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মানবসমাজকে চিরমুক্তির পথ বাতলে দিয়েছিল, সে ইসলাম এ যুগে দলাদলির গ্যাড়াকলে আটকা পড়েছিল। মাযহাবী দলাদলির পরিণামে মুসলিম সমাজ শত শত বছর ধরে যেসকল কুপ্রভাব ও ফলাফল বয়ে বেড়াচ্ছিল তা ড. ওমর সোলায়মান আল-আশকার উল্লেখ করেছেন– (১) ইজতিহাদ পরিত্যাগ (২) যারা ইজতিহাদের প্রয়াস নিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে মাযহাবী আলেমদের যুদ্ধ ঘোষণা (৩) তর্ক-বিতর্ক, বাহাছ-মুনাযারার বিস্তৃতি (৪) শত্রুতা, বিভক্তি ও পারস্পরিক ঘৃণার প্রসার (৫) জ্ঞানী ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অবমর্যাদা (৬) তাক্বলীদ ও গোঁড়ামিজনিত কারণে সৃষ্ট ফিতনা-ফ্যাসাদের সর্বব্যাপকতা (৭) মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতা এবং (৮) মূর্খতা বৃদ্ধি ও জ্ঞানের স্বল্পতা সৃষ্টি ইত্যাদি।

তিনি মুক্বাল্লিদদের দুরবস্থা বর্ণনা করে বলেন যে, মাসআলাগত মতবিরোধ যে ছাহাবায়ে কেরাম বা পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ছিল না তা নয়; তবে তাদের এই মতদ্বৈততা ছিল কেবল প্রাকৃতিক স্বভাবজাত বোধগম্যতার কম-বেশীর কারণে। সে বিরোধিতা কখনো স্বেচ্ছাকৃত হ'ত না। কিন্তু মুক্বাল্লিদদের অবস্থা ছিল ভিন্ন। তাদের সামনে যদি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল পেশ করা হ'ত তবুও তারা স্বীয় মাযহাবের রায় যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখত। আল্লাহ্র কিতাবকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করতে তাদের মোটেও বুক কাঁপত না। ছাহাবায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মাঝে যে মতবিরোধ ছিল তাতে পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষের কোন ব্যাপার ছিল না। তারা একে অপরকে দাওয়াত করতেন, এক সাথেই ছালাত আদায় করতেন, এক সাথেই উঠাবসা করতেন। কিন্তু মুক্বাল্লিদরা পরস্পরের প্রতি এতই ঘৃণা এবং বিদ্বেষ পোষণ করত যে, ভিন্ন মাযহাবের ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করাকে পর্যন্ত তারা অপরাধ মনে করত। এমনকি ভিন্ন মাযহাবভুক্ত পরিবারে বিবাহ-শাদীকেও তারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ফৎওয়া দিয়েছিল।[৫২]

এ যুগে কিছু বিখ্যাত যুগসংস্কারক ওলামায়ে কেরামের জন্ম হয়, যাঁদের অমূল্য খেদমত ইসলামের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। কোন মাযহাব বা মতবাদ নয়; বরং হক্ব সন্ধানই ছিল তাদের একমাত্র ব্রত। আর এজন্য তাদেরকে সমাজ কর্তৃক বহু নির্যাতনের শিকার হ'তে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আল-ইয বিন আব্দুস সালাম (৬৬০ হিঃ), শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (৭২৮ হিঃ), ইবনুল ক্বাইয়িম (৭৫১ হিঃ), ইবনু কাছীর (৭৭৪ হিঃ), মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (১২০৬ হিঃ), মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আছ- ছান'আনী (১১৮২ হিঃ), আল্লামা শাওক্বানী (১২৫০ হিঃ) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

[চলবে]

৫২. ড. ওমর সোলায়মান আল-আশকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭২।

হজ্জের ক্ষেত্রে প্রচলিত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি

*মূল : ড. ছালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান**
*অনুবাদ : মুহাম্মাদ ইমদাদুল্লাহ***

মহান আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূলের উপর ছালাত ও সালাম পেশের পর বক্তব্য এই যে, যেহেতু হজ্জ পালন করা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম, তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর কথা, কাজ ও তাক্বরীর বা অনুমোদনের মাধ্যমে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। আর ছাহাবীগণ (রাঃ) তাঁর অনুসরণ করার জন্য তাঁকে পর্যবেক্ষণ করতেন। কেননা তিনি বলেছেন, 'তোমরা আমার নিকট থেকে তোমাদের হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা করে নাও'।[৫৩]

এই নির্দেশের ফলে ছাহাবীগণ তাঁর নিকট থেকে হজ্জের বিধি-বিধান শিখে তা আমাদের নিকট পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করেছেন। এরূপ সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ বিবরণ থাকা সত্ত্বেও কতিপয় লোক ফযীলত অর্জনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি অথবা কোন বিদ'আত বা পাপে পতিত হওয়ার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত পন্থা বিরোধী কার্যকলাপের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এর অন্যতম কারণ হ'ল অজ্ঞতা, বিবেক-বুদ্ধি নির্ভর সিদ্ধান্ত ও অনির্ভরযোগ্য আলেমের অনুসরণ। এরূপ কতিপয় বিষয় যেগুলোতে অনেক হাজী ছাহেবই পতিত হয়ে থাকেন, তার কিছু বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।-

ইহরামের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি :

১। আকাশপথে আগমনকারী কোন কোন হাজী জেদ্দা বিমানবন্দরে পৌঁছার পর সেখান থেকে বা মক্কার আরো নিকটবর্তী হয়ে ইহরাম বাঁধেন। অথচ রাস্তায় তার মীক্বাত পূর্বেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ. 'যারা এইসব মীক্বাত এলাকার অধিবাসী অথবা যারা এগুলি অতিক্রম করেন, তারা হজ্জ বা ওমরার জন্য এসব স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবেন। কিন্তু যারা এসব মীক্বাত-এর অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে বসবাস করেন, তারা স্ব স্ব অবস্থান থেকে ইহরাম বাঁধবেন।[৫৪] সুতরাং যে ব্যক্তি হজ্জ ও ওমরা করতে ইচ্ছুক তাকে ঐ মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে যেটি সে অতিক্রম করবে অথবা বিমান ও স্থলপথে তার সামনাসামনি হবে। যদি সে তা অতিক্রম করে এবং অন্য জায়গায় গিয়ে ইহরাম বাঁধে তাহ'লে সে হজ্জের একটি ওয়াজিব পরিত্যাগ করার কারণে 'দম' বা একটি বকরী কুরবানী দিতে হবে। হজ্জের ওয়াজিব সমূহের মধ্যে একটি ওয়াজিব ছেড়ে

** সঊদী সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ সদস্য।*
*** আরবী প্রভাষক, জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা, নরসিংদী।*
৫৩. মুসলিম হা/২২৮৬; মিশকাত হা/২৬১৮।
৫৪. বুখারী হা/১৪২৯; মুসলিম হা/২০২২; ইরওয়াউল গালীল হা/৯৯৪।

দেওয়ার কারণে 'দম' বা কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। আর জেদ্দা তার অধিবাসী ব্যতীত অন্যদের জন্য মীক্বাত নয়।

২। অনেক হাজী মনে করেন ইহরাম বাঁধার সময় তার নিকট যে সকল সামগ্রী (জুতা, কাপড়, টাকা-পয়সা প্রভৃতি) থাকবে, ইহরাম অবস্থায় সে শুধুমাত্র সেগুলোই ব্যবহার করতে পারবে। পরবর্তীতে সংগৃহীত বা ক্রয়কৃত সামগ্রী ব্যবহার করতে পারবে না। এটা বড় ভুল ও নিরেট মূর্খতা। বরং তিনি ইহরামের সময় যে জিনিসগুলো তার নিকট ছিল না সেগুলো ব্যবহার করতে পারবে, প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারবে ও ব্যবহার করতে পারবে এবং পরিধানকৃত ইহরামের পোষাকের অনুরূপ পোষাক এবং পরিধেয় জুতা পরিবর্তন করতে পারবে। তবে মুহরিম ব্যক্তিকে অবশ্যই 'নিষিদ্ধ কার্যাবলী' থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩। অনেক পুরুষ ইহরাম বাঁধার সময় ইযতেবার মত কাঁধ খোলা রাখেন। এটা ঠিক নয়। বরং ইযতেবা (কাঁধ খোলা রাখা) শুধু তাওয়াফের (তাওয়াফে কুদূম বা তাওয়াফে ওমরা) এর সাথে সংশ্লিষ্ট। অন্য সকল সময়ে কাঁধ চাদর দ্বারা ঢাকা থাকবে।

৪। অনেক মহিলা মনে করেন তাদের ইহরামের জন্য নির্দিষ্ট রঙের কাপড় রয়েছে। যেমন সবুজ। এটা ভুল ধারণা। কেননা তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোন রংয়ের পোষাক ইহরামের জন্য নির্ধারিত নেই, বরং তারা স্বাভাবিক যে কোন কাপড়ে ইহরাম বাঁধতে পারবেন। তবে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, আটসাঁট অথবা পাতলা কাপড় পরিধান করা ইহরাম বা অন্য কোন অবস্থাতেও জায়েয নয়।

৫। কতিপয় মহিলা ইহরামের সময় তাদের মাথায় পাগড়ীর মত পট্টি বাঁধেন যেন তারা উপর থেকে চেহারা ঢেকে রাখতে পারেন। এটা ভুল ও কৃত্রিমতা মাত্র। এর কোন প্রয়োজন ও দলীল নেই। আয়েশা (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ইহরাম অবস্থায় পুরুষদের থেকে মুখ ঢাকতেন। তিনি পাগড়ী বা পট্টি বাঁধার কথা উল্লেখ করেননি। তাই চেহারা ঢাকার কাপড় মুখ স্পর্শ করলে কোন ক্ষতি নেই।

৬। কতিপয় মহিলা মাসিক ঋতুস্রাব অবস্থায় এ ধারণার বশবর্তী হয়ে ইহরাম না বেঁধেই মীক্বাত অতিক্রম করেন যে, ইহরাম বাঁধার জন্য হায়েয হ'তে পবিত্র হওয়া শর্ত। এটা সুস্পষ্ট ভুল। কেননা ঋতুস্রাব ইহরাম বাঁধার অন্তরায় নয়। হায়েয ওয়ালী মহিলা বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ব্যতীত হাজীদের মতো সব কাজই করবে। পবিত্র হওয়া পর্যন্ত সে তাওয়াফ প্রলম্বিত করবে, যেমনটি হাদীছে এসেছে। ইহরাম না বেঁধে মীকাত অতিক্রম করার পর পবিত্র হওয়া সাপেক্ষে আবার মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধলে তা যথেষ্ট হবে। আর স্বীয় মীক্বাতের ভিতর থেকে ইহরাম না বেঁধে থাকলে ওয়াজিব তরক করার জন্য তাকে 'দম' দিতে হবে।

তাওয়াফের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি :

১। অনেক হাজীই তাওয়াফের সময় নির্দিষ্ট কিছু দো'আ পাঠ করাকে আবশ্যক মনে করেন। কখনো তারা দলবদ্ধভাবে আবৃত্তি করেন। আবার কখনো কখনো একজন পড়েন এবং অন্যরা দল বেঁধে তার পুনরাবৃত্তি করেন। এটা দুই দিক থেকে ভুল। ১. তিনি এমন দো'আকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছেন, যা সেই স্থানে তার জন্য বলা আবশ্যক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে তাওয়াফের নির্দিষ্ট কোন দো'আ বর্ণিত হয়নি। ২. এভাবে সম্মিলিতভাবে দো'আ করা তাওয়াফকারীদের জন্য বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি যে দো'আ জানে সে নিজেই তা নিম্নস্বরে পাঠ করবে।

২। তাওয়াফের সময় অনেকে রুকনে ইয়ামানীকে চুম্বন করে। এটা ভুল। কেননা রুকনে ইয়ামানীকে শুধু হাত দ্বারা স্পর্শ করার বিধান রয়েছে; চুম্বন করার নয়। এমনকি ভিড়ের সময় ইশারা করারও বিধান নেই। হাজারে আসওয়াদকেই শুধু চুম্বন করতে হয়।

৩। অনেকে হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করা ও চুম্বন করার জন্য ভিড় করে। এটাও ঠিক নয়। এতে নিজের ও অন্যদের কষ্ট দেয়া হয়। তাছাড়া এতে নারীদের জন্য পুরুষদের ভিড় করার সমস্যাও রয়েছে। সম্ভব হ'লে হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন দেয়া ও স্পর্শ করা শরী'আত সম্মত। আর সম্ভব না হ'লে ভিড়, সমস্যা ও ফিতনা সৃষ্টি না করে শুধু ইশারা করতে হবে। কারণ ইবাদতের মূলভিত্তি হ'ল সহজবোধ্যতার উপর। আর হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা মুস্তাহাব। একটি মুস্তাহাব অর্জনের জন্য হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া কখনও উচিত নয়। ভিড় হ'লে শুধু ইশারা করে চুম্বন দিলেও চলবে।

চুল কাটার ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি :

অনেক পুরুষ চুল খাট করার সময় মাথার মাত্র কয়েকটি চুল খাট করে থাকেন। এটা হজ্জ ও ওমরার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। সমগ্র মাথার চুলই খাট করতে হবে। কারণ এটা হলকের (মাথার চুল মুণ্ডানোর) স্থলাভিষিক্ত। আর হলক তো সমগ্র মাথায়ই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ 'আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডন করবে, কেউ কেউ চুল কাটবে; তোমাদের কোন ভয় থাকবে না' *(ফাতহ ২৭)*।

আরাফায় অবস্থানকালে ত্রুটি-বিচ্যুতি :

১। অনেককে দেখা যায় আরাফায় অবস্থানের সময় আরাফার সীমায় প্রবেশের ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়েই

অবস্থান করেন। অথচ হজ্জ আদায় হওয়ার জন্য আরাফার সীমার ভিতরে অবস্থান যরূরী। এর বাইরে অবস্থান করে চলে গেলে হজ্জ আদায় হবে না। কাজেই এ বিষয়ে হাজীদের গুরুত্ব প্রদান করা এবং আরাফার সীমা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক।

২। আরাফায় অবস্থানকালে অনেকেই আবার জাবালে রহমত দেখা, সেখানে যাওয়া এবং এতে আরোহণ করাকে আবশ্যক মনে করেন। এর জন্য তারা প্রচণ্ড কষ্ট স্বীকার করেন এবং নিজেদেরকে বিপদের দিকে ঠেলে দেন। এসব যরূরী কিছু নয়। বরং আরাফার সীমার মধ্যে যেকোন স্থানে অবস্থান করলেই ফরয আদায় হয়ে যাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوْا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ. 'সমগ্র আরাফাত ময়দানই অবস্থানস্থল। আর উরানা থেকে তোমরা উঠে এসো'।[৫৫] জাবালে রহমত দর্শন করুক বা না করুক তাতে কোন যায় আসে না। আবার কেউ কেউ দো'আ করার সময় পাহাড়কে কিবলা করে। এটা ঠিক নয়। বরং কা'বা কিবলা করতে হবে।

৩। অনেকে সূর্যাস্তের পূর্বেই আরাফার সীমা ত্যাগ করেন। এটা জায়েয নয়। কারণ সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বেই আরাফা ত্যাগ করবে এবং সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত সেখানে ফিরবে না সে হজ্জের একটি ওয়াজিব কাজ তরক করবে। এজন্য তাকে আল্লাহ্র কাছে তওবা করতে হবে এবং 'দম' দিতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করেছেন।

মুযদালিফায় অবস্থানকালে ত্রুটি-বিচ্যুতি :

হাজীগণ যখন মুযদালিফায় পৌঁছবেন তখন মাগরিব ও এশা জমা করে (একত্রে) পড়বেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করবেন। অতঃপর ফজরের ছালাত আদায়ের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত দো'আ করে মিনায় ফিরে যাবেন। তবে যাদের ওযর আছে বিশেষ করে মহিলা, বৃদ্ধ এবং শিশুরা ও তাদের দায়িত্বে নিয়োজিতরা মধ্য রাত্রির পর মিনায় ফিরে যেতে পারেন। কেউ কেউ মুযদালিফার সীমার বাইরে রাত্রি যাপন করেন। অনেকে আবার অর্ধরাত্রির পূর্বেই সেখান থেকে রওনা করে অন্যত্র রাত্রি যাপন করেন। অথচ মুযদালিফায় রাত্রি যাপন ওয়াজিব। বিনা ওযরে যে মুযদালিফায় অবস্থান করল না, সে হজ্জের একটি ওয়াজিব তরক করল। সুতরাং এই ওয়াজিব তরক করায় দম দিতে হবে ও তওবা-ইস্তেগফার করতে হবে।

কংকর নিক্ষেপে ত্রুটি-বিচ্যুতি :

১। জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা হজ্জের অন্যতম ওয়াজিব। ১০ যিলহজ্জ ঈদের দিন দ্বি-প্রহরের পূর্বে এবং বাকী তিনদিন দ্বি-প্রহরের পর থেকে কংকর নিক্ষেপের বিধান। অনেকেই এ সময়সীমার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই কংকর নিক্ষেপ করেন।

২। ৩টি জামরায় কংকর নিক্ষেপ করার ক্ষেত্রে নিয়ম হ'ল প্রথমে ছোট, পরে মধ্যম এবং সবশেষে বড়টিতে নিক্ষেপ করা। অনেকেই এই ধারাবাহিকতা বজায় না রেখে মধ্য বা শেষ জামরা থেকে কংকর নিক্ষেপ শুরু করে থাকেন।

৩। কংকর অবশ্যই নির্দিষ্ট স্থানে নিক্ষেপ করতে হবে। নির্দিষ্ট সীমায় না পড়ে বাইরে পড়লে তা হবে না।

৪। কেউ কেউ প্রথম দিন নিক্ষেপের সময়েই পরবর্তী দিনেরগুলোও নিক্ষেপ করে ফেলে অথবা ঐগুলো নিক্ষেপের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করে চলে যায়। এটা হজ্জের কার্যাদির সাথে খেল-তামাশার শামিল এবং শয়তানের ধোঁকা। কেননা প্রায় সব কাজ শেষ করে কিছু কাজ অসম্পূর্ণ রেখে চলে যাওয়া দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

৫। অনেকে কুরআনে বর্ণিত (সূরা বাক্বারা ২০৩) দু'দিন বলতে ১০ ও ১১ যিলহজ্জে কংকর নিক্ষেপ বুঝেন এবং ১১ তারিখে নিক্ষেপের পর চলে যায়। এটা মারাত্মক ভুল। প্রকৃতপক্ষে কুরআনে বর্ণিত দু'দিন হ'ল ১০ যিলহজ্জের পরের দু'দিন। অর্থাৎ ১১ ও ১২ যিলহজ্জ। এই দু'দিন কংকর নিক্ষেপ করে যদি কেউ চলে যায় তাহ'লে কোন অসুবিধা নেই, তবে ১৩ তারিখ অবস্থানপূর্বক ঐদিন নিক্ষেপ করে আসাতে পরিপূর্ণতা নিহিত রয়েছে, যা নিঃসন্দেহে উত্তম। *(ঈষৎ সংক্ষেপায়িত)*।

[উক্ত প্রবন্ধটি من أخطاء الحجيج في الحج শিরোনামে রাবেতা আলামে ইসলামী'র সাপ্তাহিক 'আল-'আলামুল ইসলামী'-এর জানুয়ারী ২০০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত]

৫৫. আহমাদ হা/১৬১৫১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৩৪।

এক নযরে হজ্জ

-আত-তাহরীক ডেস্ক

(১) 'মীক্বাত' থেকে ইহরাম বেঁধে সরবে 'তালবিয়াহ' পড়তে পড়তে কা'বা গৃহে পৌঁছবেন।

(২) 'হাজারে আসওয়াদ' হ'তে ত্বাওয়াফ শুরু করে সেখানেই সাত ত্বাওয়াফ সমাপ্ত করবেন এবং 'রুকনে ইয়ামানী' ও 'হাজারে আসওয়াদ'-এর মধ্যে 'রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া ...' *(পৃঃ ৬১)* পড়বেন।

(৩) ত্বাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে অথবা হারামের যে কোন স্থানে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবেন। অতঃপর যমযমের পানি পান করবেন।

(৪) এরপর প্রথমে 'ছাফা' পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে মুখ করে দু'হাত উঠিয়ে কমপক্ষে তিন বার 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু... ওয়াহদাহু... ওয়া হাযামাল আহ্যা-বা ওয়াহদাহু' *(পৃঃ ৩০)* দো'আটি পড়ে 'মারওয়া'র দিকে 'সাঈ' শুরু করবেন। অল্প দূর গিয়ে দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যে কিছুটা দ্রুত চলবেন। তবে মহিলাগণ স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। 'ছাফা' হ'তে 'মারওয়া' পর্যন্ত একবার 'সাঈ' ধরা হবে। এইভাবে সপ্তম বারে 'মারওয়ায়' গিয়ে 'সাঈ' শেষ হবে।

(৫) 'সাঈ' শেষে মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা সব চুল ছোট করবেন। মহিলাগণ চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ সামান্য চুল ছাঁটবেন।

(৬) 'হজ্জে তামাত্তু' সম্পাদনকারী প্রথমে ওমরাহ শেষ করে হালাল হয়ে সাধারণ কাপড় পরিধান করবেন। কিন্তু 'হজ্জে ইফরাদ' ও 'ক্বিরান' সম্পাদনকারীগণ ইহরাম অবস্থায় থেকে যাবেন।

(৭) ৮ই যুলহিজ্জার দিন মক্কায় স্বীয় আবাসস্থল হ'তে গোসল করে ও খোশবু লাগিয়ে হজ্জের ইহরাম বেঁধে 'লাব্বায়েক...' বলতে বলতে মিনার দিকে রওয়ানা হবেন।

(৮) মিনায় পৌঁছে সেখানে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট ওয়াক্তে 'ক্বছর' সহ আদায় করবেন। দুই ওয়াক্তের ছালাত একত্রে জমা করা চলবে না।

(৯) ৯ তারিখে সূর্যোদয়ের পর ধীরস্থিরভাবে 'তালবিয়া' ও 'তাকবীর' বলতে বলতে আরাফার ময়দানের দিকে যাত্রা করবেন। অতঃপর সেখানে গিয়ে অবস্থান করে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে দো'আ ও যিকর-আযকার অধিক মাত্রায় করবেন এবং হজ্জের খুৎবা শ্রবণ শেষে সূর্য পশ্চিমে ঢলার পরে যোহর ও আছরের ছালাত যোহরের আউয়াল ওয়াক্তে ক্বছর সহ একত্রে 'জমা তাক্বদীম' করে পড়বেন।

অতঃপর সূর্যাস্তের পর আরাফা হ'তে মুযদালেফার দিকে রওয়ানা হবেন এবং সেখানে পৌঁছে এক আযান ও দুই ইক্বামতে মাগরিবের তিন রাক'আত ও এশার দু'রাক'আত ছালাত ক্বছর সহ এশার আউয়াল ওয়াক্তে 'জমা তাখীর' করে আদায় করবেন। অতঃপর ঘুমিয়ে যাবেন। অতঃপর ঘুম থেকে উঠে আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের ছালাত আদায় করে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দো'আ-দরূদ ও যিকর-আযকারে লিপ্ত হবেন। অতঃপর ফর্সা হ'লে সূর্যোদয়ের আগেই মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন। এ সময় মুযদালিফা হ'তে ৭টি কংকর সংগ্রহ করে সাথে নিবেন।

(১০) মিনায় পৌঁছে সূর্যোদয়ের পর 'জামরাতুল আক্বাবা'য় অর্থাৎ বড় জামরায় গিয়ে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন ও প্রতিবারে 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। কংকর মারা হ'লে কুরবানী করবেন। অতঃপর মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা ছোট করে সমস্ত মাথার চুল ছাঁটবেন।

(১১) এরপর ইহরাম খুলে 'প্রাথমিক হালাল' হয়ে সাধারণ কাপড় পরিধান করবেন। প্রাথমিক হালাল হওয়ার পর স্ত্রী মিলন ব্যতীত বাকী সব কাজ সাধারণভাবে করা যাবে।

(১২) অতঃপর মক্কায় গিয়ে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' সেরে তামাত্তু হাজীগণ ছাফা-মারওয়া সাঈ করবেন। কিন্তু ক্বিরান ও ইফরাদ হাজীগণ শুরুতে মক্কায় পৌঁছে সাঈ সহ 'ত্বাওয়াফে কুদূম' করে থাকলে শেষে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ্'র পর আর সাঈ করবেন না।

(১৩) কা'বা থেকে সেদিনই মিনায় ফিরে আসবেন ও সেখানে রাতে বিশ্রাম নিবেন। অতঃপর ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে প্রতিদিন অপরাহ্নে তিন জামরায় ৩×৭=২১টি করে কংকর নিক্ষেপ করবেন।

(১৪) ১১ তারিখ দুপুরে সূর্য ঢলার পর ২১টি কংকর সাথে নিয়ে প্রথমে ছোট জামরায় ৭টি, তারপর মধ্য জামরায় ৭টি ও সবশেষে বড় জামরায় (জামরাতুল আক্বাবাহ) ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রতিবার নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। ১ম ও ২য় জামরায় কংকর নিক্ষেপ শেষে একটু দূরে নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে প্রাণ খুলে আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করবেন।

(১৫) ১২ তারিখে কংকর মারার পর সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি কেউ মক্কায় ফিরতে চান, তবে ফিরতে পারেন। কিন্তু যদি ১২ তারিখে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই সূর্য মিনায় ডুবে যায়, তাহ'লে তাকে সেখানে অবস্থান করে ১৩ তারিখে কংকর মেরে আসতে হবে। বাধ্যগত শারঈ ওযর থাকলে প্রথম দু'দিনের স্থলে একদিনে কংকর মেরে মক্কায় ফেরা যাবে।

(১৬) সবশেষে মক্কায় ফিরে 'ত্বাওয়াফে বিদা' বা বিদায়ী ত্বাওয়াফ করতে হবে। তবে ঋতুবতী ও নেফাস ওয়ালী মেয়েদের জন্য এটা মাফ। 'ত্বাওয়াফে বিদা'র মাধ্যমে হজ্জ সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ (*মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫; 'বিদায় হজ্জের বিবরণ' অনুচ্ছেদ*)।

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর

*নূরুল ইসলাম**

[৪র্থ কিস্তি]

রক্তস্নাত লাহোর ট্র্যাজেডি :

১৯৮৭ সালের ২৩ মার্চ সোমবার লাহোরের কেল্লা লছমনসিংহ ফোয়ারা চক রাভী পার্কে 'আহলেহাদীছ ইয়ুথ ফোর্স' লছমনসিংহ এলাকার উদ্যোগে একটি বিরাট ইসলামী জালসায় আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর তদানীন্তন পাকিস্তানের দুর্দশা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে বক্তৃতা করছিলেন। হামদ ও ছানার পর তিনি তাঁর বক্তব্যের প্রথমদিকে বলেন, 'আপনারা জানেন, আমাদের দেশ কঠিন দুঃসময় অতিক্রম করছে। একথা শুধু পাকিস্তানের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়; বরং গোটা মুসলিম বিশ্ব বর্তমানে যে দুঃসন্ধিক্ষণের সম্মুখীন হয়েছে, তা কখনো মুসলিম বিশ্বে আপতিত হয়নি। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক। চৌদ্দশ বছরের মুসলিম ইতিহাসে বর্তমানের ন্যায় এতো জনসংখ্যা কখনো ছিল না। বর্তমানে মুসলিম জনসংখ্যা ১২০ কোটির বেশি। এখন পৃথিবীতে ৪৫টির বেশি মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে। এর পাশাপাশি বর্তমানে মুসলমানদের কাছে এত সম্পদ রয়েছে যার কল্পনাই করা যায় না। ... ধন-সম্পদ, জনসংখ্যা এবং রাষ্ট্র সত্ত্বেও মুসলমানদের উপর লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে' *(বাক্বারাহ ৬১)*। আজ মুসলমানরা যতটা লাঞ্ছিত-অপমানিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, দুর্বল, অসহায়, পরাভূত-নির্যাতিত, ততটা বিশ্বের ইতিহাসে কখনো ছিল না। আমরা কখনো কি একথা চিন্তা করেছি যে, আমাদের সংখ্যা ও সম্পদ সবচেয়ে বেশি এবং রাষ্ট্র অসংখ্য হওয়া সত্ত্বেও আমরা কেন সীমাহীন লাঞ্ছনার শিকার। আসলে এর কারণ কি? কেন এমনটা হল'? এরপর তিনি তাঁর বক্তৃতায় জেনারেল যিয়াউল হকের কঠোর সমালোচনা করেন। কারণ তিনি ভারত সফরে গিয়ে সোনিয়া গান্ধীর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে করমর্দন করেছিলেন। এভাবে বক্তব্যের এক পর্যায়ে আল্লামা ইকবালের কবিতা

کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسا
مؤمن ہے تو ہے تیغ بھی .....

এ পর্যন্ত বলা মাত্রই রাত ১১-টা ২০ মিনিটের দিকে একটি শক্তিশালী টাইটবোমা বিস্ফোরিত হয়। তখন তিনি মাত্র ২০/২২ মিনিট বক্তৃতা করেছেন।[৫৬]

বোমাটি স্টেজের নিচে পেতে রাখা ছিল। এর পূর্বে একটি ফুলদানি মঞ্চে রাখার জন্য জালসার পিছন থেকে পাঠানো হয়েছিল, যেটিতে শক্তিশালী রাসায়নিক দ্রব্য ছিল। বোমা বিস্ফোরণের পর সেখানে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। লোকজনের আর্তচিৎকারে সেখানকার আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠেছিল। সবাই প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করছিল। ৯ জন ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়েছিলেন এবং আহত হয়েছিলেন ১১৪ জন। আহত ও নিহতদের পরিস্রুত রক্তে জালসা মাঠ রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। আশপাশের কয়েকটি বাড়ি ও বিল্ডিংও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। নিহতদের মধ্যে ছিলেন 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান'-এর ডেপুটি সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা হাবীবুর রহমান ইয়াযদানী (১৯৪৭-১৯৮৭), মাওলানা আব্দুল খালেক কুদ্দূসী (১৯৩৯-১৯৮৭), 'আহলেহাদীছ ইয়ুথ ফোর্স' প্রধান মাওলানা মুহাম্মাদ খান নাজীব, মাওলানা মুহাম্মাদ শফীক খান, জালসার সভাপতি ইহসানুল হক, নাঈম বাদশাহ, রানা যুবায়ের, ফারূক রানা, মুহাম্মাদ আসলাম, মুহাম্মাদ আলম, আব্দুস সালাম, সেলিম ফারূকী প্রমুখ। বোমা বিস্ফোরণের পর আল্লামা যহীর ২০/৩০ মিটার দূরে নিক্ষিপ্ত হন। কিন্তু তখনও তিনি জ্ঞান হারাননি। তাঁকে মারাত্মক আহত অবস্থায় লাহোরের কেন্দ্রীয় মিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি সেখানে পাঁচদিন ইন্টেনসিভ কেয়ারে (নিবিড় পর্যবেক্ষণে) চিকিৎসাধীন থাকেন।[৫৭]

উন্নত চিকিৎসার জন্য সঊদী আরব যাত্রা :

তাঁর আহত হওয়ার খবর জানতে পেরে শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বাদশাহ ফাহ্দকে সঊদীতে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। ২৯ মার্চ ভোর পৌনে পাঁচটার সময় সঊদী এয়ারলাইন্স যোগে তাঁকে সঊদীতে নিয়ে যাওয়া হয়। পাকিস্তান ত্যাগের পূর্বে বিমানবন্দরে আল্লামা যহীর বলেছিলেন, 'সঊদীতে চিকিৎসা নেয়ার পর আরো জোরেশোরে ইসলামের খেদমত করব'। সঊদীতে পৌঁছার পর তাঁকে রিয়াদের বাদশাহ ফয়সাল সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডাক্তাররা তাঁকে তাঁর পা কেটে ফেলার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হননি।

শাহাদত লাভ :

পরদিন ৩০ মার্চ '৮৭ সোমবার ভোর রাত ৪-টার সময় মাত্র ৪২ বছর বয়সে আল্লামা যহীর সেখানে ইন্তেকাল করেন।

* *এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

৫৬. *'শহীদে মিল্লাত কা আখেরী পয়গাম', মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৭০-৮১; বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৩-১৪।*

৫৭. *মুহাম্মাদ ছায়েম, শুহাদাউদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ ফিল কারনিল ইশরীন (কায়রো : দারুল ফাযীলাহ, ১৯৯২), পৃঃ ১৬৬-৬৭; মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আশ-শায়বানী, ইহসান ইলাহী যহীর : আল-জিহাদু ওয়াল ইলমু মিনাল হায়াতি ইলাল মামাত (কুয়েত : ১৪০৭ হিঃ), পৃঃ ১৮-২০; ড. যাহরানী, শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর, পৃঃ ৬৬; মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৩-১৪; 'আদ-দাওয়াহ', সঊদী আরব, সংখ্যা ১১১৫, ৯ নভেম্বর ১৯৮৭, পৃঃ ৩১।*

রিয়াদের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ 'আল-জামেউল কাবীর'-এ শায়খ বিন বাযের ইমামতিতে তাঁর প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় বিপুলসংখ্যক মুছল্লী অংশগ্রহণ করে।

মদীনায় দাফন : দো'আ কবুল

রিয়াদে জানাযা শেষে সামরিক বিমানযোগে তাঁর লাশ ঐদিন বিকাল পৌনে চারটার দিকে মদীনা বিমানবন্দরে পৌঁছে। সেখান থেকে মসজিদে নববীতে নিয়ে যাওয়া হয়। মসজিদে নববীর ইমাম শায়খ আব্দুল্লাহ আয-যাহিমের ইমামতিতে মসজিদে নববীতে তাঁর দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে তাঁকে মদীনার 'বাক্বী' কবরস্থানে দাফন করা হয়। এভাবে সত্যিকারের নবীপ্রেমিক ও মদীনাপ্রেমিক আল্লামা যহীরের দো'আও কবুল হয়। তিনি প্রতিনিয়তই এ দো'আ করতেন, اَللَّهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِيْ فِيْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ. 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার পথে শহীদ করো এবং তোমার নবীর দেশে আমার মৃত্যু লিখে রেখ'।[৫৮]

ঘাতক কে?

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর কাদিয়ানী, শী'আ, ব্রেলভী প্রভৃতি বাতিল ফিরকাগুলোর বিরুদ্ধে ছিলেন মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ। তিনি এদের বিরুদ্ধে দলীলভিত্তিক বইপত্র লিখে ও অগ্নিঝরা বক্তৃতা প্রদান করে তাদের স্বরূপ বিশ্ববাসীর কাছে উন্মোচন করেছিলেন। স্বভাবতই তারা তাঁর ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিল। তারা তাঁকে পত্রযোগে ও টেলিফোনে একাধিকবার প্রাণ নাশের হুমকি দিয়েছিল। মাওলানা আতাউর রহমান শেখুপুরী ৩/৪/১৪২১ হিজরীতে আল্লামা যহীরের উপর পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনকারী ড. যাহরানীকে জানান, একদিন এক ব্যক্তি আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীরকে দেওয়ার জন্য একটি পত্র আমাকে দেয়। তাতে লেখা ছিল, 'আমরা অচিরেই আপনাকে হত্যা করব'। ইরানী বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেনী ঘোষণা করেছিলেন, 'যে ব্যক্তি ইহসান ইলাহী যহীরের মাথা কেটে আনতে পারবে তাকে ২ লাখ ডলার পুরস্কার দেয়া হবে'। অনেকে ঘোষণা করেছিল, 'যে ইহসান ইলাহী যহীরকে হত্যা করতে পারবে সে শহীদ'। শত্রুরা তাঁকে হুমকি প্রদান করে এমনটিও বলেছিল, 'আপনি যখন রাস্তায় হাঁটবেন, তখন আমরা আপনার ওপর দাহ্য পদার্থ নিক্ষেপ করব'। তিনি অনেকবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন। শত্রুরা তাঁকে উদ্দেশ্য করে একবার গুলিও চালিয়েছিল। আমেরিকায় একবার তিনি প্রায় নিহত হতেই বসেছিলেন।[৫৯]

বাতিলপন্থীদের এতো হুমকি-ধমকি ও প্রাণ নাশের তর্জন-গর্জন সত্ত্বেও তিনি ছিলেন লাপরোয়া। এসবকে তিনি বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে সর্বদা নির্ভয়ে সিংহহৃদয় নিয়ে চলতেন। ভয় করতেন স্রেফ আল্লাহকে; পৃথিবীর অন্য কাউকেই নয়। তিনি তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় সূরা তওবার ৫১ *('হে নবী আপনি বলুন! আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের কাছে পৌঁছবে না')* ও সূরা আ'রাফের ৩৪ নং আয়াত *('প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে')* প্রায়ই পেশ করতেন। তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছটিও উল্লেখ করতেন,

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ.

'জেনে রেখ! যদি সমস্ত মাখলূক একত্র হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায়, তবুও আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যতটুকু লিখে রেখেছেন সেটা ছাড়া তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না। অনুরূপভাবে তারা যদি সমবেতভাবে তোমার কোন ক্ষতি করতে চায়, তাহলেও আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যতটুকু লিখে রেখেছেন সেটা ছাড়া কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[৬০]

আল্লামা যহীর সঊদীতে রওয়ানা দেয়ার প্রাক্কালে বলেছিলেন, 'আমি বিভিন্ন ফিরকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছিলাম এবং আমার সমালোচনা তাদের মনঃপীড়ার কারণ হচ্ছিল। তারা এর সাথে জড়িত থাকতে পারে বলে সন্দেহ হচ্ছে'।[৬১]

কুয়েতের 'আল-মুজতামা' পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বাতিল ফিরকাগুলোর মত খণ্ডন ও তাদের ভ্রান্ত আক্বীদার স্বরূপ উন্মোচনে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তাঁর বই-পুস্তক ও বক্তৃতায় কঠোর খণ্ডন পদ্ধতির কারণে এই সমস্ত ভ্রান্ত ফিরকা তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি তাদের টার্গেটে পরিণত হয়েছিলেন। কাদিয়ানীরা ইতিপূর্বে পাকিস্তানে বেশ কয়েকজন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমকে কিডন্যাপ ও হত্যা করে। ব্রেলভীদের সাথেও তাঁর কঠিন শত্রুতা ছিল।[৬২] ড. আব্দুল আযীয আল-ক্বারী বলেন, ويبدو أن أسلوبه كان شديد النكاية بالرافضة إلى درجة أنهم آثروا قتله. 'তাঁর খণ্ডন

৫৮. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৪-১৫; বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ১৪২; ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬-৬৯; শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২৩।*

৫৯. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪।*

৬০. *তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'আল্লাহর উপর ভরসা ও ছবর' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ।*

৬১. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১৪২।*

৬২. *'আল-মুজতামা', কুয়েত, সংখ্যা ৮১২, বর্ষ ১৩, ৯ শা'বান ১৪০৭ হিজরী।*

পদ্ধতি রাফেযীদের এতটাই অন্তর্জ্বালার কারণ ছিল যে, তারা তাঁকে হত্যা করতে মনস্থির করে'।[৬৩]

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর ও 'রাবেতা আলমে ইসলামী'র সাবেক সহ-সেক্রেটারী জেনারেল শায়খ মুহাম্মাদ নাছের আল-উবূদী বলেন, 'বিদ'আতী ও ইসলাম থেকে বিচ্যুত-পথভ্রষ্টদের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় শায়খকে হত্যা করা হয়। হয়ত তাদের পিছনে বড় কোন হাত থাকতে পারে, যারা তাঁকে হত্যার ব্যাপারে প্ররোচনা দেয়। কেননা ইসলামের শত্রুদের জন্য তিনি ছিলেন চকচকে ধারালো তরবারির ন্যায়। যারা এই তরবারিকে কোষবদ্ধ (নিহত) করতে চাচ্ছিল'।[৬৪]

সন্তান-সন্ততি :

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীরের ৩ ছেলে ও ৫ মেয়ে। তিন ছেলেই দাওয়াতী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত আছেন। বড় ছেলে ইবতিসাম ইলাহী যহীর 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান'-এর সেক্রেটারী জেনারেল, 'আল-ইখওয়াহ' মাসিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও 'কুরআন-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনে'র প্রধান নির্বাহী। ১৯৮৭ সালে লাহোরের ক্রিসেন্ট মডেল স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক ও ১৯৮৯ সালে লাহোর সরকারী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট (এফএসসি) পাশ করেন। ১৯৯৪ সালে তিনি কুরআন মাজীদ হিফয করেন। বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বি.এ ছাড়াও তিনি গণযোগাযোগ, ইংরেজী, ইসলামিক স্টাডিজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আরবী, ব্যবসায় প্রশাসন, কম্পিউটার সায়েন্স, ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞানে মাস্টার্স করেন। তিনি মোট ১১টি বিষয়ে মাস্টার্স করে পাকিস্তানে এক বিরল রেকর্ড স্থাপন করেন। তিনি এযাবৎ এক হাযারের অধিক জালসা, সেমিনার ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত www.quran-o-sunnah.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ৭ হাযারের অধিক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এটি উর্দূ ভাষার অন্যতম বড় একটি ইসলামী ওয়েবসাইট। প্রতি মাসে প্রায় ১ লাখ লোক এটি ভিজিট করে। তাছাড়া তাঁর সম্পাদনায় 'আল-ইখওয়াহ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা ৮ বছর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, যার সার্কুলেশন সংখ্যা ৫ হাযার কপির বেশি। পাকিস্তান টেলিভিশন, জিয়ো নিউজ, এক্সপ্রেস নিউজ, দুনিয়া নিউজ, রয়েল নিউজ, দ্বীন নিউজ, হাম টিভি, ডিএম টিভি (ইংল্যান্ড) প্রভৃতি টিভি চ্যানেলে তিনি তিনশ'র অধিক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। সঊদী আরব, ইরাক, মিসর, যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, ইতালী প্রভৃতি দেশে তিনি দাওয়াতী সফর করেন এবং বড় বড় সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেন। লন্ডন, ব্রাডফোর্ড, স্টক অন ট্রেন্ট এবং কোপেনহেগেনে ইংরেজীতে জুম'আর খুৎবা দিয়েছেন। তিনি উর্দূ ও ইংরেজীতে ভাল বক্তব্য দিতে পারেন। আরবীও ভাল বুঝেন। ছবর, অদৃশ্যে বিশ্বাস ও কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান সম্পর্কে তাঁর ৩টি বইও রয়েছে।

মেঝো ছেলে মু'তাছিম ইলাহী যহীরও কুরআনের হাফেয। তিনি দুই বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনিও ভাল বক্তা। আর ছোট ছেলে হেশাম ইলাহী যহীর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ফারেগ। তিনিও কুরআনের হাফেয ও বক্তা। মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি পাঁচ বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। সম্ভবত তিনিই একমাত্র পাকিস্তানী যিনি এত অল্প বয়সে ৫ বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেছেন। তিনি তিনটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন।[৬৫]

গ্রন্থাবলী :

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর মাত্র ৪২ বছর এ পৃথিবীর ক্ষণিকের নীড়ে বেঁচেছিলেন। কিন্তু সময়ের সদ্ব্যবহারের কারণে নানাবিধ ব্যস্ততা সত্ত্বেও এত অল্প সময়ে তিনি গবেষণার ক্ষেত্রে অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। শায়খ মুহাম্মাদ নাছের আল-উবূদী যথার্থই বলেছেন, ولقد أنتج في سنوات قليلة ما لم ينتجه غيره في سنوات كثيرة. 'তিনি অল্প কয়েক বছরে যা রচনা করেছেন, অনেক বছরেও তা অন্যরা করতে পারেনি'।[৬৬] তিনি সর্বমোট ১৮টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে ১৪টি আরবী ভাষায় ও ৪টি উর্দূ ভাষায়।[৬৭]

১. আল-কাদিয়ানিয়্যাহ দিরাসাতুন ওয়া তাহলীলুন (القاديانية دراسات وتحليل) : মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে দামেশকের 'হাযারাতুল ইসলাম' পত্রিকায় প্রকাশিত ১০টি প্রবন্ধের সমাহার এ গ্রন্থটি। প্রথম প্রবন্ধে কাদিয়ানীদের উত্থানে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের ভূমিকা, দ্বিতীয় প্রবন্ধে মুসলমানদের সম্পর্কে কাদিয়ানীদের আক্বীদা, ইসরাঈল কর্তৃক কাদিয়ানীদের সহযোগিতা এবং ইসরাঈলে কাদিয়ানী কেন্দ্র সম্পর্কে, তৃতীয় প্রবন্ধে বিভিন্ন নবী ও ছাহাবীগণের সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, চতুর্থ প্রবন্ধে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর রাসূল (ছাঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী ও তার অসারতা, পঞ্চম প্রবন্ধে আল্লাহ, খতমে নবুঅত, জিবরীল, কুরআন, হজ্জ, জিহাদ প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের আক্বীদা, ষষ্ঠ প্রবন্ধে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর জীবনী, ৭ম প্রবন্ধে তার ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ, ৮ম প্রবন্ধে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তাদের আক্বীদা, ৯ম প্রবন্ধে কাদিয়ানীদের নেতা ও তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী সম্পর্কে

৬৩. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।*
৬৪. *ঐ, পৃঃ ৬৯-৭০।*

৬৫. *আল্লামা যহীরের বড় ছেলে ইবতিসাম ও ছোট ছেলে হেশামের সাথে যোগাযোগ করলে তারা ২২ জুলাই শুক্রবার ২০১১-এ এক ই-মেইল বার্তায় আমাদের এসব তথ্য জানান। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন!-লেখক।*
৬৬. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯।*
৬৭. *ঐ, পৃঃ ১৩৪-৩৫।*

এবং ১০ম প্রবন্ধে খতমে নবুঅত প্রসঙ্গে তাদের আক্বীদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত আরবীতে এটির ৩০টি ও ইংরেজীতে ২০টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

২. আশ-শী'আ ওয়াস সুন্নাহ (الشيعة والسنة) : তিন অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ গ্রন্থটি প্রথম ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৪ সালে এটির ২৪তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ বিন সাবার ফিতনা, খুলাফায়ে রাশেদীন, উম্মাহাতুল মুমিনীন সহ অন্যান্য ছাহাবীগণের সম্পর্কে শী'আদের ভ্রান্ত ধারণা, অপবাদ, তাদেরকে কাফের আখ্যাদান প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শী'আদের কুরআন পরিবর্তন ও ইমামতের গুরুত্ব এবং তৃতীয় অধ্যায়ে তাদের ভ্রান্ত তাকিয়া নীতি প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইংরেজী, ফার্সী, তুর্কী, তামিল, ইন্দোনেশীয়, থাইল্যান্ডী, মালয়েশীয় প্রভৃতি ভাষায় এটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করে মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আশ-শায়বানী বলেন, وللمرة الأولى في تاريخ التأليف في الملل والنحل يؤلف كتاب بهذا التفصيل الذي لم يسبق إليه. لا نظير له في المؤلفات الحديثة. 'ধর্মতাত্ত্বিক গোষ্ঠী সম্পর্কে গ্রন্থ রচনার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এ ধরনের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত অভূতপূর্ব গ্রন্থ লেখা হয়। আধুনিক রচনাবলীতে এর দৃষ্টান্ত নেই'।[৬৮]

৩. আশ-শী'আ ওয়া আহলুল বায়েত (الشيعة وأهل البيت): এ গ্রন্থে শী'আদের আহলে বায়তের প্রতি মেকি ভালবাসার মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে। যেমন গ্রন্থটির ভূমিকায় আল্লামা যহীর বলেন,

فأولا وأصلا كتبنا هذا الكتاب لأولئك المخدوعين، المغترين، الغير العارفين حقيقة القوم وأصل معتقداتهم كي يدركوا الحق، ويرجعوا إلى الصواب إن وفقهم الله لذلك، ويعرفوا أن أهل البيت– نعم– وحتى أهل بيت علي رضى الله عنهم أجمعين لا يوافقون القوم ولا يقولون بمقالتهم، بل هم على طرف والقوم على طرف آخر، وكل ذلك من كتب القوم وبعباراتهم هم أنفسهم.

'যারা শী'আদের প্রকৃতি ও তাদের মৌলিক বিশ্বাস সমূহ সম্পর্কে অনবগত সে সকল প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের জন্যই আমরা মূলত এই বইটি লিখেছি। যাতে তারা যেন প্রকৃত বিষয় জানতে পারে এবং যদি আল্লাহ তাদের তাওফীক দেয় তাহলে যেন তারা সত্যের দিকে ফিরে আসে। তারা এটাও জানতে পারে যে, আহলে বায়েত এমনকি খোদ আলী (রাঃ)-এর পরিবার-পরিজনও শী'আ জাতির সাথে একমত নয় এবং তারা যা বলে তারা তা বলে না। বরং তারা একপ্রান্তে আর শী'আরা আরেক প্রান্তে। এ সকল কিছু শী'আদের বইপত্র ও তাদের উদ্ধৃতি দিয়েই উল্লেখ করা হয়েছে'।[৬৯]

চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত এ গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১৬। প্রথম অধ্যায়ে শী'আ ও আহলে বায়েত শব্দের বিশ্লেষণ এবং ইমামদের ব্যাপারে তাদের বাড়াবাড়ি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুরআন মাজীদে ছাহাবীগণের প্রশংসা, ছাহাবীগণের সম্পর্কে আলী (রাঃ)-এর দৃষ্টিভঙ্গি, খুলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে শী'আদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মুত'আ বিবাহ সম্পর্কে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে রাসূল (ছাঃ), তাঁর সন্তান-সন্ততি ও ছাহাবীগণের সম্পর্কে তাদের বাজে মন্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উর্দূ, ইংরেজী, তুর্কী প্রভৃতি ভাষায় এটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

৪. আশ-শী'আ ওয়াল কুরআন (الشيعة والقرآن) : আল্লামা মুহিব্বুদ্দীন আল-খতীব মিসরী (১৩০৩-১৩৮৯ হিঃ) الخطوط العريضة নামে শী'আদের বিরুদ্ধে একটি বই লিখেন। এ বইয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, শী'আরা কুরআন পরিবর্তন করেছে। এর জবাবে একজন শী'আ আলেম مع الخطيب في خطوطه العريضة নামে একটি বই লিখে দাবী করেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট কুরআন যেমন অবিকৃত, তেমনি শী'আদের নিকটও। আল্লামা যহীর সেই শী'আ আলেমের দাবীর অসারতা ও খতীবের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করে ৩৫২ পৃষ্ঠা সম্বলিত উক্ত বইটি রচনা করেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'আমরা এতে খতীবের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করেছি কথা ও আবেগের বশবর্তী হয়ে নয়; বরং অকাট্য দলীল-প্রমাণ, প্রমাণিত নছ, সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি এবং অকাট্য বর্ণনা দ্বারা'।[৭০] পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এটি অনূদিত ও একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে।

৫. আল-ব্রেলভিয়া আকাইদ ওয়া তারীখ (البريلوية عقائد وتاريخ) : ভারতীয় উপমহাদেশের বিদ'আতী ও কবরপূজারী ব্রেলভী ফিরকা সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ এটি। এ গ্রন্থের সুবাদে আরব বিশ্বের জনগণ প্রথমবারের মতো এই ভ্রান্ত ফিরকা সম্পর্কে অবগত হয়। পাঁচটি অধ্যায় সম্বলিত এ গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৪। প্রথম অধ্যায়ে এ মতবাদের ইতিহাস ও এর প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ রেযা খানের জীবনী, দ্বিতীয়

৬৮. *শায়বানী, ইহসান ইলাহী যহীর, পৃঃ ৫।*

৬৯. *আশ-শী'আ ওয়া আহলুল বায়েত, পৃঃ ৮।*
৭০. *আশ-শী'আ ওয়াল কুরআন, পৃঃ ৭।*

অধ্যায়ে ব্রেলভীদের আক্বীদা-বিশ্বাস, তৃতীয় অধ্যায়ে তাদের শিক্ষা, চতুর্থ অধ্যায়ে মুসলমানদের মধ্যে যারা তাদের আক্বীদা বিরোধী তাদেরকে কাফের আখ্যাদান ও তাদের বিভিন্ন বিদ'আতী আমল এবং পঞ্চম অধ্যায়ে তাদের বিভিন্ন আজগুবি কেচ্ছা-কাহিনী আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া তাঁর রচিত অন্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে-

৬. আশ-শী'আ ওয়াত তাশাইয়ু ৭. আল-ইসমাঈলিয়্যাহ : তারীখ ওয়া আকাইদ ৮. আল-বাবিয়া আরয ওয়া নাকদ ৯. আল-বাহাইয়া : নাকদ ওয়া তাহলীল ১০. আর-রাদ্দুল কাফী আলা মুগালাতাতিদ দুকতুর আলী আব্দুল ওয়াহিদ ওয়াফী ফী কিতাবিহি বায়নাশ শী'আ ওয়া আহলিস সুন্নাহ ১১. দিরাসাত ফিত-তাছাওউফ ১২. সুকূতে ঢাকা (উর্দূ) ১৩. আত-তুরুকুল মাশহূরা ফী শিবহিল কার্রাহ আল-হিন্দিয়া (অপ্রকাশিত) ১৪. আত-তাছাওউফ আল-মানশাউ ওয়াল মাছাদিরু ১৫. কুফর ওয়া ইসলাম (উর্দূ) ১৬. ইমাম ইবনু তাইমিয়ার 'কিতাবুল অসীলা'-এর উর্দূ অনুবাদ ১৭. সফরে হিজায (উর্দূ) ১৮. আন-নাছরানিয়্যাহ (অপ্রকাশিত)।

বিশ্বব্যাপী তাঁর বইয়ের গ্রহণযোগ্যতা :

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর আধুনিক বিশ্বের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মতাত্ত্বিক ছিলেন। বিভিন্ন বাতিল ফিরকার উপর লিখিত তাঁর গ্রন্থগুলোকে এ বিষয়ের মৌলিক গবেষণাগ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এগুলো পাঠসূচীভুক্ত রয়েছে। আল্লামা যহীর বলেন, 'আমি ধর্মতত্ত্বের উপর বই লিখে গোটা মুসলিম বিশ্বে আমার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করেছি। আমার বইগুলো বিশ্বের প্রত্যেক ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে পাঠ্যসূচীভুক্ত রয়েছে এবং অনেক দেশে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য লিখিত অভিসন্দর্ভসমূহে ঐসব বইয়ের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। আমার নিশিদিন অধ্যয়ন ও গবেষণার ফসল এগুলি'।[৭১] তিনি বলেন, 'আমার বইগুলো মুসলিম বিদ্বানদের জন্য ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক সাহিত্যের অভাব পূরণ করেছে'।[৭২] তিনি আরো বলেন, 'মোদ্দাকথা, ধর্মতত্ত্বের উপর আমার লেখা গ্রন্থগুলোর মুসলিম বিশ্বে একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে'।[৭৩]

মুহাম্মাদ ছায়েম বলেন, وإنها في مجال الأبحاث العلمية لتعتبر من أهم مراجع الدارسين للفرق والملل والنحل. 'বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক গোষ্ঠী সম্পর্কে গবেষণাকারীদের জন্য গবেষণা পরিমণ্ডলে এ গ্রন্থগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে'।[৭৪]

আল্লামা যহীরের প্রত্যেকটি বইয়ের প্রথম সংস্করণ ৩০ হাযার কপি বের হত। তাঁর 'আল-ব্রেলভিয়া' বইটির ৩০ হাযার কপি মাত্র ১৫ দিনে নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে এক বছরে এই বইটি ৯ বার প্রকাশ করতে হয়। এতেও চাহিদা পূরণ না হলে দামেশক ও সঊদী আরব থেকেও এটি প্রকাশ করা হয়। তাঁর এই বইটি প্রকাশের পর সঊদী আরব ও মিসরে উক্ত ভ্রান্ত ফিরকা সম্পর্কে অনেক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৭৫] তাঁর অধিকাংশ বই পৃথিবীর বিভিন্ন জীবন্ত ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

সাবেক জনপ্রিয় সঊদী বাদশাহ ফয়সাল এক শাহী ফরমানে তাঁর নিজ খরচে আল্লামা যহীরের বইপত্র ক্রয় করে সঊদী আরবের সকল লাইব্রেরী, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এবং অন্য এক ফরমানে সেগুলো ছেপে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন লাইব্রেরীতে বিতরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৭৬]

তাঁর বইগুলোর বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতার কারণ সম্পর্কে তদীয় শিক্ষক মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর শায়খ আতিয়্যাহ সালিম (১৯২৭-৯৯) বলেন,

إن كتاباته كلها اتسمت بالرزانة والاعتدال ومدعمة بالأدلة وصدق المقال. وأهم ما فيها أن يستدل لها من كتب أهلها مما لا يدع مجالا للشك فيما يكتب عنهم. ولا مطعن فيها يفرده من مصادرهم حتى أصبحت كتبه في تلك الفرق مصادر ومراجع للدارسين ومناهل للباحثين.

'তাঁর রচনাবলী গাম্ভীর্য ও সুসামঞ্জস্যের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং দলীল ও সত্যকথন দ্বারা মযবুতকৃত। এসব গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল ঐসব ফিরকার নিজেদের রচিত বইপত্র থেকে প্রমাণ পেশ, যা তাদের সম্পর্কে তিনি যা লিখেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে না এবং তাদের সূত্রসমূহ থেকে তিনি যেসব উদ্ধৃতি দেন তাতে দোষারোপেরও কোন কিছু থাকে না। এভাবে তাঁর গ্রন্থগুলো ঐ সকল ফিরকার ব্যাপারে পাঠক ও গবেষকদের জন্য আকরে পরিণত হয়েছে'।[৭৭]

শায়খ মুহাম্মাদ নাছের আল-উবূদী বলেন, واتسمت كتبه بقوة الحجة والمنطق. 'তাঁর গ্রন্থগুলো শক্তিশালী দলীল ও যুক্তির বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত'।[৭৮]

[চলবে]

৭১. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫০।*
৭২. *ঐ, পৃঃ ৪৭।*
৭৩. *ঐ, পৃঃ ৪৯।*
৭৪. *গুহাদাউদ দাওয়াহ, পৃঃ ১৬৫।*
৭৫. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৯-৫০।*
৭৬. *শায়বানী, ইহসান ইলাহী যহীর, পৃঃ ১৪; 'আল-মাজাল্লাতুল আরাবিয়্যাহ', সংখ্যা ৪৮, ১৪০৮ হিঃ, পৃঃ ৯১; গুহাদাউদ দাওয়াহ, পৃঃ ১৬৫।*
৭৭. *আল-ব্রেলভিয়া, পৃঃ ৩।*
৭৮. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯।*

চিকিৎসা জগৎ

মেপল সিরাপের নতুন গুণ

মার্কিন কেমিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক বিজ্ঞান সভায় বিজ্ঞানীরা বলছেন, ক্যান্সার থেকে বাঁচতে কিংবা রক্তে চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে মেপল সিরাপ দারুণ কার্যকরী। এছাড়াও মেপল সিরাপের আরো অনেক গুণাগুণ রয়েছে। রোডস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাকগনোসি বিভাগের সহ-অধ্যাপক এই গবেষণা প্রসঙ্গে জানাতে গিয়ে বলেন, মেপল সিরাপের এত গুণের কথা এ পর্যন্ত অজানাই ছিল। গবেষকদলের প্রধান শ্রীরাম বলেন, মেপল সিরাপের মধ্যে নতুন একটা মলিকিউল তারা আবিষ্কার করেছেন। দেখা গেছে, এ পর্যন্ত অজানা এই পলিফেনলস নামের এই মলিকিউলের রয়েছে মানব শরীরে ক্যান্সার ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নেয়ার ক্ষমতা। যারা রক্তে মধুমেহ রোগ বা ব্লাড সুগারে ভুগছেন, তাদের জন্যও এই মলিকিউল এনেছে সুখবর। দেখা গেছে, কার্বোহাইড্রেটকে চিনিতে পরিণত করে থাকে যে সমস্ত এনজাইম, তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে মেপল সিরাপের মলিকিউল। এ সিরাপের মধ্যে মোট ৫৪টি অতি উপকারী গুণাবলী আবিষ্কার করে বিজ্ঞানীরা বেশ উৎফুল্ল। তাদের প্রত্যাশা, আরও অনেক রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই সিরাপ কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। শ্রীরাম বলেছেন, মধুমেহ রোগের চিকিৎসায় এই সিরাপ ওষুধ হিসাবে কাজ করবে। এতদিন পর্যন্ত মধুমেহ রোগীদের জন্য চিনি বা মিষ্টি খাদ্য পানীয় ছিল বিষের সমান। প্রকৃতির ভাণ্ডারে লুকিয়ে থাকা বিস্ময়ের যে শেষ নেই, এই আবিষ্কার সেটাই প্রমাণ করল।

॥ সংকলিত ॥

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে ক্বওমী ও আলিয়া মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক সহ আহ'লেহাদীছদের লিখিত ও প্রকাশিত সকল প্রকার ধর্মীয় বই এবং ডাঃ জাকির নায়েকের বই সমূহও পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সহ প্রতিদিন রাত্রি ১০-টা পর্যন্ত লাইব্রেরী খোলা থাকে।

যোগাযোগ : মাদরাসা মার্কেট (২য়তলা)
রাণী বাজার, রাজশাহী।
মোবাঃ ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫।

শীতের চেয়ে বর্ষায় শিমের ফলন বেশী

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ঘোর বর্ষাতে ঝুঁকি নিয়ে শিম চাষ করে শীতের চেয়েও অধিক ফলন ফলিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছে ৬০ চাষী। এতদিন এ এলাকার চাষীরা শুধু শীতকালেই শিম চাষ করতেন। বর্ষা বা অন্য ঋতুতে এখানে শিম চাষ করে সাফল্য পাওয়া দুরূহ ব্যাপার মনে করে কেউ এই ঝুঁকি নেয়নি। কিন্তু এবার সেই চিরাচরিত ধারা থেকে বেরিয়ে এসে তারা চাষ করলেন বর্ষাকালীন শিম। প্রাথমিক পর্যায়ে পৌর সদরের বিভিন্ন গ্রাম মুরাদপুর, সৈয়দপুর ও বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নে কিছু কিছু এলাকায় এই শিম চাষের খবর পাওয়া গেছে। তবে পৌর সদরের ইদিলপুর গ্রামের চাষী আবুল বাশারের জমিতে শিমের ফলন খুবই ভাল হয়েছে। তিনি স্থানীয় বাজার থেকে বারমাসি শিমের বীজ সংগ্রহ করে বৈশাখ মাসে ৭০ শতক জমিতে বীজ লাগিয়েছেন। এ জমিতে চাষাবাদকালে সার কীটনাশক, শ্রমিক মজুরিসহ তার খরচ পড়েছে প্রায় ১৬ হাযার টাকা। প্রথম দফায় এক কেজি শিম ৬০ টাকা হিসাবে ১০ কেজি বিক্রি হয়েছে। পরবর্তীতে শিমের মূল্য আরো বেড়ে কেজি ১০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হ'তে পারে। বড় কোন প্রাকৃতিক সমস্যা না হ'লে এই জমি থেকে ৩ লাখ টাকার শিম বিক্রি হ'তে পারে। তার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বর্তমানে এই এলাকার আরো অনেকেই বর্ষাকালীন শিম চাষ করছেন।

শীত মৌসুমে সীতাকুণ্ডে বাটা, ছুরি, লইট্টাসহ আরো কয়েক প্রকার শিম চাষ হয়ে থাকে। এর মধ্যে ছুরি শিমের সুখ্যাতি তো দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও চলে গেছে বহু আগে। শিমের বীচি ইউরোপ-আমেরিকায় রপ্তানি করেও লাখ লাখ ডলার আয় করেছেন স্থানীয় চাষীরা। এবার বর্ষাকালীন শিম চাষে সাফল্য আসায় কৃষিতে সম্ভাবনার নতুন আরো একটি দ্বার উন্মোচিত হ'ল। এই এলাকায় দিন দিন বারমাসি শিমের চাষ বাড়ছে। উপযেলা কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা যায়, সীতাকুণ্ডে গতবছর থেকে এই শিম চাষ শুরু হয়েছে। গতবার মোটামুটি সাফল্য আসায় এবার ৫ হেক্টর জমিতে প্রায় ৬০ চাষী চাষ করেছে। এই বীজের পানি সহ্য ক্ষমতা অনেক বেশী বলেই বর্ষাতে ভাল ফলন হচ্ছে। তাই যারা কর্মহীনভাবে বসে থেকে অলস সময় কাটাচ্ছেন তারা অবশ্যই এই শিম চাষ করে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হ'তে পারেন।

॥ সংকলিত ॥

ক্ষেত-খামার

কবিতা

হজ্জ যাত্রার আগে

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

জীবন নদীর বেলায় দাঁড়িয়ে
চিন্তিত হৃদি আঁখি,
কল্পনা নয় বাস্তবতায়
সত্য চিত্র আঁকি।
ভাবিনি কখনও যাব আমি হজ্জে
দরিদ্রতার দাবানলে
পুড়েছি যখন পরাজিত রণে
জীবনের প্রতি পলে।
পরম দয়ালু করুণার বারি
বর্ষালেন মম পরে
তাই আমি আজ হাজীদের সাজ
সাজিলাম নিজ করে।
হজ্জ ব্রতে যাই ফিরিয়া তাকাই
আমার জন্মভূমে,
যে মাটিতে আমি জীবন কাটানু
যাহার চরণ চুমে।
সে মাটি আমারে ফের ফিরিবারে
বার বার যেন বলে,
মায়ার বন্ধনে শক্ত বাঁধনে
রাখিবে সে চিরকালে।
আমার প্রাণের দরদী জননী
ঘুমে যেথা চিরদিন,
এ ধরাতে যার পারিনি শুধিতে
এক ফোঁটা দুধের ঋণ।
তাহার পাশেতে সমাধি আমার
মাটি যেন সেটা চায়,
চিরদিন আমি থাকি যেন সেথা
নিঝুম নিরালায়।

***

উচিত কথা কই

এফ.এম.নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

যেথায় মোদের জয়
সেথায় ওদের ভয়,
ধরতে পারে না তুলে কভু
ওরা নিজের পরিচয়।
ফের্কাবন্দী মানি না মোরা
উচিত কথা সদা কই,
ছহীহ হাদীছের সন্ধান পেলে
আঁকড়ে ধরে রই।
মীলাদ শবেবরাত করি না পালন,
মানি না ভণ্ডপীর,
তাবারকের নামে শিরকের আড্ডার
খাই না কোন ক্ষীর।
সিজদা করি আল্লাহ্র সকাশে
বিধান মানি অহি-র
নত করি না এক আল্লাহ ছাড়া
কারো কাছে মোদের শির।
শিরক বিদ'আত ছেড়ে
অহি-র বিধান মেনে চলি
আপন মন প্রাণে
সমাধান নেই সেখান থেকে
যা আছে হাদীছ-কুরআনে।
আল্লাহ্র ইবাদত করি মোরা
তাঁরই প্রেমে মশগূল থাকি,
সকল সৃষ্টির স্রষ্টা যিনি
তাঁকেই সদা ডাকি।

***

বিবেক

মুর্তযা কামাল বাবুল
খয়েরসুতি, দোগাছী, পাবনা।

মানুষ হ'ল সৃষ্টির সেরা সৃষ্টিকর্তা বলে
সৃষ্টির সেরা এই মানুষ কী সেরা হয়ে চলে?
আছে ভাল আছে মন্দ স্বীকার করি আমি
কে যে ভাল কে যে মন্দ জানে অন্তর্যামী।
কিতাব বলে জ্ঞানে চল বাহু বলে নয়
বাহুবল পশুরও আছে হাযার প্রমাণ রয়।
জ্ঞান-বিবেকে চলো মানুষ অহংকার বিদ্বেষ ছেড়ে
পেশীশক্তি ধ্বংস কর শক্ত পদাঘাত হেনে।
মানুষ যদি হ'তে চাও তোমার নীচের মানুষ দেখ
জ্ঞানের চোখে কুরআন পড়ে এই নিয়মটি শেখ।
বিবেক মোদের সবই বোঝে, বোঝে ভাল-মন্দে
আরো বেশী বুঝে ফেলে কাল টাকার গন্ধে।
বেশী বুঝার জন্য যখন যায় ভুলে সব দিক
সর্বহারা হয়ে তখন বিবেক করে ঠিক।
শত ভুল শুধরায় মানুষ এই জীবনের শেষে
লাভ কী আর জেগে বিবেক এ জীবনের শেষে।

***

বেনামাযী বেপর্দা

আলহাজ্জ আব্দুস সাত্তার মণ্ডল
তাহেরপুর, রাজশাহী।

বেনামাযী, বেপর্দা ও বেহায়া যারা
দুনিয়াতেই মুছীবতে হবে দিশেহারা।
শিক্ষা-দীক্ষা অর্থ-সম্পদ থাকবে সবই পড়ে
গর্ব তাদের খর্ব হবে মনের ঘূর্ণিঝড়ে।
ধ্বংস করে চলছে যারা রাসূলের সুন্নাত
শাফা'আত পাবে না তারা, পাবে না নাজাত।
ইসলামেরই ছায়াতলে সবাই মিলে যাই
রহমানের রহমতে যেন মুক্তি সবাই পাই।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১। আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহঃ)।
২। হিজরী তৃতীয় শতকের।
৩। জন্ম ১৯৪ হিঃ, মৃত্যু ২৫৬ হিঃ।
৪। আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ।
৫। মাত্র ১৭ বছর বয়সে।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১। পিয়াজ ২। চাঁদ ৩। বই
৪। চেয়ার ৫। নৌকা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১। দু'জন ভণ্ড নবীর নাম বল?
২। কা'বা শরীফের সর্বশেষ নির্মাতা কে?
৩। শায়েরে রাসূল কার উপাধী?
৪। আবু বকর (রাঃ)-এর ডাক নাম কি ছিল?
৫। সর্বপ্রথম কে ডাক বিভাগ চালু করেন?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈন্দিন বিজ্ঞান)

১। কোন মাছের মাথা নেই?
২। কোন প্রাণী খাবার না খেয়ে ৩ বছর ঘুমাতে পারে?
৩। কোন প্রাণীর ৩টি চোখ আছে?
৪। কোন প্রাণীর ৩টি হৃদপিণ্ড আছে?
৫। কোন প্রাণী জীবনেও পানি পান করে না?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ সোহেল রানা
তাহেরপুর হাইস্কুল, রাজশাহী।

সোনামণি সংবাদ

নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া-পূর্ব ১৮ জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ ফজর নন্দলালপুর আহ'লেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাষ্টার হাশেমুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আমীনুর রহমান, যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আখতারুয্যামান, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাসানুয্যামান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আখতারুয্যামানকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ব্রজনাথপুর, পাবনা ৩০ জুলাই শনিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৬-টায় ব্রজনাথপুর আহ'লেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে ছোট্ট সোনামণি মানিক হোসাইন এবং জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুর রাকীব। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি পাবনা যেলা পরিচালক আনোয়ার হোসাইন।

কোমরগ্রাম, জয়পুরহাট ৩১ জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব কোমরগ্রাম আহ'লেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আমীনুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জয়পুরহাট যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুনায়েম হোসাইন।

আঙ্গার জোড়া, ঢাকা ৫ আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব আঙ্গার জোড়া আহ'লেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবীর।

শাসনগাছা, কুমিল্লা ৭ আগষ্ট বরিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় শাসনগাছা মারকাযে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি জামীলুর রহমান। অনুষ্ঠানে জাফর ইকরামকে পরিচালক করে কুমিল্লা যেলা 'সোনামণি' পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণে ৯টি শাখার দেড় শতাধিক সোনামণি অংশগ্রহণ করে।

প্রার্থনা

মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বর্ষাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

হে আল্লাহ!
তুমি আমার স্রষ্টা
তুমি আমার রব,
তুমি দু'জাহানের বাদশাহ
তুমিই তো সব।
আমার হৃদয়ে দান কর তুমি
ঈমান সুদৃঢ়,
তোমার পথে চালাও আমায়
সারাটি জীবন।
তুমি আমায় পথটি দেখাও
সহজ ও সরল
সেই পথে যেন থাকতে পারি
সর্বদা অটল।
তোমার পথই সঠিক
এটাই আমি জানি,
তোমার পথে চালাও মোরে
ওহে অন্তর্যামী!

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

উপজাতীয়দের আদিবাসী দাবী ও পাবর্ত্যাঞ্চলে খৃষ্টান বানাতে এনজিওগুলোর অপতৎপরতা

পার্বত্যাঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিশেষ করে দরিদ্র বৌদ্ধ ও হিন্দু উপজাতি ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর হাযার হাযার মানুষ খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে। পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সেবার অন্তরালে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিওগুলো প্রায় দুই দশক ধরে চালাচ্ছে ধর্মান্তরিতকরণ তৎপরতা। পার্বত্যাঞ্চলকে খৃষ্টভূমিতে পরিণত করা, এক সময় স্বায়ত্তশাসন (আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার) দাবী এবং চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব তিমুরের মতো স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়েই এ ধর্মান্তরিতকরণ প্রক্রিয়া চলছে। একই লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' হিসাবে স্বীকৃতিদানের ইস্যুটিও সম্প্রতি সামনে আনা হয়েছে। উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য সাংবিধানিকভাবে 'আদিবাসী' হিসাবে স্বীকৃতি আদায় সম্ভব হ'লে সরকার 'আই.এল.ও কনভেনশন ১৬৯' কার্যকরে বাধ্য থাকবে। আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী সরকারকে তখন উপজাতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার (স্বায়ত্তশাসন)ও দিতে হবে।

গত ২০ বছরে খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটি পার্বত্য যেলার প্রত্যন্ত এলাকায় ১২ হাযার ২শ' উপজাতীয় পরিবারকে খৃষ্টান বানিয়েছে বিভিন্ন এনজিও। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য পেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাসহ সরকারের অন্যান্য সংস্থার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিন পার্বত্য যেলা খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটিতে বর্তমানে ১৯৪টি গীর্জা উপজাতীয়দের ধর্মান্তরিত করে খৃষ্টান বানানোর ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এ গীর্জাগুলোকে কেন্দ্র করেই দেশী-বিদেশী এনজিও ও অন্যান্য সংস্থা তাদের সব তৎপরতা চালায়। শুধু বান্দরবান যেলাতেই কমপক্ষে ৩৯টি এনজিও কার্যক্রম চালাচ্ছে। এনজিও ও গীর্জাগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্রিশ্চিয়ান ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশ (সিএফডিবি), বাংলাদেশ ব্যাপ্টিস্ট চার্চ ফেলোশিপ, সাধু মোহনের ধর্মপল্লী, বাংলাদেশ ইউনাইটেড ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ক্রিশ্চিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি), গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন (গ্রাউস), কারিতাস বাংলাদেশ, অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ অব বাংলাদেশ, ক্যাথলিক মিশন চার্চ, রাঙামাটি হোমল্যান্ড ব্যাপ্টিস্ট চার্চ, জিওন ব্যাপ্টিস্ট চার্চ, গ্রীন হিল, আশার আলো প্রভৃতি।

এসব এনজিও ও গীর্জাগুলো স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, নগদ অর্থসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করছে উপজাতীয়দের। উপজাতীয়দের খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণের জন্য প্রাপ্য আর্থিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে রোববার বাধ্যতামূলক গীর্জায় যেতে হয়। এমনকি পার্বত্যাঞ্চলে বিভিন্ন স্থান থেকে এসে বসতি স্থাপনকারী মুসলিম পরিবারের শিশুদের সেবা ও আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে গীর্জায় প্রার্থনা করতেও অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক গত ১৫-২৬ জুন পরিচালিত এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

ফারাক্কার প্রভাবে সুন্দরবনের ৩৮ শতাংশ সুন্দরী গাছ আগামরা রোগে আক্রান্ত

ফারাক্কার বিরূপ প্রভাব এবং মিঠা পানির অভাবে সুন্দরবনের সৌন্দর্য সুন্দরী গাছের ব্যাপক 'টপ ডাইং' বা আগামরা রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। জানা গেছে, বনের অভ্যন্তরে গড়ে প্রায় ৩৮ শতাংশ সুন্দরী গাছ আগামরা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। আগামরা রোগের কারণে প্রায় ৫০ শতাংশ সুন্দরী গাছ হ্রাস পেয়েছে। গত ৩০ বছরে আগামরা রোগে আক্রান্ত হয়ে সুন্দরবনে ১.৪৪ মিলিয়ন ঘনমিটার সুন্দরী গাছ নষ্ট হয়েছে। নষ্টকৃত কাঠের মূল্য আনুমানিক হাযার কোটি টাকা।

দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিদিন নিহত হচ্ছে ১৩ জন

বর্তমান বিশ্বে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশ শীর্ষে রয়েছে। দেশে গড়ে প্রতিদিন ১৩ জন নিহত এবং ৪২ জনেরও বেশী আহত হচ্ছে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৪ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ১৭ বছরে ৭০ হাযার সড়ক দুর্ঘনার ঘটনা ঘটেছে। এতে আহত হয়েছে ১ লাখ ৩ হাযার জন। মারা গেছে ৫০ হাযার ৫শ ৪৪ জন মানুষ। এদিকে 'সেন্টার ফর মিডিয়া রিসার্চের' (এমআরটি) বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০১০ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহ'তের সংখ্যা ৪ হাযার ৪৮১ জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা গড়ে প্রতিদিন ১২ জনেরও বেশী। এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন ১৫ হাযার ৫৬৯ জন অর্থাৎ গড়ে ৪২ জনেরও বেশী।

প্রবল বর্ষণ ও বন্যায় বিপর্যস্ত দেশ

দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রবল বর্ষণের কারণে সৃষ্ট বন্যা ও নদী ভাঙনে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। দেশের সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনা, বাগেরহাট, নড়াইল, কুষ্টিয়া, রংপুর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি যেলায় প্রবল বর্ষণের ফলে লাখ লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। শুধু সাতক্ষীরায় পানিবন্দী মানুষের সংখ্যা ৩ লাখ। সাতক্ষীরায় গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে রোপা আমন ক্ষেত, বীজতলা ও আউশ ধান। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কাঁচা ঘরবাড়ি। লাখ লাখ লোক বাড়ীঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। কোটি কোটি টাকার চিংড়ি মাছ ভেসে গেছে। উজান থেকে ধেয়ে আসা পানির কারণে যমুনা, মেঘনা, পদ্মা প্রভৃতি নদীগুলোতে ব্যাপক ভাঙ্গনের ফলে বিস্তীর্ণ এলাকার জনপদ, ফসলের জমি, বসতভিটা ও বাড়িঘর তলিয়ে গেছে। বৃষ্টির পানি ও নোংরা পরিবেশে খোলা জায়গায় বসবাস করার ফলে শিশুরা জ্বর, সর্দিতে আক্রান্ত হয়ে নিউমোনিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এমনকি ভাতের অভাবে ছিয়াম পালন করতেও অনেকে হিমশিম খাচ্ছে। তাছাড়া প্রবল বর্ষণ ও বন্যার কারণে দেশের মহাসড়কগুলোর যাচ্ছেতাই অবস্থা। অধিকাংশ সড়কই যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে প্রতিনিয়তই ঘটছে দুর্ঘটনা। বাড়ছে জনদুর্ভোগ।

বিদেশ

হিউম্যান রাইটস ফার্স্টের রিপোর্ট

মার্কিন গোপন কারাগারগুলোতে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত মার্কিন গোপন কারাগারগুলোতে বন্দীদের ওপর শারীরিক নির্যাতনসহ নানা অমানবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় বলে জাতিসংঘের ধারাবাহিক তদন্তে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এসব কারাগারে আটক হতভাগ্য বন্দীদের তাদের আইনজীবি কিংবা পরিবার-পরিজনের সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হয় না। তাছাড়া জিজ্ঞাসাবাদের সময় মার্কিন কর্মকর্তারা বন্দীদের উলঙ্গ থাকতে বাধ্য করে। বন্দীদের চোখ ও মুখ বেঁধে রাখা হয় এবং ছাদের সঙ্গে দড়ি বেঁধে তাদের দীর্ঘক্ষণ ঝুলিয়ে রাখা হয়। 'হিউম্যান রাইটস ফার্স্ট' নামের একটি মানবাধিকার সংগঠনের হিসাব অনুযায়ী আফগানিস্তানের বাগরাম বিমান ঘাঁটিতে অবস্থিত মার্কিন বিশেষ কারাগারে দুই হাযারের বেশী বন্দী রয়েছে। এসব বন্দীকে কোন রকম অভিযোগ বা আইনগত প্রক্রিয়া ছাড়াই দিনের পর দিন আটক রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ভারত মহাসাগরের দিয়াগো গার্সিয়া দ্বীপ, জর্ডান এবং সাগরে মোতায়েন মার্কিন উভচর জাহাজগুলোতে স্থাপিত বিশেষ বন্দীশিবিরে প্রায় ২৭ হাযার বন্দী রয়েছে।

ভারতীয় মন্ত্রীর নির্দেশ

গীতা পড়, না হয় ভারত ছাড়

ভারতীয় হিন্দুরা তাদের ধর্মগ্রন্থ গীতা পড়ে সম্মান না দেখালে ভারত ছেড়ে ভিন দেশে যাওয়ার কথা বলেছেন দেশটির কর্নাটক রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী বিশ্বেশ্বর হেগদি কাগেরি। তিনি বলেন, ভগবত গীতা সূর্য সদৃশ। তাই ভারতীয়রা চারপাশের অন্যান্য জিনিসকে যেভাবে সম্মান করে, পবিত্র গীতাকেও সম্মান দেখানো প্রত্যেক ভারতীয়র দায়িত্ব। তিনি আরো বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কোন ভারতীয় যদি গীতার প্রতি সম্মান না দেখায় তাহ'লে তাদের ভারতের কোথাও স্থান হবে না। তাদের দেশ ত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি জমানো উচিত বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

ভারতে দুর্নীতির ভয়াল থাবা

ভারতে দুর্নীতি ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছে। একের পর এক বেরিয়ে আসছে আর্থিক দুর্নীতির ভয়াবহ সব ঘটনা। প্রকাশিত এক তথ্যে জানা গেছে, ইউনিয়ন ব্যাংক অব সুইজ্যারল্যান্ড (ইউবিএস)-এ জমা রাখা টাকার মালিকদের শীর্ষে রয়েছে ভারত। এখানে ভারতীয়দের জমা অর্থের পরিমাণ ১ হাযার ৪৫৬ বিলিয়ন ডলার (১ বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশের ৭ হাযার কোটি টাকা)। এ ব্যাংকে জমা রাখা কাল টাকার ভারতীয় মালিকদের শীর্ষে রয়েছে ব্যবসায়ী, রাজনীতিক এবং সরকারী আমলা। ভারতের অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, শুধু সুইস ব্যাংকে ভারতীয়দের যে পরিমাণ কাল টাকার সন্ধান পাওয়া গেছে তা ভারতের বৈদেশিক ঋণের ১৩ গুণ। আর এ টাকা বাংলাদেশের ৬০ বছরের বাজেটের সমান।

২০০৮ সালে ৩০ কোটি গ্রাহকের জন্য মোবাইল সেবা পৌঁছে দিতে বিনা টেন্ডারে আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে ৯টি কোম্পানীকে লাইসেন্স দেয়া হয়। এতে দুর্নীতি হয়েছে ১ লাখ ৭০ হাযার কোটি রূপী। এবার টেলিযোগাযোগ খাতে যে দুর্নীতি হয়েছে সেই পরিমাণ অর্থ দিয়ে ভারতের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সব মানুষকে আগামী ১০ বছর খাওয়ানো যেত বলে 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে' প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে। দুর্নীতির এ তকমা গায়ে লাগিয়ে এরই মধ্যে পদত্যাগ করেছেন ভারতের টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী এ রাজা। তিনি এখন জেলে। এর আগে দুর্নীতির দায়ে পদত্যাগ করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী অশোক সেন এবং কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান সুরেশ কালমাদি। এদিকে সমাজকর্মী আন্না হাজারে দুর্নীতি প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার দাবীতে দিল্লীতে ১৫ দিনব্যাপী অনশন পালন করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে আরো ৩ ব্যাংক বন্ধ

প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকটের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরো তিনটি ব্যাংক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলো হচ্ছে- ফ্লোরিডার পাম বিচের লিডিয়ান প্রাইভেট ব্যাংক, জর্জিয়ার সাউদার্ন ন্যাশনাল ব্যাংক এবং ইলিনয়েস অঙ্গরাজ্যের জেনেভা এলাকার ফার্স্ট চয়েস ব্যাংক। এ নিয়ে চলতি বছরে এ পর্যন্ত ৬৮টি ব্যাংক বন্ধ করা হ'ল। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ১৫৭। এর আগে ২০০৯ সালে আর্থিক মন্দার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৪০টি ব্যাংক বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

লন্ডনে দাঙ্গা; প্রধানমন্ত্রীর নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কথা স্বীকার

গত ৪ আগষ্ট বৃহস্পতিবার লন্ডনের টটেনহাম এলাকায় পুলিশের গুলীতে মার্ক ডুগান নামের ২৯ বছর বয়সী এক যুবক নিহত হওয়ার প্রতিবাদে শনিবার ৬ আগষ্ট সন্ধ্যায় ঐ এলাকায় বিক্ষোভ শুরু হয়। এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ বেধে যায়। বিক্ষুব্ধ লোকজন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকে হামলা ও লুটপাট করে এবং আগুন দেয় বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, বিপণীবিতান ও গাড়িতে। ক্রমেই এই সহিংসতা ও লুটপাট লন্ডন ছাড়াও বার্মিংহাম, লিভারপুল, নটিংহাম, ব্রিস্টল সহ অন্যান্য স্থানে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। দেশে চরম এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে পার্লামেন্টে যরূরী অধিবেশনও ডাকতে হয়। দাঙ্গাবাজদের হামলায় পাঁচ জন নিহত হয়। প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন এ ঘটনার জন্য ব্রিটেনে নৈতিক অবক্ষয়কেই দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বিগত কয়েক প্রজন্মে আমাদের দেশের বিভিন্ন অংশে যে ধীরগতির নৈতিক অবক্ষয় ঘটে চলেছে, তা প্রতিরোধের মতো দৃঢ়তা কি আমাদের আছে'? তিনি আরো বলেছেন, 'সমাজের কোথাও কোথাও এমন এক সংস্কৃতি বিরাজ করছে যেখানে শিশুদের কোনটি ভাল কোনটি মন্দ তা শেখানো হচ্ছে না। সেটাই প্রধান সমস্যা'।

মুসলিম জাহান

বাদশাহ ফাহদ কুরআন কমপ্লেক্স : কুরআন মুদ্রণ, গবেষণা ও প্রচারের এক অনন্য কেন্দ্র

বিশ্বব্যাপী পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত, চর্চা ও অনুশীলন ছড়িয়ে দেয়ার এক মহৎ ব্রত নিয়ে সঊদী আরবের বাদশাহ ফাহদ ১৯৮৫ সালে ২,৫০,০০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে মদীনায় এ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেন। এ পর্যন্ত এখান থেকে পৃথিবীর ৫০টি জীবন্ত ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশ করা হয়েছে। তন্মধ্যে এশীয় ভাষায় ২৪টি, ইউরোপীয় ভাষায় ১২টি ও আফ্রিকান ভাষায় ১৪টি। এখানে অনুবাদসহ ও অনুবাদবিহীন দু'ধরনের কুরআন মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি ২০ কোটি কুরআন ছেপে বিশ্বব্যাপী বিনামূল্যে বিতরণ করেছে। অন্ধ ব্যক্তিরা যাতে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে সেজন্য প্রকাশ করেছে 'ব্রেইল' (Braille) পদ্ধতির সংস্করণ। এ প্রকল্পে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের অডিও ও ভিডিও ফর্মে কুরআনের সিডি, ডিভিডি তৈরী ও সরবরাহ করা হয়।

পবিত্র কুরআন ছাড়াও এ পর্যন্ত এ কমপ্লেক্স থেকে তাফসীর, হাদীছ ও সীরাতুন্নবী বিষয়ক গ্রন্থ বেরিয়েছে ১৬০ প্রকার। এ কমপ্লেক্সের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬ কোটি কপি গ্রন্থ। হজ্জ মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুসারে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৩,৬১,৪৫,৫৩৩ কপি কুরআন, ২৫,২০,৮৭৫ কপি ক্যাসেট, ২,৭৫,৯৭,৩৮৭ কপি অনুবাদ, ২,২০,০০০ কপি সীরাতুন্নবী, ৫০,৪৫,০০০ কপি অন্যান্য গ্রন্থ এ কমপ্লেক্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

পাকিস্তানে ৭ বছরে ড্রোন হামলায় ১৬৮ শিশু ও দুই সহস্রাধিক লোক নিহত

পাকিস্তানে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ) পরিচালিত চালকবিহীন বিমান ড্রোন হামলায় গত ৭ বছরে ১৬৮ শিশু নিহত হয়েছে। সিআইএ ২০০৪ সাল থেকেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ দেখিয়ে আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে এ অভিযান চালিয়ে আসছে। কিন্তু গত ১২ আগষ্ট লন্ডনভিত্তিক ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, তথাকথিত এই সামরিক কর্মসূচির বলি হচ্ছে নিরপরাধ শিশু ও সাধারণ মানুষ। গবেষণায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, গত ৭ বছরে শুধু পাকিস্তানেই যুক্তরাষ্ট্রের দূরনিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ২ হাযার ২৯২ জন লোক মারা গেছে। এদের মধ্যে ৭৭৫ জন বেসামরিক এবং ১৬৮টি শিশু। আর ১৬৮ শিশুর মধ্যে ৫৬ শিশু মারা গেছে ওবামার বর্তমান মেয়াদের প্রথম ২০ মাসেই।

সোমালিয়ায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে ২৯ হাযার শিশুর প্রাণহানি; মৃত্যুর আশংকা আরো ৪ লাখের

সোমালিয়ায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বিগত তিন মাসে ২৯ হাযার শিশু প্রাণ হারিয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য বিষয়ক সংস্থা 'ফাও' জানিয়েছে, আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ অবস্থা বজায় থাকতে পারে। অব্যাহত এই দুর্ভিক্ষে সোমালিয়ার ৭৫ লাখ মানুষের প্রায় ৩৭ লাখ মানুষই সংকটের মধ্যে রয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। গত ২০ বছরের মধ্যে সোমালিয়া এই প্রথম এরকম ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হয়েছে। এ দুর্ভিক্ষে প্রায় চার লাখ শিশু মারা যেতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করেছেন যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন মন্ত্রী অ্যান্ড্রু মিচেল। উল্লেখ্য, ওআইসি সোমালিয়ার দুর্ভিক্ষ মুকাবিলায় ৩৫ কোটি ডলার সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

রোগীকে পর্যবেক্ষণ করবে ইলেক্ট্রনিক ট্যাটু

চুলের মতো পাতলা একটি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছেন গবেষকেরা। যা ভবিষ্যতে রোগীর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি তা রেকর্ড করবে। এপিডারমাল ইলেকট্রনিক সিস্টেম (ইইএস) নামে ইলেক্ট্রনিক এ যন্ত্রটি লাগানো থাকবে রোগীর দেহে। দেখাবে ট্যাটুর মতো। শরীরের ওপর পানি ছিটিয়ে এটি স্থাপন করা যাবে। টান দিলেই আবার উঠে আসবে। মানুষের ত্বকের মতোই এটি নরম। যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও সিঙ্গাপুরের গবেষকেরা এটি উদ্ভাবন করেছেন। গবেষকেরা বলেছেন, এই ইলেক্ট্রনিক ট্যাটু মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও মাংসপেশির কোষের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে।

আসছে হাযার বছর স্থায়ী ডিভিডি

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অপটিক্যাল ডিস্ক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মিলেনিয়েটা এবং হিটাচি-এলজি কর্তৃপক্ষ দাবী করেছে, তারা এমন প্রযুক্তিতে ডিভিডি তৈরী করেছে যা হাযার বছর তথ্য ধরে রাখতে পারবে। জানা গেছে, মিলেনিয়েটা সম্প্রতি 'এম-ডিস্ক' এবং 'এম-ডিস্ক রেডি' নামের দুই ধরনের ডিস্ক তৈরী করেছে। লেজার প্রযুক্তি ব্যবহার করে রাইট করা সাধারণ ডিভিডির তথ্য সহজেই নষ্ট হয়ে যায়, তবে মিলেনিয়েটার ডিস্ক প্রতিদিন ব্যবহার করলেও শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে থাকবে। এটা তৈরী করা হয়েছে পাথরের মতো অজৈব পদার্থ দিয়ে। এ ডিস্কটির তথ্য ৯৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায়ও টিকে থাকে।

মোবাইল চার্জ হবে বাতাসে

সম্প্রতি গবেষকরা জানিয়েছেন, বাতাস থেকে শক্তি আহরণ করেই চলবে মোবাইল ফোন। একই প্রযুক্তিতে চলবে তারহীন সেন্সর এবং অন্যান্য যোগাযোগ যন্ত্রে ব্যবহৃত চিপসও। শক্তি সঞ্চারী এ ডিভাইসটি তৈরী করেছেন জর্জিয়া টেকনোলজিক্যাল স্কুল অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর গবেষকরা। এ ডিভাইসটি জুতার সঙ্গেও বেঁধে রাখা যায়। এটি নিজে থেকেই চালু হ'তে পারে। এমনকি অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্যেও এ ডিভাইসটি চালানো যায়।

সকালের ধূমপানে ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশী

সকালে ঘুম ভাঙ্গার আধা ঘণ্টার মধ্যে ধূমপান করলে ফুসফুস ক্যান্সারের ঝুঁকি বেড়ে যায় দ্বিগুণ। সাত হাযার ৬১০ জন ধূমপায়ীর ওপর জরিপ চালানোর পর এই মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞরা। 'আমেরিকান জার্নাল অব ক্যান্সার'-এর এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য দেয়া হয়েছে। আমেরিকার পেন স্টেট কলেজের মেডিসিন বিভাগের একদল গবেষক এই প্রতিবেদনটি তৈরী করেছেন। জরিপে দেখা গেছে, ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত ধূমপায়ীদের ৭৯ শতাংশই ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই মুখে সিগারেট তুলত। বিশেষজ্ঞদের মতে, দিনের শুরুতেই প্রথমে ধরানো সিগারেটটি সবাই একটু দ্রুত এবং জোরে টানে। যার ফলে এর ধোঁয়া ফুসফুসকে খুব দ্রুত আক্রান্ত করে এবং বেড়ে যায় ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

তাক্বওয়াই জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

ঢাকা ১৫ আগস্ট সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহ'লেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহ'লেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে ঢাকার 'ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স' মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহ'লেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, রামাযান মাস হচ্ছে সর্বাধিক তাক্বওয়া অর্জনের মাস। মানুষের সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী চলা এবং যাবতীয় অন্যায় ও গর্হিত কর্ম হ'তে নিজেকে বিরত রাখাই হচ্ছে তাক্বওয়া। তাক্বওয়াপূর্ণ সমাজ গড়তে পারলেই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, প্রশাসন দিয়ে জোর করে কখনো অন্যায় বন্ধ করা যায় না, সাময়িক প্রতিরোধ করা যায় মাত্র। কিন্তু তাক্বওয়া অর্জনের ফলে মানুষ এমনিতেই যেকোন অন্যায় কর্ম হ'তে বিরত থাকে। নুযূলে কুরআনের এই মাসে তিনি ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র নিঃশর্ত অনুসারী হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। উল্লেখ্য যে, বাদ মাগরিব হ'তে রাত সাড়ে আট-টা পর্যন্ত মুহতারাম আমীরে জামা'আত শ্রোতাদের করা মাসআলা-মাসায়েল ও সংগঠন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব তাসলীম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর মজলিসে শূরা সদস্য ও ঢাকা বিভাগীয় সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ খান, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম, মাওলানা শফীকুল ইসলাম (কাঞ্চন) প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ।

দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা

'আহ'লেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহ'লেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সংগঠনের ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের মধ্য হ'তে ১২টি টিম গঠন করে দেশব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালিত হয়। কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ সূচী ও বিষয়বস্তুর আলোকে প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। নিম্নে প্রশিক্ষণের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উল্লেখ করা হ'ল।-

সাতক্ষীরা ৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা ১২-টায় বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আহসান হাবীব।

নওগাঁ ৫ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহ'লেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার আনীসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন।

খুলনা ৫ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় নগরীর গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান প্রমুখ। প্রশিক্ষণ শেষে রূহুল আমীনকে সভাপতি ও দীদারুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দূস।

কুষ্টিয়া-পশ্চিম ৫ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার দৌলতপুর থানাধীন দৌলতখালী আহ'লেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার আমীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুহসিন আলী।

টাঙ্গাইল ৫ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা সদরের ভবানীপুর পাতুলী আহ'লেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, 'বাংলাদেশ আহ'লেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও জামালপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রশীদ প্রমুখ।

পাবনা ৫ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ সদর থানার ভুরভুরিয়া আহ'লেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার সাবেক শিক্ষক ও গোদাগাড়ী ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক জনাব দুররুল হুদা। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা বেলাল হোসাইন ও সঊদী আরব 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক সোহরাব হোসাইন প্রমুখ।

সুধী সমাবেশ

গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৭ জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহ'লেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহ'লেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার যৌথ উদ্যোগে গোমস্তাপুর থানাধীন ইসলামপুর লাল মুহাম্মাদ হাজির টোলা ক্লাব হাট ময়দানে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চাঁপাই নবাবগঞ্জ উত্তর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুখতার হোসাইন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন ও প্রচার সম্পাদক আব্দুল বারী প্রমুখ।

যুবসংঘ

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

যে কোন মূল্যে নিজেকে আল্লাহ্র পথে ধরে রাখো

-ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ৯ আগস্ট মঙ্গলবার : অদ্য বিকাল সোয়া ৪-টায় নগরীর সাফাওয়াং চাইনিজ রেস্টুরেন্টে 'বাংলাদেশ আহ'লেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহ'লেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ছাত্রদের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নোংরা দলীয় রাজনীতি ও সংস্কৃতির নামে শয়তানী আগ্রাসন থেকে তোমরা নিজেদেরকে শত যোজন দূরে রাখবে। আখেরাতে সফলতা লাভকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করবে। জ্ঞানার্জনের পূর্বে শিক্ষা অর্জন অপরিহার্য। তাই আমি তোমাদেরকে রাজনীতির মিছিলে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে ও লাইব্রেরীতে দেখতে চাই। সবকিছুর পূর্বে তোমরা প্রকৃত মানুষ হও। দেশে আজ প্রকৃত মানুষের বড় অভাব। কুরআন ও হাদীছের শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তোমরা এই দু'টি আলোকস্তম্ভ থেকে আলো নিয়ে পথ চলবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয মুকাররমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এএসএম আযীযুল্লাহ, বর্তমান সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি আব্দুল হালীম ও ইমামুদ্দীন প্রমুখ।

নিজেদেরকে জান্নাতী হবার যোগ্য করে গড়ে তুলুন

- মুহতারাম আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ১৭ আগস্ট বুধবার : অদ্য বিকাল সাড়ে ৪-টায় নগরীর মণিবাজারস্থ জেলা পরিষদ মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ আহ'লেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** দেশবাসীর প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পারস্পরিক হিংসা-হানাহানিতে দেশ আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। দুনিয়াবী লোভ ও প্রবৃত্তিপরায়ণতা আমাদেরকে পশুত্বের নিম্নসীমায় নামিয়ে দিয়েছে। রামাযানের ছিয়াম আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে চিরস্থায়ী কল্যাণ ও শান্তির পথ দেখায়। আসুন! আমরা স্ব স্ব প্রবৃত্তিকে দমন করি ও নিজেদেরকে জান্নাতী হওয়ার যোগ্য করে গড়ে তুলি।

মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুখতারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহ'লেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এএসএম আযীযুল্লাহ ও ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, বর্তমান সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ

ছাকিব, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি নাযীমুদ্দীন প্রমুখ।

মতবিনিময় সভা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ২০ জুলাই বুধবার : অদ্য দুপুর ১২-টায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহ'লেহাদীছ যুবসংঘ' ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি হাসান আল-মাহমূদ লিওন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এএসএম আযীযুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আবু ছালেহ, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম ইসলাম, অর্থ সম্পাদক যিয়াউর রহমান, দফতর সম্পাদক সালেকুর রহমান প্রমুখ। প্রধান অতিথি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠনের সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজ-খবর নেন এবং দাওয়াতী কাজ আরও জোরদার করার পরামর্শ দেন।

প্রবাসী সংবাদ

এলাকা সফর

আল-খাফজী ৯ জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ এশা 'আহ'লেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব-এর উদ্যোগে আল-খাফজী এলাকায় এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আল-খাফজী শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি তোফায্যল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন 'আহ'লেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল হাই, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারী আব্বাস, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইবরাহীম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মির্জা সিরাজ আহমাদ। রাতে সাধারণ কর্মী ও সুধীদের সাথে উন্মুক্ত আলোচনা অতঃপর বাদ ফজর থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত সাংগঠনিক ভিত্তি আরো শক্তিশালী ও মযবুত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন শাখার দায়িত্বশীলদের সাথে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

দাম্মাম ১০জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহ'লেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব-এর উদ্যোগে দাম্মাম শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত একটি হোটেলে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দাম্মাম শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন 'আহ'লেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাই, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারী আব্বাস, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মির্জা সিরাজ আহমাদ ও অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ ইবরাহীম। অনুষ্ঠানে ৯ সদস্য বিশিষ্ট 'আহ'লেহাদীছ আন্দোলন' দাম্মাম শাখা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে ৫০/৬০ জন বিশিষ্ট সুধী উপস্থিত ছিলেন।

জেদ্দা ১৬ জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহ'লেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব-এর উদ্যোগে জেদ্দা শহরে অবস্থিত একটি হোটেলে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জেদ্দা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব শাহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন 'আহ'লেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল হাই, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারী আব্বাস ও সহকারী অর্থ সম্পাদক কাযী রিয়াযুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট 'আহ'লেহাদীছ আন্দোলন' জেদ্দা শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

কর্মী সমাবেশ

আস-সুলাই, রিয়াদ ২৪ জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টায় রিয়াদস্থ আস-সুলাই অঞ্চলের একটি কমিউনিটি সেন্টারে 'আহ'লেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব-এর উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সঊদী আরব 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন 'আহ'লেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাই, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারী আব্বাস, হাফেয মুহাম্মাদ আখতার, আব্দুল ওয়াহেদ প্রমুখ। সমাবেশে বক্তাগণ আহ'লেহাদীছ আন্দোলনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, আহ'লেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এবং আহ'লেহাদীছ আন্দোলনের গুরুত্ব ও এ আন্দোলনের অগ্রগতিতে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের ত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন।

বিভিন্ন শাখার দায়িত্বশীলগণসহ রিয়াদের বাংলাদেশ কমিউনিটির মধ্য হ'তে আন্দোলনের বেশ কিছু শুভাকাংখী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মী ও দায়িত্বশীলগণ নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী একক সংগঠন 'আহ'লেহাদীছ আন্দোলন'-এর পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে থাকা শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কার এবং যাবতীয় অপসংস্কৃতির বিপরীতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সিঙ্গাপুরে আত-তাহরীকের জন্য যোগাযোগ করুন

১. এমদাদ : ৮৩৫৪৭৫৯৫
২. কাউছার : ৮৪১৫ ৯৫৬৯
৩. আতীকুর রহমান : ৮৩৬৪৯৯৫৬

সালাফী লাইব্রেরী

(একটি সৃজনশীল ধর্মীয় পুস্তক বিক্রয় প্রতিষ্ঠান)

আমাদের সেবাসমূহ :

* হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত বই, সিডি, ডিভিডি। * মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক। * আহলেহাদীছ আলেমদের লিখিত ও বিভিন্ন আহলেহাদীছ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত বই। * তাফসীর, হাদীছ গ্রন্থসহ সব ধরনের ইসলামী বই ও সিডি-ক্যাসেট। * টুপি, মিসওয়াক, আতর ও খাঁটি মধু পাওয়া যায়। * বিভিন্ন মডেলের ঘড়ি ও ক্যালকুলেটর পাওয়া যায়। * কম্পিউটারে মেমোরি কার্ড লোড ও ইন্টারনেট সার্ভিস।

যোগাযোগের ঠিকানা

কদমতলা বাজার (আহলেহাদীছ মসজিদ সংলগ্ন)
সাতক্ষীরা। মোবাইল : ০১৭১৩-৯০৬১০৫।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪৪১): বিবাহ অনুষ্ঠানে বর-কনের মালা বদল, শ্বাশুড়ীর জন্য কনের আঁচলে পান বাটা, হলুদ শাড়ীতে চাউল বেঁধে দেয়া ইত্যাদি কি শরী'আত সম্মত?

-জুলিয়া
দৌলতখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তর : এসবের অধিকাংশ অনৈসলামী সংস্কৃতির অনুকরণ। তাই এসব আচার ও প্রথা সাধ্যপক্ষে এড়িয়ে চলাই মুমিনের কর্তব্য। কেননা এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই শিরক, বিদ'আত এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব থাকে। আর যে কোন বিদ'আতী প্রথা সর্বক্ষেত্রেই পরিত্যাজ্য *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*।

প্রশ্ন (২/৪৪২) : পুরুষের সাথে বেগানা নারীর অঙ্গ স্পর্শ হ'লে যেনার পাপ হয়। একথা কি সঠিক? যানবাহনে যাতায়াতের সময় এমন সাধারণতঃ হয়ে থাকে। তাহ'লে করণীয় কি?

-নাসরীন আখতার
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : কথাটি সঠিক। শুধু তাই নয়, উদ্দেশ্যমূলকভাবে বেগানা নারীর দিকে কুদৃষ্টি দেয়া বা তার কথা শ্রবণ করা এবং যে কোন প্রকারে তার প্রতি কুচিন্তা নিয়ে অগ্রসর হওয়া–সবই যেনার পাপের অংশ হিসাবে গণ্য হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৬)*। তাই এই পাপ থেকে অবশ্যই আত্মরক্ষা করতে হবে। অসাবধানতাবশতও যেন এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হ'তে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয।

প্রশ্ন (৩/৪৪৩) : একমাত্র আল্লাহ্র জন্য ইবাদত হওয়ার জন্য শর্ত কী কী? ব্যাখ্যা সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান
কাশিপুর, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : একমাত্র আল্লাহ্র জন্য ইবাদত খালেছ হওয়ার শর্ত হ'ল দু'টি : (ক) রিয়া মুক্ত হওয়া। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহকে রাযী-খুশী করার উদ্দেশ্যে ইবাদত করা। (খ) রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকায় সম্পাদিত হওয়া *(কাহফ ১১০)*।

প্রশ্ন (৪/৪৪৪) : মৃত লাশ বহন করার জন্য অধিকাংশ মসজিদে খাটিয়া রাখা থাকে। লাশ ঢাকার জন্য যে কাপড় ব্যবহার করা হয়, সে কাপড়ে আল্লাহ, মুহাম্মাদ, সূরা হাশরের শেষ ৩ আয়াত, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি লেখা থাকে। এগুলো লেখা কি শরী'আত সম্মত? খাটিয়া মসজিদে রাখার কোন রহস্য আছে কি?

-মুদ্দাচ্ছির
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : মৃত লাশ বহনের জন্য খাটিয়া মসজিদে রাখার পিছনে কোন রহস্য নেই। সংরক্ষণের সুবিধার জন্য এমনটি করা হ'তে পারে। তবে লাশ ঢাকার কাপড়ে আল্লাহ, মুহাম্মাদ, সূরা হাশরের শেষ ৩ আয়াত, ত্বোয়াহা ৫৫ আয়াত, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি লেখা কোন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। নিঃসন্দেহে এসব কর্মকাণ্ড বিদ'আত যা পরিত্যাজ্য *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*। প্রকাশ থাকে যে, 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' নামদ্বয় একই স্তরে রেখে প্রদর্শন করা শিরক। কেননা এতে আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ তথা সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিকে সমমর্যাদা প্রদানের শিরকী আক্বীদা নিহিত থাকে *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

প্রশ্ন (৫/৪৪৫) : শিখা চিরন্তনে গিয়ে মাথা নত করা ও সেখানে নীরবতা পালন করা যাবে কি?

-আব্দুল মান্নান
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর : না। এ ধরনের কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে শিরক। এরূপ কাজ যারা করে তাদেরকে বলা হয় মাজূস বা অগ্নিপূজক। তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে তারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে। কেননা আল্লাহ শিরক কারীকে ক্ষমা করবেন না *(নিসা ৪৮, ১১৬)*।

প্রশ্ন (৬/৪৪৬) : অনেক মসজিদে ফজরের ছালাত অন্ধকারে আদায় করার জন্য লাইট বন্ধ রাখা হয়। এ ব্যাপারে শারঈ সিদ্ধান্ত দিয়ে বাধিত করবেন।

-আনীসুর রহমান
বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা 'গালাস' বা ভোরের অন্ধকারে ফজরের ছালাত আদায় করতেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর এই অভ্যাস ছিল *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় সংস্করণ ৪৩ পৃঃ)*। আর সেটি ছিল স্বাভাবিক অন্ধকার। এক্ষণে উক্ত সুন্নাতী আমলের ফযীলত হাছিলের জন্য মসজিদে বৈদ্যুতিক বাতি বা অন্য কোন আলো বন্ধ করে কৃত্রিম অন্ধকার সৃষ্টি করে ছালাত আদায় করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক বৈ-কি।

প্রশ্ন (৭/৪৪৭) : ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহ কী কী? ছিয়াম অবস্থায় কী কী কাজ করা মাকরূহ।

-সুমাইয়া হক
কাহারোল, দিনাজপুর।

উত্তর : নিম্নোক্ত কারণে ছিয়াম ভঙ্গ হয়– ১. স্ত্রী সহবাসে ২. ইচ্ছাকৃতভাবে খেলে ৩. ইচ্ছাকৃতভাবে পান করলে ৪. ইচ্ছাকৃত বীর্যপাত ঘটালে ৫. এমন জিনিস ব্যবহার করা যাতে আর পানাহারের প্রয়োজন থাকে না ৬. ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ৭. হায়েয বা নিফাস শুরু হ'লে। ছিয়ামাবস্থায় যে যে কাজ করা মাকরূহ– ১. মিথ্যা কথা বলা ২. গালি-গালাজ করা ৩. ধোঁকা দেয়া, প্রতারণা করা ৪. আত্মসাৎ করা ৫. হারাম বস্তু দেখা বা শুনা।

প্রশ্ন (৮/৪৪৮) : অধিকাংশ আলেম বলেন, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পৃথক ছালাত। তাহাজ্জুদ ১১ রাক'আত আর তারাবীহ ২০ রাক'আত। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-জাহাঙ্গীর
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : এ বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ উভয়টি রাত্রিকালীন নফল ছালাত। পরবর্তীতে রামাযান মাসে রাত্রিকালীন এ নফল ছালাতের নামকরণ হয়েছে তারাবীহ। সুতরাং তারাবীহ, ক্বিয়ামে রামাযান, ছালাতুল লায়েল ও ছালাতুত তাহাজ্জুদ সব একই ছালাতের নাম *(মির'আত ৪/৩১১)*। অতএব যারা তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদকে পৃথক ছালাত বলেন তাদের কথা যে বাতিল তা প্রমাণের জন্য হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটিই যথেষ্ট। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) রামাযানে ও রামাযানের বাইরে কখনো রাত্রিকালীন নফল ছালাত ১১ রাক'আতের বেশী পড়তেন না *(বুখারী হা/১১৪৭, মুসলিম হা/১৭৫৭)*।

নবী করীম (ছাঃ) রামাযান মাসে রাত্রিকালীন নফল ছালাত ২০ রাক'আত পড়েছেন মর্মে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি যঈফ হওয়ার পাশাপাশি বুখারী-মুসলিমের উপরোক্ত ছহীহ হাদীছের বিরোধী। সুতরাং হাদীছটি আমলযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের রাতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টিই পড়েছেন বলে ছহীহ বা যঈফ হাদীছে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না *(মির'আত ৪/৩১১)*।

প্রশ্ন (৯/৪৪৯) : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করবে এবং তারাবীহর ছালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তি পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, যেন সে তার মায়ের পেট থেকে সদ্য ভূমিষ্ট হয়েছে। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-ইকরামুল বারী
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করবে এবং তারাবীহর ছালাত আদায় করবে, তার আগের ও পিছনের পাপ ক্ষমা করা হবে *(বুখারী হা/১৯০১)*, এ পর্যন্ত ছহীহ হাদীছের অংশ। প্রশ্নের শেষ অংশটুকু ত্বাবারাণীতে এসেছে, তবে তা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫১৯০)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪৫০) : আমি বিধবা মহিলা। আগামী বছর হজ্জে যাওয়ার নিয়ত করছি। কিন্তু কোন মাহরাম ব্যক্তি সাথে যাচ্ছে না এবং তার সংগতিও আমার নেই। আমার ননদ ও ননদের স্বামী হজ্জে যাচ্ছে। তাদের সাথে আমি যেতে পারব কি?

-নূর জাহান
ভবানীগঞ্জ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরয নয়। মহিলার সঙ্গে তার স্বামী বা কোন মাহরাম না থাকলে তার হজ্জ বৈধ হবে না *(বুখারী হা/১০৮৮)*।

প্রশ্ন (১১/৪৫১) : ছিয়াম পালনে অক্ষম ব্যক্তির ফিদইয়া ফকীর-মিসকীনকে না দিয়ে কোন মাদরাসা বা ইয়াতীম খানায় দেয়া যাবে কি?

-মাওলানা নোমান
পোরশা, নওগাঁ।

উত্তর : ছিয়াম পালনে অক্ষম ব্যক্তির ফিদইয়া মিসকীনগণকে দেয়ার কথাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন *(বাক্বারাহ ১৮৪)*। বর্তমানে অনেক মাদরাসায় লিল্লাহ বোর্ডিং ইয়াতীমখানা রয়েছে। সেখানে দরিদ্র, সহায়সম্বলহীন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ফিদইয়ার অর্থ দেয়া যেতে পারে। যদি নাকি মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাদেরকে জানিয়ে সেটা যথাযথভাবে তাদেরকে প্রদান করেন।

প্রশ্ন (১২/৪৫২) : বর্তমানে বাজারে প্রায় ৪০টি রোগের প্রতিষেধক চেইন পাওয়া যাচ্ছে। যার দাম ৪/৫ হাযার টাকা। উক্ত চেইন ব্যবহার করা কিংবা ব্যবসা করা যাবে কি?

-নাসিমা আখতার
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : এসব চেইন কোন ঔষধ নয়। রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে এসব চেইনের উপর নির্ভর করা তাবীয-কবজের অন্তর্ভুক্ত, যাকে রাসূল (ছাঃ) শিরক হিসাবে ঘোষণা করেছেন *(হাকেম, আহমাদ হা/১৭৪৫৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি (রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে) কিছু ঝুলিয়ে রাখল, তাকে তার উপরই নির্ভরশীল করে দেয়া হবে *(আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৫৬)*।

প্রশ্ন (১৩/৪৫৩) : বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়, মদীনায় সাত ফক্বীহ ছিলেন তাঁদের নাম কি?

-মাহমূদা খাতুন
সত্যজিতপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তর : তাঁরা সকলেই তৎকালীন সময়ের সর্বাপেক্ষা শরী'আত অভিজ্ঞ, জ্ঞানী এবং উচ্চ মর্যাদার অধিকারী তাবেঈ ছিলেন। তারা হ'লেন (১) উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (২২-৯৩ হিঃ) (২) সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (১৫-৯৪ হিঃ) (৩) কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবুবকর (মৃঃ ১০৭ হিঃ) (৪) খারেজাহ্ ইবনু যায়েদ ইবনু ছাবেত (২৯-৯৯ হিঃ) (৫) ওবায়দুল্লাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উতবাহ্ ইবনু মাসঊদ আল-হুযালী (মৃঃ ৯৮ হিঃ) (৬) আবুবকর ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু হারেছ ইবনু হিশাম ইবনুল মুগীরাহ্ (মৃঃ ৯৪ হিঃ) (৭) সুলায়মান ইবনু ইয়াসার (৩৪-১০৭ হিঃ)। কারো কারো মৃত্যু তারিখে মতভেদ রয়েছে (ছয় নম্বরে উল্লেখিত ব্যক্তিকে নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে) *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৪৩৮, ৭/৪৭১; শাযারাতুয যাহাব ১/১০৮; তাদরীবুর রাবী ২/২৪০)*।

ছাহাবীগণের পরে মদীনাতে একই সময়ে ফৎওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে এ সাতজনই পরিচিতি লাভ করেছিলেন। এ কারণে তাঁদের 'ফুক্বাহাউস সাব'আহ্' নামকরণ করা হয় *(ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ১/২৮৩)*। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, ওমর ইবনু আব্দুল আযীয মদীনার গভর্নর হিসাবে নিয়োগ লাভ করার পর তাদেরকে বিভিন্ন উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শদাতা এবং মুফতী হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। এ থেকেই তাঁরা বিশিষ্ট সাত ফক্বীহ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।

প্রশ্ন (১৪/৪৫৪) : মাসিক আত-তাহরীকে পূর্বে বলা হয়েছিল, ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে যুলায়খার বিবাহ হয়নি। কিন্তু নবী কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মাঝে বিবাহ হয়েছিল এবং সন্তানও হয়েছিল। সঠিক বিষয়টি কি?

-মুনীর
হাজীরহাট, পাবনা।

উত্তর : এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন বা হাদীছ থেকে কিছু জানা যায় না। তবে ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরগণ বিচ্ছিন্ন সনদে উল্লেখ করেছেন যে, যুলায়খার স্বামী ক্বিৎফীরের মৃত্যুর পর এবং সে তওবাহ করার পর ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে তার বিয়ে হয়েছিল এবং দু'টি ছেলে সন্তান হয়েছিল *(তাফসীরে ইবনু আবী হাতিম ৮/৩৯০, নং ১২৫৭৬; তাফসীরে ত্বাবারী ১৬/১৫১; আদ-দুররুল মানছূর ৪/৫৫৩; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৯৬-১৯৭)*। ইসরাঈলী কাহিনী থেকেই এসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যার সত্য বা মিথ্যা কোনটাই প্রমাণ করা যায় না। তাই সঠিক আক্বীদা পরিপন্থী না হ'লে সত্য-মিথ্যা আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ করে দিয়ে এ সকল ঘটনা বর্ণনা করা যেতে পারে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫৫)*।

'নবীদের কাহিনী' বইয়ে 'ইউসুফের কাহিনী একনযরে' শিরোনামের (১৪) ক্রমিকে বলা হয়েছে, 'এ সময় ক্বিৎফীরের মৃত্যু এবং বাদশাহ্র উদ্যোগে যুলায়খার সাথে ইউসুফের বিবাহ হয় বলে ইস্রাঈলী বর্ণনায় প্রতিভাত হয়। তবে এতে মতভেদ আছে' *(ঐ, ১/২৩৩)*। সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, 'যুলায়খা নামটিরও কোন সঠিক ভিত্তি নেই' *(ঐ, ১/২৫০)*।

প্রশ্ন (১৫/৪৫৫) : আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ আস্থা বাদ দিয়ে বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে? যারা এই অন্যায় করেছে তাদেরকে কি মুসলিম বলা যাবে?

-সাব্বির
কানাডা।

উত্তর : বাংলাদেশের সংবিধান ইসলামী শরী'আতের আলোকে রচিত নয়। এতে ইসলামবিরোধী বহু ধারা রয়েছে। 'আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ আস্থা'–যে বাক্যটি সংবিধানে ছিল তা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে আকৃষ্ট করার জন্য নামকাওয়াস্তে তৎকালীন সরকার যুক্ত করেছিল। বাহ্যত বাংলাদেশের আইন, বিচার ও প্রশাসনে এ বাক্যের কোনই ভূমিকা ছিল না এবং এখনো নেই। সুতরাং আইন ও বিধান রচনায় আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থার প্রতিফলন কখনই যেখানে ছিল না, সেখানে সংবিধানে বাক্যটি থাকা বা না থাকা বিশেষ কোন গুরুত্ব বহন করে না। এজন্য সকল সরকারই আল্লাহ্র আইন লংঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত। যদিও এর উপর বিচার করে কাউকে মুসলিম বা অমুসলিম ঘোষণা করা যাবে না। কেননা তারা প্রকাশ্যে ইসলাম পরিত্যাগের ঘোষণা দেয়নি। অবশ্য এটা সুনিশ্চিত যে, তারা প্রকৃত ঈমানদার নন *(নিসা ৬৫)*। আল্লাহ্র আইন লংঘন করে অবিরতভাবে যে পাপ তারা করে যাচ্ছেন, তার জন্য তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে *(মায়েদাহ ৪৯-৫০)*।

প্রশ্ন (১৬/৪৫৬) : 'আহ'লেহাদীছ' নাম দিয়ে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা যাবে কি? এর উপকারিতা কী?

-আব্দুস সাত্তার
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : মসজিদকে বিশেষ কোন ব্যক্তি, গোত্র, স্থান বা বৈশিষ্ট্যগত নামে নামকরণ করা জায়েয রয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে 'মসজিদে বনী যুরায়েক্ব' নামে মসজিদ ছিল *(বুখারী হা/৪২০)*। এছাড়া মসজিদুল আক্বছা, মসজিদুল হারাম নামদ্বয় পবিত্র কুরআনে এসেছে। সুতরাং পরিচিতির জন্য মসজিদের নামকরণ করা যায়। তাই 'আহ'লেহাদীছ মসজিদ' বলায় কোন দোষ নেই। যেহেতু দেশে আহ'লেহাদীছ আক্বীদার চেয়ে বিদ'আতী আক্বীদার অনুসারী বেশী, তাই এর বৈশিষ্ট্যগত পরিচয় প্রকাশ এবং নিরাপত্তা ও স্বকীয়তা রক্ষার সৎ উদ্দেশ্যেই 'আহ'লেহাদীছ'

নামে মসজিদ রেজিষ্ট্রি করা হয়ে থাকে। এর সবচেয়ে বড় উপকারিতা এই যে, এর ফলে এর পরিচালনা কমিটিতে কোন বিদ'আতী ঢুকতে সাহস পায় না। এমনকি বিদ'আতী দলগুলিও এখানে প্রবেশ করে না।

প্রশ্ন (১৭/৪৫৭) : সোলায়মান (আঃ) সমস্ত জীব-জন্তুর ভাষা বুঝতেন। কিন্তু আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) কি বুঝতেন না?

-আবুল হুসাইন
কেন্দুয়াপাড়া, কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : জীব-জন্তুর ভাষা বুঝা সুলায়মান (আঃ)-এর জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি মু'জেযা ছিল *(নামল ১৬-২৩)*। অন্য নবীর মু'জেযা আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এরও থাকতে হবে বিষয়টি এরূপ নয়। ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেছেন *(আলে ইমরান ৪৯)*। এ জন্য আমাদের নবীকেও তা করতে হবে– এমনটি নয়। আর মু'জেযা কোন নবীর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণও বহন করে না। বরং আল্লাহ্‌ যাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ। তবে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও কখনো পশুর ভাষা বুঝতেন। একদা একটি উট রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট তার মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল *(আবুদাঊদ হা/২৫৪৯)*। তাঁকে পাথর এবং গাছ সালাম দিত *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৭০)*।

প্রশ্ন (১৮/৪৫৮) : রাসূল (ছাঃ) কাফেরদের সাথে হুদায়বিয়ায় যে সন্ধি করেছিলেন তা কি আপোষমূলক ছিল? এখনো কি বাতিলদের সাথে আপোষ করা যাবে?

-আব্দুল মান্নান
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তর : আল্লাহ্‌র নির্দেশেই রাসূল (ছাঃ) সন্ধিতে সম্মত হয়েছিলেন। এটা বাতিলের সাথে আপোষ নয়; বরং রক্তক্ষয় এড়ানোর জন্য শত্রুদের সাথে সাময়িক চুক্তি ছিল। এর ফলে মক্কার কাফিররা মুসলিমদেরকে একটি শক্তি হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। শর্তসাপেক্ষ এই সন্ধি-চুক্তির মধ্যে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য সুস্পষ্ট বিজয় নিহিত ছিল। যা তখন ছাহাবীগণও বুঝতে সক্ষম হননি। এ কারণে তাদের অনেকেই প্রথমে সন্ধি চুক্তিতে সম্মত ছিলেন না। এটিকে সুস্পষ্ট বিজয় হিসাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা সূরা আল-ফাত্‌হ বা বিজয়ের সূরা নাযিল করেন। বর্তমানেও যদি ইসলাম ও মুসলিমের জন্য কল্যাণকর বিবেচিত হয়, তাহ'লে মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কাফির রাষ্ট্রের সাথে সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই সূত্র ধরে বর্তমানে ইসলামী দলগুলো যেভাবে বাতিল আক্বীদা ও বাতিল মতাদর্শের সাথে আপোষ করছে, তা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (১৯/৪৫৯) : কোন ব্যক্তির হঠাৎ মৃত্যু হ'লে কী দো'আ পড়তে হবে? মৃত ব্যক্তির নাম লিখে কবরে ঝুলিয়ে রাখা যাবে কি?

-আরীফুল ইসলাম
ছোট বনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : মৃত্যু এবং যে কোন বিপদাপদের জন্য 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন' পাঠ করবে *(বাক্বারাহ ১৫৬; ছহীহ্‌ মুসলিম হা/২১৬৫, ২১৬৬)*। কবরে মৃত ব্যক্তির নাম বা এপিটাফ ঝুলিয়ে রাখা শরী'আত সম্মত নয় *(তিরমিযী হা/১০৫২)*।

প্রশ্ন (২০/৪৬০) : রামাযান মাসে একটি সুন্নাত আমল করলে অন্য মাসের ফরয আমলের ছওয়াব পাওয়া যায়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-যিয়া
পাতাড়ী, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ ও মুনকার *(ইবনু আবী হাতিম, ইলালুল হাদীছ ১/২৪৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৭১; মিশকাত হা/১৯৬৫)*। এর সনদে আলী ইবনু যায়েদ ইবনে জুদ'আন নামে একজন ত্রুটিপূর্ণ রাবী আছে *(বুগইয়াতুল বাহেছ ১/৪১২)*।

প্রশ্ন (২১/৪৬১) : হজ্জকারী ব্যক্তির নামের শুরুতে 'আলহাজ্জ' বা 'হাজী' লেখা হয় কেন? এগুলো লেখা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ
কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সংসার ও সমাজের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে কাফনের কাপড় সাথে নিয়ে কমপক্ষে ছয় মাসের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে বিগত দিনে আমাদের দেশের যেসব প্রবীণ ব্যক্তি হজ্জ করে ফিরে আসতেন এবং সকল অন্যায় ও অসামাজিক কাজ-কর্ম হ'তে দূরে থেকে দ্বীনী কাজে নিজেকে লিপ্ত রাখতেন, তখন তাদেরকে নাম ধরে না ডেকে বিশেষ শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ 'আলহাজ' বা হাজী ছাহেব বলে সম্বোধন করা হ'ত। বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষকে এভাবে সম্মান করে ডাকা আদৌ অন্যায় নয়। আমাদের নবীকে নবুঅতের পূর্বে লোকেরা 'আল-আমীন' বলে ডাকত। নবুঅতের পর তাঁকে 'আল্লাহ্‌র রাসূল' বলে সম্বোধন করা হ'ত। তবে বর্তমান যুগে হজ্জ সহজসাধ্য হওয়ায় এই প্রচলন কমে এসেছে। অহংকার বা গর্ব প্রকাশার্থে না হ'লে সাধারণ পরিচিতির জন্য এই বিশেষণ ব্যবহার করা দোষণীয় নয়। তবে বিনয় ও ইখলাছের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ থেকে দূরে থাকাই উত্তম। আর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির নিয়তে কেউ এ কাজ করলে তা হবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮)*।

প্রশ্ন (২২/৪৬২) : যে ব্যক্তি ইসলামের পাঁচটি রুকনকে অস্বীকার করে, সে কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে? তার

জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ আছে কি? জাহান্নামে থাকার সময়টা কত বছর হ'তে পারে?

-আব্দুল হাকীম
পোল্লাডাঙ্গা, ভারত।

উত্তর : পাঁচটি নয় কোন ব্যক্তি ইসলামের কোন একটি রুকনকে অস্বীকার করলে সে আর মুসলিম থাকে না। আর অমুসলিম ব্যক্তি কাফের এবং সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে। কাফের, মুশরিক বা মুনাফিকদের জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার কোন সুযোগ নেই। অব্যাহতভাবে তারা জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে *(তওবাহ ৬৮; তাগাবুন ১০)*।

প্রশ্ন (২৩/৪৬৩) : ভারতীয় ছাপা ছহীহ বুখারী এবং সঊদী ছাপা বুখারী কি এক? যদি তাই হয় তাহ'লে অনেক জায়গায় অমিল থাকার কারণ কি? অনেক আলেম বলেন, সঊদী আরবে এখন অনেক নিত্য নতুন হাদীছ তৈরি হচ্ছে।

-আব্দুল হাকীম
শাহজাদপুর, ভারত।

উত্তর : ভারতে আর সঊদী আরবের ছহীহ বুখারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কোন অমিল আছে বলেও আমাদের জানা নেই। কোন যুগেই কেউ নিত্যনতুন হাদীছ তৈরি করে গোপন রাখতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সেটা প্রকাশ করে দিবেন। কেননা আল্লাহ নিজেই তাঁর প্রেরিত 'যিকর' অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন *(হিজর ৯)*। অনেকে জাল ও যঈফ হাদীছের উপর আমল করে এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, ছহীহ হাদীছকেই তার কাছে নিত্যনতুন মনে হয়। নিরপেক্ষভাবে সঠিক জ্ঞানার্জনের অভাব এবং অজ্ঞতা ও হঠকারিতাই এর জন্য দায়ী। আলহামদুলিল্লাহ সঊদী আরবে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চাই হয়ে থাকে। আর সেখান থেকে লেখাপড়া করে এসে নিজ ঘরের সন্তানরাই এখন অজ্ঞদের চোখ খুলে দিচ্ছে। *ফালিল্লা-হিল হামদ।*

প্রশ্ন (২৪/৪৬৪) : ধর্মভিত্তিক রাজনীতি কি জায়েয? ইসলামে রাজনীতির অবকাশ আছে কি?

-শাহেদ
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর : ইসলাম ধর্ম মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এমন কোন বিষয় নেই যার সমাধান দেয়নি। রসূল (ছাঃ) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার রাজধানী ছিল মদীনা। একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য যত ধরনের রাষ্ট্রীয় নিয়মনীতির প্রয়োজন তার সব কিছুই কুরআন এবং হাদীছের মধ্যে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতিমালা কি হবে এবং প্রশাসন ও বিচারবিভাগ কিভাবে চলবে তার সবকিছুই ইসলামী শরী'আতে বর্ণিত হয়েছে। খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে যার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ঘটেছে। কিন্তু বর্তমানে ঈমানের দুর্বলতা আর সঠিক আক্বীদা হ'তে দূরে সরে যাওয়ার কারণে মুসলিমরা তাদের অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এক্ষণে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রেই ইসলামী আইন-কানূন প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কিন্তু তাই বলে বর্তমান যুগে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির নামে অনৈসলামী তন্ত্র-মন্ত্রের সেবক যে সকল ইসলামী দলের আবির্ভাব ঘটেছে, তার সাথে প্রকৃত ইসলামী রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন (২৫/৪৬৫) : ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) যে চল্লিশ হাযার মাসআলা লিখেছেন তা কোন গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে? হাদীছের গ্রন্থসহ তাঁর মোট কয়টি গ্রন্থ রয়েছে?

-আখতার
চুয়েট, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) চল্লিশ হাযার মাসআলা লিখেছেন এরূপ কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পাঁচটি কিতাবকে ইমাম আবূ হানীফা (রাঃ)-এর কিতাব হিসাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সেগুলো হচ্ছে (১) হাম্মাদ ইবনু আবী হানীফার বর্ণনায় 'আল-ফিক্বহুল আকবার' (২) আবূ মুতী' আল-বালখীর বর্ণনায় 'আল-ফিক্বহুল আকবার' (৩) আবূ মুক্বাতিল সমরকন্দীর বর্ণনায় 'আল-আলেম ওয়াল মুতা'আল্লিম' (৪) রিসালাতুল ইমাম আবী হানীফা ইলা ওছমান আল-বাত্তী (৫) আবূ ইউসুফের বর্ণনায় 'আল-অছিয়াহ্'। তবে ডঃ মুহাম্মাদ আল-খুমাইয়িস বলেছেন, বর্ণনার নিরিখে এবং মুহাদ্দিছগণের নীতিমালার ভিত্তিতে যাচাই বাছাই করলে সাব্যস্ত হয় না যে, ইমাম আবূ হানীফার স্বরচিত কোন গ্রন্থ আছে। কোন কোন হানাফী আলেম যেমন যুবায়দী এবং আবুল খায়ের হানাফী বলেছেন, এ কিতাবগুলো সরাসরি ইমাম আবূ হানীফার লিখিত নয়। বরং তিনি যা কিছু লিখিয়েছেন সেগুলো এবং তাঁর কথাগুলোকে তাঁর ছাত্ররা জমা করেছেন *(আলোচনা দ্রঃ উছূলুদ্দীন ইনদা আবী হানীফাহ, পৃঃ ১৪০)*। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (২৬/৪৬৬) : জুম'আতুল বিদা' কাকে বলে? এর ফযীলত কি? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন?

-আইয়ূব
মতিঝিল, ঢাকা।

উত্তর : জুম'আতুল বিদা' বলতে রামাযানের শেষ বা বিদায়ী জুম'আকে বুঝানো হয়ে থাকে। জুম'আতুল বিদা'র বিশেষ কোন ফযীলত নেই। একটি 'জাল' হাদীছে এসেছে, যে ব্যক্তি রামাযানের শেষ জুম'আর দিনে এবং রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত আদায় করবে, তা তার পুরা বছরের ছালাতের ত্রুটি (মুক্ত করে) পূর্ণ করে দেবে। অপর বর্ণনায়

এসেছে, 'রামাযান মাসের শেষ জুম'আর পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত যে আদায় করবে, তা তার জীবনের সত্তর বছরের ক্বাযা ছালাতের জন্য যথেষ্ট হবে *(মাওযূ'আতুল কুবরা, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী, আল-আছারুল মারফূ'আহ্ ফিল আখবারিল মাওযূ'আহ্ ১/৮৫; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ ১/৫৪, নং ১১৫)*।

প্রশ্ন (২৭/৪৬৭) : কারো প্রতিকৃতিতে বিভিন্ন দিবসে ফুল দেওয়া এবং ফাতিহা পাঠসহ দো'আ-দরূদ পড়া কি শরী'আত সম্মত? এতে মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হয় কি?

-মুনীর
মণিপুর, গাযীপুর।

উত্তর : এগুলি শরীআ'তসম্মত নয়। এতে মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হয় না। মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে কোন ধরনের আনুষ্ঠানিকতাই বিদ'আত এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ মাত্র। রাসূল (ছাঃ) বিজাতীয় রীতি-নীতির অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন *(আবূদাঊদ হা/৪০৩১; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৪৯)*। জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ্ আল-বাজালী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, 'আমরা মৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকট একত্রিত হওয়া এবং দাফনের পরে এ উপলক্ষে খানাপিনার আয়োজন করাকে জাহেলী যুগের ক্রন্দন বা বিলাপ হিসাবে গণ্য করতাম *(আহমাদ, হা/৬৮৬৬; ইবনু মাজাহ হা/১৬১২)*। আসলাম আল-ওয়াসিতী হাদীছটি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করেছেন *(তারীখু ওয়াসিত ১০৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৮/৪৬৮) : আলহামদু লিল্লাহি ওয়াহদাহ, ওয়াছ ছালাতু ওয়াস সালামু মাল্লা নাবিইয়া বা'দাহ খুৎবাটি কোন হাদীছের আলোকে বলা হয়? দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সবুজ
নাল্লাপোল্লা, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : প্রশ্নোল্লেখিত খুৎবাটি সরাসরি এরূপ পদ্ধতিতে কোন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে বিভিন্ন হাদীছের শব্দের সমন্বয়ে তা গঠিত যা আল-মু'জামুল আওসাত্ব প্রণেতা তাঁর ২য় খণ্ডের শুরুতে খুৎবা হিসাবে উল্লেখ করেছেন *(ত্বারাবাণী, আওসাত্ব ২য় খণ্ড)*।

প্রশ্ন (২৯/৪৬৯) : ফিৎরার মাল সমাজের সরদারের কাছে জমা দেওয়া উত্তম নাকি একাকী বণ্টন করা উত্তম? যাকাতের মাল জমা করা হয় না কেন? যাকাতের টাকা দিয়ে ফকীর-মিসকীনকে শাড়ী কাপড়, লুঙ্গী ইত্যাদি কিনে দেওয়ায় ছওয়াব হবে কি?

-আবুল হোসাইন
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : ফিৎরার মাল দু'একদিন পূর্বে সরদারের নিকট জমা করার বিধান রয়েছে *(বুখারী ১/১৫১১)*। অনুরূপভাবে যাকাতের মাল ইসলামী আমীরের নিকট জমা করার বিধান আছে *(তওবাহ ১০৩; বুখারী, মুসলিম, আবূদাঊদ, তিরমিযী প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থের যাকাত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)*। সুতরাং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাকাত-ফিৎরার মাল দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়াই বিধান সম্মত। ফকীর-মিসকীনগণ যদি শাড়ী, কাপড়, লুঙ্গী বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করতে অক্ষম হয়, তাহ'লে প্রয়োজন মত তাদের সহযোগিতা করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন (৩০/৪৭০) : সম্প্রতি ইসলামিক টিভিতে জনৈক আলেম বলেন, সুস্থ অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দেয়, তাহ'লে অধিকাংশ ফকীহর মতে তালাক বায়েন হয়ে যাবে। অন্যত্র বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্বামী আর স্ত্রীকে ফিরে পাবে না। উক্ত ফৎওয়া কি সঠিক হয়েছে?

-মুহাম্মাদ ওয়ালিউল হাবীব
৭৭ নর্থ ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫।

উত্তর : এক সাথে ৩ তালাক প্রদান করলে এক তালাকে রাজ'ঈ বলে গণ্য হবে। ইদ্দতের মধ্যে স্বামী তাকে ফেরত নিতে পারবে। আর ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারবে। যেহেতু এক সাথে প্রদত্ত তিন তালাক এক তালাক বলে গণ্য, সেহেতু অন্যত্র বিয়ে হওয়া ছাড়াই তাকে বিয়ে করতে পারে। তবে বর্তমান মাযহাবী সমাজে প্রচলিত হালালা বা হিল্লা বিয়ে হারাম। যে এরূপ বিয়ে দিবে এবং যে বিয়ে করবে উভয়ের উপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর লা'নত *(তিরমিযী হা/১১২৯)*। বিস্তারিত দেখুন 'তালাক ও তাহলীল' বই।

প্রশ্ন (৩১/৪৭১) : সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকলে ৫০ জন শহীদের ছওয়াব পাওয়া যাবে। উক্ত হাদীছ কি ছহীহ?

-আবুল কাসেম
হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : হাদীছটি ছহীহ *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০২৪০; ছহীহুল জামে' হা/২২৩৪)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৭২) : আল্লাহ্র কাছে সন্তান চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দো'আ কি? যে মহিলার সন্তান হবে না সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না? উক্ত কথা কি ঠিক?

-পারভীন
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : আল্লাহ্র নিকট সন্তান চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আটি 'রব্বি হাব্লী মিনাছ ছলেহীন' *(ছাফফাত ১০০)*। যে মহিলার সন্তান হবে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না কথাটি ভিত্তিহীন। মা আয়েশা (রাঃ)-এর কোন সন্তান হয়নি, তাই বলে কি তিনি জান্নাতে যেতে পারবেন না?

প্রশ্ন (৩৩/৪৭৩) : ছহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমদের হাদীছে বুঝা যায় কদরের রাত্রি হবে ২৭ রামাযান (মুসলিম হা/২৮০৪; মিশকাত হা/২০৮৮)। সে অনুযায়ী আমাদের

দেশে উক্ত রাত্রিতে কদর তালাশ করা হয়। অনেকে এর বিরুদ্ধে বলেন। এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাবীর
ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯।

উত্তর : কদরের রাত্রি রামাযানের কোন রাত্রিতে হবে সে বিষয়ে নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছের ভাষা এই- اِلْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِىْ كُلِّ وِتْرٍ অর্থাৎ 'তোমরা রামাযানের শেষ দশকের প্রত্যেক বেজোড় রাত্রিতে কদর-এর রাত্রি তালাশ করো'। অতএব কদরের রাত্রি রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে তালাশ করতে হবে *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪২৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৪/৪৭৪) : প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সাগর, নদী, পাহাড় পর্বত, খনিজ সম্পদ ইত্যাদিকে প্রকৃতির সৃষ্টি বলা যাবে কি?

-হোসনে আরা আফরোয
শেরপুর, বগুড়া।

উত্তর : আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে সবই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতিও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। কাজেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সাগর, নদী, পাহাড়, পর্বত, খনিজ সম্পদ ইত্যাদিকে প্রকৃতির সৃষ্টি বললে শিরকের পাপ হবে, যা ক্ষমার অযোগ্য।

প্রশ্ন (৩৫/৪৭৫) : কত বছর বয়সে প্রাপ্ত বয়স্ক ধরা হয়? কখন থেকে একজন ব্যক্তির পাপ লিপিবদ্ধ হয়?

-শাহীদুল্লাহ
রসূলপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : যখন থেকে সাবালক হয়, তখন থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক হয় এবং তার পাপ লিপিবদ্ধ হয় *(তিরমিযী ১/২৫২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৬/৪৭৬) : তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ ছালাত ৮+৩=১১ রাক'আতের বেশী নয়। কিন্তু কোন কোন হাদীছে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো কখনো ৯ রাক'আত বিতর পড়তেন। তাহ'লে এর সংখ্যা ১৭ হচ্ছে। এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সোহেল
কক্সবাজার।

উত্তর : তাহাজ্জুদ ছালাতকে বিতর নামে অভিহিত করা হয়েছে। অতএব যেখানে ৯ রাক'আত বিতর বলা হয়েছে সেখানে তার অর্থ বিতর সহ তাহাজ্জুদ ছালাত *(তিরমিযী ১/৪৫৭ পৃঃ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৭৭) : সূর্যোদয়ের সময় হিন্দুরা পূর্ব দিক হয়ে সূর্য পূজা করে। আর সেজন্য তারা পশ্চিমকে পাশ্চাত্য বা পাশ্চাত্য জগত বলে। একথা মুসলিমরা বলতে এবং লিখতে পারবে কি?

-নূর হোসেন
কৃষ্ণপুর, পাবনা।

উত্তর : সাধারণভাবে বললে দোষ নেই। হিন্দুরা যে উদ্দেশ্যে পশ্চিমকে পাশ্চাত্য বা পাশ্চাত্য জগত বলে সে উদ্দেশ্যে কোন মুসলমান তা বলতে পারে না। বললে তাদেরই দলের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে *(আহমাদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*।

প্রশ্ন (৩৮/৪৭৮) : বহু মহিলা চোখের ভ্রু উঠিয়ে ফেলে এবং দাঁত চিকন করে থাকে ও মাথার চুল ছোট করে। শরী'আতের দৃষ্টিকোন থেকে এগুলো কি জায়েয?

-নাদিয়া আখতার
ফুলতলা, পঞ্চগড়।

উত্তর : এরূপ মহিলাগণের প্রতি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর লা'নত বর্ষিত হবে *(বুখারী ২/হা/৫৬৯৮)*।

প্রশ্ন (৩৯/৪৭৯) : মুমিন হওয়া সত্ত্বেও ৭০ হাযার মানুষ জাহান্নামে যাবে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-আব্দুল আলীম
শৈলের কান্দা, জামালপুর।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি।

প্রশ্ন (৪০/৪৮০) : নীরবে ক্বিরাআত পড়া হয় এমন ছালাতে কেউ যদি ভুলক্রমে সরবে ক্বিরাআত পড়ে তাহ'লে তার জন্য সহো সিজদা দিতে হবে কি?

-শাহীন
সাতগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : এরূপ অবস্থায় সহো সিজদা দেওয়ার ব্যাপারে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

YEAR TABLE (14th Vol.) বর্ষসূচী-১৪ (Oct. 2010 to Sept. 2011)

(১৪তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০১০ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১১ পর্যন্ত)

*** সম্পাদকীয় :**

১. তাওহীদ দর্শন *(অক্টোবর ২০১০)* ২. অ্যানেসথেসিয়া দর্শন *(নভেম্বর ২০১০)* ৩. সমঝোতা ও শান্তি *(ডিসেম্বর ২০১০)* ৪. নির্বাচনী যুদ্ধ *(জানুয়ারী ২০১১)* ৫. শেয়ার বাজার *(ফেব্রুয়ারী ২০১১)* ৬. গণজোয়ার ও গণঅভ্যুত্থান *(মার্চ ২০১১)* ৭. প্রস্তাবিত নারী উন্নয়ন নীতিমালা *(এপ্রিল ২০১১)* ৮. নষ্ট সংস্কৃতি *(মে ২০১১)* ৯. (১) মিসকীন ওবামা, ভিকটিম ওসামা, সাবধান বাংলাদেশ (২) হকিং-এর পরকাল তত্ত্ব *(জুন ২০১১)* ১০. আহলেহাদীছ আন্দোলন *(জুলাই ২০১১)* ১১. (১) বাংলাদেশের সংবিধান হৌক ইসলাম (২) দল ও প্রার্থী বিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করুন! *(আগষ্ট ২০১১)* ১২. দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করুন *(সেপ্টেম্বর ২০১১)*।

*** প্রবন্ধ :**

অক্টোবর '১০ :

১. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(১৪/১-১২)-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২. ইসলামে ভ্রাতৃত্ব *(১৪/১-৪)* - *ড. এএসএম আযীযুল্লাহ* ৩. ঈদুল আযহা : গুরুত্ব ও তাৎপর্য *-ড. মুহাম্মাদ আজিবার রহমান* ৪. সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ *-রফীক আহমাদ ৫.* ইসলামে যাচাই-বাছাই *-যহূর বিন ওছমান*।

নভেম্বর '১০ :

১. ইসলামের দৃষ্টিতে মাদকতা *-ড. মুহাম্মাদ আলী* ২. জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত *(১৪/২-৫, ৯-১২)- মুযাফফর বিন মুহসিন* ৩. কুরবানীর মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৪. আশূরায়ে মুহাররম *-আত-তাহরীক ডেস্ক।*

ডিসেম্বর '১০ :

১. ক্লবঃ মানব দেহের রাজধানী *-খাইরুল ইসলাম বিন ইলইয়াস।*

জানুয়ারী '১১ :

১. আল্লাহ সর্বশক্তিমান *-রফীক আহমাদ।*

ফেব্রুয়ারী '১১ :

১. মানবজাতির প্রতি ফেরেশতাদের দো'আ ও অভিশাপ *(১৪/৫-৬) -মুহাম্মাদ আবু তাহের* ২. সর্বনাশের সিঁড়ি *-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান*।

মার্চ '১১ :

১. ইসলামের আলোকে জ্ঞান চর্চা *(১৪/৬, ৭) -ড. মুহাম্মাদ আজিবার রহমান* ২. আদর্শ সমাজ গঠনে সালামের ভূমিকা *-মুহাম্মাদ মাইনুল ইসলাম* ৩. একটি ঐতিহাসিক রায়ের ইতিবৃত্ত *-রেযাউল করীম।*

এপ্রিল '১১ :

১. মানব জাতির প্রকাশ্য শত্রু শয়তান *(১৪/৭, ৮, ১০) -মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ* ২. ধর্মদ্রোহিতা *-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান।*

মে '১১ :

১. ফৎওয়া : গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও বিকাশ *(১৪/৮, ৯, ১১, ১২) -শিহাবুদ্দীন আহমাদ* ২. পুনরুত্থান-*রফীক আহমাদ* ৩. ইসলামে শ্রমিকের অধিকার : প্রেক্ষিত মে দিবস *-শেখ আব্দুছ ছামাদ*।

জুন '১১ :

১. পলাশীর মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি ও আমাদের শিক্ষা *-ড. এএসএম আযীযুল্লাহ* ২. ওয়াহ্হাবী আন্দোলন : উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং মুসলিম বিশ্বে এর প্রভাব *(১৪/৯-১১) -আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ৩. লাইলাতুল মি'রাজ : করণীয় ও বর্জনীয় *-শেখ আব্দুছ ছামাদ ৪.* গাদ্দাফী, সাম্রাজ্যবাদ ও লিবিয়ার রক্তাক্ত জনগণ *-ফাহমিদ-উর-রহমান।*

জুলাই '১১ :

১. শবেবরাত *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২. রামাযানের ফাযায়েল ও মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

আগস্ট '১১ :

১. ছাওম ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান *-শামসুল আলম* ২. যাকাত ও ছাদাক্বা *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩. ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক।*

সেপ্টেম্বর '১১ :

১. হজ্জের ক্ষেত্রে প্রচলিত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি *-অনুবাদ : মুহাম্মাদ ইমদাদুল্লাহ* ২. এক নযরে হজ্জ *-আত-তাহরীক ডেস্ক।*

অর্থনীতির পাতা :

১. ঘুষের ভয়াবহ পরিণতি *(ডিসেম্বর'১০) -আব্দুল মান্নান* ২. ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা *(মে'১১) -ড. মুহাম্মাদ আজিবার রহমান।*

সাময়িক প্রসঙ্গ :

১. ঢাকার যানজটে জাতি দিশেহারা : কারণ ও প্রতিকারের উপায় *(অক্টোবর'১০) -শামসুল আলম* ২. মৃদু ভূকম্পন বড় ভূমিকম্পের এলাহী হুঁশিয়ারি *(নভেম্বর'১০)-আবু ছালেহ* ৩. (ক) গ্লোবাল টাইগার সামিট *-জাহাঙ্গীর হোসেন* (খ) হাইকোর্টের রায় এবং পার্বত্যচুক্তির ভবিষ্যৎ *- সৈয়দ ইবনে রহমত (জানুয়ারী'১১) ৪.* হিমালয়কেন্দ্রিক বাঁধ : বাংলাদেশে ভয়াবহ বিপর্যয়ের আশঙ্কা *(ফেব্রুয়ারী '১১) -মুনশী আব্দুল মান্নান ।*

ছাহাবী চরিত :

১. উম্মুল মুমিনীন ছাফিয়া (রাঃ) *(মার্চ'১১) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. যয়নাব বিনতু খুযাইমা (রাঃ) *(মে'১১) -ঐ* ৩. মায়মূনা বিনতুল হারেছ (রাঃ) *(আগষ্ট'১১)-ঐ।*

মনীষী চরিত :

১. ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) *(শেষ কিস্তি, নভেম্বর'১০) - নূরুল ইসলাম* ২. মাওলানা অহীদুয্যামান লক্ষ্ণৌভী : তাক্বলীদের বন্ধন ছিন্নকারী খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ *(এপ্রিল'১১)-ঐ* ৩. আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর *(১৪/৮, ১০-১২) -ঐ।*

নবীনদের পাতা :

১. অশান্ত মধ্যপ্রাচ্য : উৎসের সন্ধানে *(এপ্রিল'১১) -যাকওয়ান হুসাইন* ২. ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা *(জুলাই'১১) -মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।*

হাদীছের গল্প :

১. (ক) বনী ইসরাঈলের তিন ব্যক্তির পরীক্ষা (খ) তিন শিশুর মাতৃক্রোড়ে কথা বলা *(ফেব্রুয়ারী '১১) -মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার* ২. সৎ লোকের দো'আ *(এপ্রিল'১১) -ঐ* ৩. আবু নাজীহ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ *(মে'১১) -ঐ।*

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :

১. লোভের পরিণতি (অক্টোবর'১০) -মুহাম্মাদ আবুল হোসেন,* ২. পাষাণ হৃদয় *(ফেব্রুয়ারী '১১) -শামীমা ফেরদৌসী* ৩. কূট কৌশলের পরিণাম *(এপ্রিল'১১) -মুহাম্মাদ আতাউর রহমান ৪.* বিচার *(মে'১১) -শহীদুল্লাহ (ফারূক) ৫.* অপূর্ব প্রতিদান *(জুলাই'১১) -নাফীসা আমীন।

চিকিৎসা জগত :

১. (ক) টাইফয়েডে করণীয় (খ) বার্ধক্যে নিরামিষ *(ডিসেম্বর'১০)* ২. কিডনী রোগ চিকিৎসায় খাদ্যের ভূমিকা *(এপ্রিল '১১)* ৩. মেপল সিরাপের নতুন গুণ *(সেপ্টেম্বর'১১)।*

ক্ষেত-খামার :

১. (ক) ডাল পুঁতে পোকা নিধন (খ) সফল চাষী (গ) ১৫ লাখ হেক্টর জমির ধানে আর্সেনিক *(জানুয়ারী'১১)* ২. (ক) দোতলা কৃষি পদ্ধতি (খ) মৌমাছি পালন পদ্ধতি *(ফেব্রুয়ারী'১১)* ৩. (ক) বিদ্যুৎবিহীন হিমাগারে শাক-সবজি ও ফলমূল সংরক্ষণ (খ) গাভী পালন করে স্বাবলম্বী (গ) নার্সারী খুলেছে ভাগ্যের দুয়ার *(এপ্রিল'১১)* ৪. (ক) ঔষধি গুণ সমৃদ্ধ সজনার চাষ (খ) দ্বৈত-যৌগ ফলমূল ও সবজি চাষে স্বাবলম্বী *(মে'১১)* ৫. (ক) তুষ পদ্ধতিতে মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন (খ) এক জমিতে একাধিক সবজি চাষে ব্যাপক সাফল্য (গ) ছোট গাছে বড় ফল স্বাদে অতুলনীয় *(জুলাই'১১)* ৬. শীতের চেয়ে বর্ষায় শিমের ফলন বেশী *(সেপ্টেম্বর'১১)।*

মহিলাদের পাতা :

১. নফল ছিয়াম : পরকালীন মুক্তির পাথেয় *(অক্টোবর'১০) -শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন* ২. মিডিয়া আগ্রাসনের কবলে ইসলাম ও মুসলিম *(১৪/২, ৩) -নূরজাহান বিনতে আব্দুল মজীদ (রুকু)* ৩. বিশ্ব ভালবাসা দিবস *(জানুয়ারী'১১) -ঐ।*

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় ১২টি ২. প্রবন্ধ ৩২টি ৩. অর্থনীতির পাতা ২টি ৪. সাময়িক প্রসঙ্গ ৪টি ৫. ছাহাবী চরিত ৩টি ৬. মনীষী চরিত ৩টি ৭. নবীনদের পাতা ২টি ৮. হাদীছের গল্প ৪টি ৯. গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৫টি ১০. চিকিৎসা জগৎ ৪টি ১১. কবিতা ৪৪টি ১২. মহিলাদের পাতা ৩টি ১৩. ক্ষেত-খামার ১৪টি ১৪. প্রশ্নোত্তর ৪৮০টি। সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ, পাঠকের মতামত, জনমত কলাম ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

প্রশ্নোত্তর

মাস ও সংখ্যা	প্রশ্ন	উত্তর সংখ্যা
	আক্বীদা	
জানুয়ারী'১১	আল্লাহ নিরাকার নাকি আল্লাহর আকার আছে? তাঁর আকার কেমন?	(৩৯/১৫৯)
ফেব্রুয়ারী'১১	রাশি গণনা করা ও তার প্রতি বিশ্বাস করা কি শরী'আত সম্মত? গণকের দেওয়া আংটি বা পাথর ব্যবহার করা যাবে কি?	(১৯/১৭৯)
ফেব্রুয়ারী'১১	কেউ যদি বলে কুরআনের কসম বা কা'বার কসম তাহ'লে কি শিরক হবে?	(২৭/১৮৭)
ফেব্রুয়ারী'১১	ভূমিকম্পের আলামত পশু-পক্ষী জানতে পারে কি?	(৩৮/১৯৮)
এপ্রিল'১১	কোন ব্যক্তির দীর্ঘ রোগভোগের কারণ কি? এটা কি তার কৃতকর্মের ফল। এর মাধ্যমে আল্লাহ তার পাপ মাফ করেন কি?	(১/২৪১)
মে '১১	ঘর হ'তে বের হওয়ার সময় দরজা বা চৌকাঠে আঘাত লাগলে বলা হয় এ যাত্রা শুভ হবে না। উক্ত ধারণা কি সঠিক?	(১৮/২৯৮)
মে '১১	অধিকাংশ মা ছোট ছেলেমেয়েদের কপালের এক পার্শ্বে কাজলের ফোটা দেয়। এর কোন উদ্দেশ্য আছে কি?	(৩৪/৩১৪)
জুন '১১	জনৈক ব্যক্তি খুবই আমলদার ছিলেন। তিনি মারা যাওয়াতে অনেকে কষ্টও পেয়েছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া বিদ'আতী। তার কোন আমল কাজে আসবে কি?	(১৫/৩৩৫)
জুন '১১	নবী-রাসূলগণ কবরে ছালাত আদায় করছেন কি?	(৩৯/৩৫৯)
জুলাই '১১	সন্তান পেটে আসলে সন্তান নষ্ট হওয়ার ভয়ে অনেক মহিলা কোমরে জালের কাঠি বাঁধে। এছাড়াও অন্যান্য কবিরাজী পদ্ধতি অবলম্বন করে। এগুলো কি শরী'আত সম্মত?	(২২/৩৮২)
আগষ্ট'১১	ঘুমানোর সময় বা অন্য সময় ক্বিবলার দিকে পা রাখা যাবে কি?	(২/৪০২)
আগষ্ট'১১	সূরা মায়েদার ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নূর এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব এসেছে। উক্ত নূর দ্বারা মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে নূরের তৈরি সে কথা বুঝানো হয়েছে। এ বক্তব্য কি সঠিক?	(৭/৪০৭)
ডিসেম্বর'১০	জনৈক রোগী অনেক দিন যাবৎ এভাবে দো'আ করেছে যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে প্রতিবেশী ঐ নেককার আব্দুল করীম ও আসমার অসীলায় আরোগ্য দান কর এবং ক্ষমা কর। উল্লেখ্য, আব্দুল করীম ও আসমা উভয়ে জীবিত। এভাবে দো'আ করা যাবে কি?	(১২/৯২)
আগষ্ট'১১	কবরে নবী-রাসূল, ছাহাবায়ে কেরাম, পীর-আওলিয়াদের লাশ অক্ষত থাকে। তাঁদের লাশ মাটিতে খায় না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(১৩/৪১৩)
আগষ্ট'১১	নবী ও রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য কী? তাঁদের সংখ্যা কত? তাঁদের উপর কতখানা কিতাব নাযিল হয়েছিল?	(১৫/৪১৫)
আগষ্ট'১১	রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্নে দেখেছেন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(২০/৪২০)
আগষ্ট'১১	বিলকিস বেগম নামে এক লেখিকা দাবী করেছেন, আদম (আঃ)-এর পূর্বেও পৃথিবীতে মানুষ ছিল। এছাড়া তিনি আরো অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন *(কালের কণ্ঠ ২০ মে ২০১১ পৃঃ ১৭)*। এর সত্যতা জানতে চাই।	(২২/৪২২)
অক্টোবর'১০	সাত আসমানের চেয়ে আল্লাহ্‌র আরশ বড় এবং আরশের চেয়ে আল্লাহ বহুগুণ বড়। এ বক্তব্য কি সঠিক?	(২৬/২৬)
ডিসেম্বর'১০	তাকদীরে ভাল-মন্দ দু'টোই লেখা আছে। নেক আমলের দ্বারা কি মন্দ ফায়ছালা থেকে বাঁচা যায়?	(৩১/১১১)
নভেম্বর '১০	মি'রাজে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে নবীগণের দেখা হয়েছিল। এ দেখা হওয়া কেমন? তাঁরা কি স্ব স্ব স্থানে জীবিত?	(২২/৬২)
মে '১১	জিন ও মানুষের জান কবয করেন মালাকুল মউত। কিন্তু অন্যান্য জীব জন্তুর জান কে কবয করেন?	(১৩/২৯৩)
এপ্রিল'১১	পরকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতার অবস্থান কি হবে?	(৯/২৪৯)
	জান্নাত-জাহান্নাম	
নভেম্বর '১০	জনৈক আলেম বলেন, ছয় শ্রেণীর লোক বিনা হিসাবে জাহান্নামী হবে। উক্ত ছয় শ্রেণীর লোক কারা?	(১০/৫০)
ফেব্রুয়ারী'১১	যাদের নেকী ও গুনাহ সমান হবে তারা জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে?	(৪০/২০০)
এপ্রিল'১১	জান্নাতের নীচে যে নহরসমূহ প্রবাহিত রয়েছে, সেসব কিসের?	(১৩/২৫৩)
মার্চ '১১	পাথর নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তা জাহান্নামের ইন্ধন হবে কেন?	(২৬/২২৬)
জুন '১১	শুক্রবারে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং সেদিন কেউ মারা গেলে বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যায় কি?	(১৪/৩৩৪)
জুন '১১	জাহান্নাম ভর্তি হবে না বলে আল্লাহ তার মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিবেন। কিন্তু জান্নাত পূর্ণ হবে, না ফাঁকা থাকবে?	(৩৭/৩৫৭)
জুলাই '১১	রামাযান মাসে জান্নাতের দরজা খোলা হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ রাখা হয়। তাহ'লে এ মাসে কেউ মারা গেলে সে কি জান্নাতে যাবে? সে যদি পাপী ব্যক্তি হয় তবুও কি জান্নাতে যাবে?	(২/৩৬২)
জুলাই '১১	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি ব্যতীত সবই জাহান্নামে যাবে। প্রশ্ন হ'ল, উম্মত বলতে মুসলিম, অমুসলিম সবাই না শুধু মুসলিম? যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের পরিচয় কি?	(১৮/৩৭৮)
সেপ্টেম্বর'১১	যে ব্যক্তি ইসলামের পাঁচটি রুকনকে অস্বীকার করে, সে কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে? তার জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ আছে কি? জাহান্নামে থাকার সময়টা কত বছর হ'তে পারে?	(২২/৪৬২)
সেপ্টেম্বর'১১	আল্লাহ্‌র কাছে সন্তান চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দো'আ কি? যে মহিলার সন্তান হবে না সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে কি?	(৩২/৪৭২
সেপ্টেম্বর'১১	মুমিন হওয়া সত্ত্বেও ৭০ হাযার মানুষ জাহান্নামে যাবে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(৩৯/৪৭৯
	হাশর-বিচার	
অক্টোবর'১০	'মাক্বামে মাহমূদ' স্থান না মর্যাদা?	(৩/৩)
অক্টোবর'১০	মানুষের আমলনামা লেখক ফেরেশতার সংখ্যা কতজন? তারা কোথায় থাকেন? তাদের কি পরিবর্তন হয়, না তারা মৃত্যু পর্যন্ত নির্ধারিত থাকেন?	(৬/৬)
নভেম্বর '১০	ক্বিয়ামতের মাঠে সর্বপ্রথম কাকে কবর থেকে উঠানো হবে?	(১৫/৫৫)
ডিসেম্বর'১০	আগুনে পুড়ে, পানিতে ডুবে এবং গাড়ী দুর্ঘটনায় মারা গেলে তাদের হিসাব হবে কি?	(৩/৮৩)
ডিসেম্বর'১০	পবিত্র কুরআনে কি কবর আযাবের কথা আছে?	(২৩/১০৩)

জানুয়ারী'১১	কোন বিষয়ে আল্লাহ্‌র কাছে বিচার দেয়ার পর পুনরায় সে বিষয়ে মানুষের কাছে বিচার চাওয়া যাবে কি?	(১১/১৩১)
জানুয়ারী'১১	'যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যাবে সে শহীদ হবে, কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে এবং সকাল-সন্ধ্যা তাকে জান্নাতের রিযিক দেওয়া হবে'। উক্ত হাদীছের সনদ কি ছহীহ?	(৩০/১৫০)
ফেব্রুয়ারী'১১	মানুষ ও জিন যে বয়সে মারা যায় ক্বিয়ামতের দিন কি সেই বয়সেই উঠানো হবে?	(৩৬/১৯৬)
মার্চ '১১	ক্বিয়ামতের দিন মানুষের সর্বপ্রথম হিসাব হবে ছালাত সম্পর্কে নাকি খুন সম্পর্কে?	(১২/২১২)
এপ্রিল'১১	ক্বিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্র কি অবস্থায় থাকবে? তারা কি জাহান্নামে থাকবে?	(৬/২৪৬)
এপ্রিল'১১	কবরের আযাব কবরে হয় না আসমানে হয়? কেউ বলেন, কবরের আযাব আসমানে হয়।	(১১/২৫১)
এপ্রিল'১১	ক্বিয়ামতের দিন সকল মানুষ কি বস্ত্রহীন অবস্থায় উঠবে? সেদিন কারো পরণে কাপড় থাকবে কি?	(২৭/২৬৭)
জুন '১১	কবরে সওয়াল-জওয়াবের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সেখানে কিভাবে দেখানো হবে?	(১০/৩৩০)
জুলাই '১১	যারা পানিতে ডুবে মরে, আগুনে পুড়ে মরে কিংবা বাঘে খেয়ে নেয় তাদের হিসাব কোথায় হবে?	(১১/৩৭১)
আগষ্ট'১১	মৃত ব্যক্তি কবরে কতদিন শাস্তি ভোগ করবে? ক্বিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি হ'তে থাকবে কি?	(১৮/৪১৮)
	শাফা'আত	
মে '১১	মিথ্যা মামলায় কেউ কারাগারে গিয়ে মারা গেলে শহীদের মর্যাদা পাবে কি? তিনি কি ৭০ জনকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেন?	(৩৫/৩১৫)
আগষ্ট'১১	কোন্ দুই ব্যক্তি রাসুল (ছাঃ)-এর সুফারিশ ছাড়াই জান্নাতে যাবে? তারা দুনিয়াতে কী ধরনের আমল করতেন?	(৯/৪০৯)
ফেব্রুয়ারী'১১	যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করবে ও তার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জ্ঞান করে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সেই সাথে তার পরিবারের এমন দশজন লোকের সুফারিশ কবুল করা হবে যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। হাদীছটি কি ছহীহ?	(৩৩/১৯৩)
	তাহারাত	
অক্টোবর'১০	কুরআনের আয়াত লিখিত গেঞ্জি পরে পেশাব-পায়খানায় যাওয়া যাবে কি?	(২৫/২৫)
নভেম্বর '১০	মোযার উপর মাসাহ করার হুকুম ও শর্ত কী?	(১৪/৫৪)
নভেম্বর '১০	কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে তার খাৎনা করা লাগবে কি?	(২১/৬১)
নভেম্বর '১০	ডাঃ যাকির নায়েক বলেছেন, এক মুষ্টি দাড়ির অতিরিক্ত অংশ ছেটে ফেলা যায় (বুখারী)। এটা কি সঠিক?	(২৮/৬৮)
ডিসেম্বর'১০	সব সময়ই ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাবের কারণে পরিধেয় বস্ত্র এবং শরীর অপবিত্র থাকে। এমতাবস্থায় কিভাবে ছালাত আদায় করতে হবে?	(১০/৯০)
ডিসেম্বর'১০	দশ বছরের শিশু বিছানায় অথবা তোষকে পেশাব করার পরে শুকিয়ে গেলে তার উপর চাদর বিছিয়ে ছালাত আদায় এবং কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি?	(৩৪/১১৪)
জানুয়ারী'১১	মাসিক অবস্থায় মেয়েরা মুখস্থ কুরআন তেলাওয়াত করতে এবং দো'আ-দরূদ পড়তে পারবে কি?	(১৫/১৩৫)
জানুয়ারী'১১	পেশাব-পায়খানা করার পর ঢিলা-কুলুখ না নিলে পবিত্র হওয়া যাবে কি এবং ছালাত হবে কি? পানি থাকা অবস্থায় কুলুখ নেওয়া যাবে কি?	(৩৩/১৫৩)
এপ্রিল'১১	ওযূ করার সময় মেয়েরা কি মাথার কাপড় ফেলে মাথা মাসাহ করবে? মেয়েদের মাথার কাপড় পড়ে গেলে এবং বেগানা পুরুষ দেখলে ওযূ নষ্ট হয় কি?	(৩/২৪৩)
এপ্রিল'১১	কোন হিন্দু লোক ঘরে এলে সেই জায়গায় ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৮/২৪৮)
এপ্রিল'১১	যে মাঠে গরু, ছাগল চরে সে মাঠে ঈদের ছালাত আদায় করা সিদ্ধ হবে কি?	(২৬/২৬৬)
মে '১১	ওযূ করার পর সূরা ক্বদর পড়ার কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি?	(৩৬/৩১৬)
জুলাই '১১	পানি থাকা অবস্থায় কুলুখ না নিয়ে শুধু পানি নিলে পবিত্রতা অর্জন হবে কি?	(৪/৩৬৪)
জুলাই '১১	কোন এক মাসে কোন মহিলার লাগাতার মাসিক হ'লে তার জন্য করণীয় কী? সে কি ছালাত ছেড়ে দিবে এবং ছিয়াম ক্বাযা করবে?	(৮/৩৬৮)
জুলাই '১১	ওযূ করার সময় ক্বিবলামুখী হয়ে এবং উঁচু স্থানে বসতে হবে কি?	(১০/৩৭০)
জুলাই '১১	সন্তান প্রসবের পর নিফাসকালীন সময়ে স্ত্রী মিলন বৈধ কি?	(১৫/৩৭৫)
জুলাই '১১	তিনটি জিনিস সর্বদা সাথে রাখা সুন্নাত। চিরুনী, আতর ও মিসওয়াক। উক্ত কথার দলীল কি?	(৩৩/৩৯৩)
জুলাই '১১	উট, গরু, ছাগল, মহিষ, দুম্বা, ভেড়া, হাঁস-মুরগী ইত্যাদির পেশাব-পায়খানা কাপড়ে লাগলে সেই কাপড়ে ছালাত হবে কি?	(৩৭/৩৯৭)
আগষ্ট'১১	জনৈক ইমাম বলেছেন, ওযূ না করে শুধু গোসল করার পর ছালাত আদায় করা যাবে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(২৩/৪২৩)
নভেম্বর '১০	কোন মহিলা ঋতুস্রাবের ব্যথা কিংবা রক্ত আসছে অনুভব করলে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে রক্ত দেখা না গেলে তার ছিয়াম শুদ্ধ হবে কি?	(৮/৪৮)
নভেম্বর '১০	এক মহিলার ঋতু সাধারণত ৭ দিনে শেষ হয়। তাই সে সাতদিন পর কুরআন তেলাওয়াতসহ অন্যান্য ইবাদত শুরু করে। কিন্তু পরে আবার রক্ত দেখতে পায়। এতে কি তার গোনাহ হবে?	(৩৫/৭৫)
	ছালাত	
মার্চ '১১	মি'রাজে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৫০ ওয়াক্ত ছালাত নিয়ে মূসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে তাঁর পরামর্শে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত করা হয়। এ বিষয়টি ছহীহ হাদীছের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই।	(২২/২২২)
আগষ্ট'১১	আযানের সময় যেমন উত্তর দিতে হয়, তেমনি একামতের সময়ও কি একইভাবে উত্তর হবে?	(২৪/৪২৪)
নভেম্বর '১০	একামতের শেষে আল্লাহু আকবার একবার বলবে না দুইবার বলবে?	(৩৩/৭৩)
ফেব্রুয়ারী'১১	ইক্বামতের উত্তর দিতে হবে কি?	(৬/১৬৬)
মার্চ '১১	ইক্বামত দেয়ার সময় ইমাম ও মুক্তাদীদের হাত কিভাবে?	(১৭/২১৭)
মার্চ '১১	মহিলারা ইক্বামতের বাক্য জোরে বলবে, না নীরবে বলবে এবং মহিলা জামা'আতের ক্ষেত্রে ইমাম কোথায় দাঁড়াবে?	(২০/২২০)
জুলাই '১১	সংক্ষিপ্তভাবে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সঠিক সময়সূচী জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৮/৩৮৮)
নভেম্বর '১০	আছর ছালাতের সঠিক সময় কোনটি?	(৩০/৭০)
মে '১১	তিনটি নিষিদ্ধ সময়ে ক্বাযা ছালাত আদায় করা যাবে কি? কোন্ কোন্ ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ?	(১০/২৯০)
জানুয়ারী'১১	আছরের পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কোন ক্বাযা ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৩/১২৩)
জানুয়ারী'১১	মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে কোন ছালাত আদায় করব? 'তাহিইয়াতুল ওযূ' না 'দুখূলুল মসজিদ'?	(৭/১২৭)

জানুয়ারী'১১	নিষিদ্ধ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে দুখূলুল মসজিদ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৮/১২৮)
এপ্রিল'১১	ছালাতে দাঁড়ানোর আদব কি? ছালাত অবস্থায় ডান পা অথবা ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল নাকি কোন অবস্থাতেই নড়াচড়া করা যাবে না। ছহীহ হাদীছের আলোকে বিষয়টি জানতে চাই।	(১৮/২৫৮)
অক্টোবর'১০	ছালাতের জামা'আতে মুছল্লীরা পরস্পর পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সাথে কনিষ্ঠা আঙ্গুল মিলাবে, না গোড়ালীর সাথে গোড়ালী মিলাবে? মাসবূক মুছল্লীগণ পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে না পৃথক পৃথক দাঁড়াবে?	(৪০/৪০)
মে '১১	ছালাতে দাঁড়ানোর সময় মুছল্লীর দুই পায়ের মাঝে কতটুকু ফাঁক থাকবে?	(৭/২৮৭)
ফেব্রুয়ারী'১১	ছালাতে কাতারবন্দী হওয়ার সময় ডান থেকে কাতার করবে না বাম থেকে?	(২৯/১৮৯)
জুলাই '১১	ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়লে ছালাত হবে কি?	(২৫/৩৮৫)
মার্চ '১১	ছালাতের মধ্যে ইমাম আমীন বলার পর সূরা ফাতেহা পড়তে হবে কি?	(৭/২০৭)
জুলাই '১১	যোহর ও আছর ছালাতের শেষ দুই রাক'আতে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাতে পারবে কি?	(৩১/৩৯১)
জানুয়ারী'১১	সূরা ফাতিহা পড়ার পর কয়টি আয়াত পড়তে হবে? প্রথম রাক'আতের পর দ্বিতীয় রাক'আতের ক্বিরাআত লম্বা হ'লে সমস্যা হবে কি?	(৩৪/১৫৪)
মে '১১	জামা'আতে শরীক হওয়ার সময় যদি দেখা যায় যে, ইমাম সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করছেন, তখন ইমামের সাথে আমীন বলবে না আগে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে?	(২৮/৩০৮)
ফেব্রুয়ারী'১১	চার ইমামের মধ্যে কোন্ কোন্ ইমাম ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন?	(৩৫/১৯৫)
এপ্রিল'১১	আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) একদা বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেভাবে ছালাত আদায় করতেন আমি কি তোমাদের সেভাবে ছালাত আদায় করে দেখাব না? অতঃপর তিনি ছালাত আদায় করলেন। কিন্তু তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোন সময় দু'হাত উত্তোলন করলেন না' (তিরমিযী ১/৩৫)। তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। আবার বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত আর কখনো হাত উঠাতেন না' (আবূদাঊদ ১/১০৯)। এক্ষণে ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করার প্রমাণে হাদীছদ্বয়ের বিপক্ষে যুক্তি কি?	(১৭/২৫৭)
মার্চ '১১	ছালাত আদায়কালে রুকূ হ'তে উঠে পুনরায় বুকে হাত বাঁধতে হবে কি?	(৩২/২৩২)
ডিসেম্বর'১০	রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে হাত কত সময় তুলে রাখতে হবে?	(২/৮২)
মে '১১	ফরয ছালাতের শেষ বৈঠকে আত্তাহিইয়াতু, দরূদ না পড়ে কেউ যদি ঘুমিয়ে যায়, তাহ'লে তার ছালাত হবে কি?	(২/২৮২)
মে '১১	ছালাতে সালাম ফিরানোর সময় দুই দিকেই 'ওয়া বারাক্বা-তুহু' বলা যাবে কি?	(৩২/৩১২)
জুলাই '১১	দুই রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে দ্বিতীয় রাক'আতে উঠার সময় এবং চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে উঠার সময় সিজদা থেকে সরাসরি উঠতে হবে- না বসার পর উঠতে হবে?	(৬/৩৬৬)
জুলাই '১১	শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর ছিফাতু ছালাতিন নবী বইয়ে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজর ছালাতের শেষ বৈঠকে বাম পায়ের উপর বসতেন। অর্থাৎ দু'রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে নিতম্বের উপর বসা যাবে না; বরং চার রাকা'আত বিশিষ্ট ছালাতে নিতম্বের উপর বসতে হবে। উক্ত বিষয়ের সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৭/৩৬৭)
মার্চ '১১	ফরয ছালাতের সালামের পর প্রথমে একবার আল্লাহু আকবার ও পরে তিন বার আস্তাগফিরুল্লাহ বলতে হয় কি?	(২৯/২২৯)
জুন '১১	অনেকে ছালাতের সালাম ফিরানোর পর মাথায় হাত রেখে দো'আ পড়ে থাকেন। এটা কি হাদীছ সম্মত?	(৩৩/৩৫৩)
জুলাই '১১	ফজর ও মাগরিব ছালাতের পর অনেকে ঊনিশবার 'বিসমিল্লাহ' পড়ে থাকেন। কারণ পুলছিরাতের ঊনিশটি স্তর আছে। এই আমল করলে উক্ত স্তরগুলো খুব সহজে পার হ'তে পারবে। উক্ত বক্তব্য কি ঠিক?	(৩/৩৬৩)
মার্চ '১১	ফরয ছালাতে কোন ভুল হ'লে সহো সিজদা দিতে হয়। সুন্নাত বা নফল ছালাতের ক্ষেত্রেও কি সহো সিজদা দিতে হবে?	(৪০/২৪০)
আগষ্ট'১১	ছালাতে ইমাম ভুল করলে এবং মুক্তাদী লোকমা না দিলে ছালাত শেষে কি সহো সিজদা দিতে হবে? না ছালাত ফিরিয়ে পড়তে হবে?	(১৪/৪১৪)
সেপ্টেম্বর'১১	নীরবে ক্বিরাআত পড়া হয় এমন ছালাতে কেউ যদি ভুলক্রমে সরবে ক্বিরাআত পড়ে তাহ'লে তার জন্য সহো সিজদা দিতে হবে কি?	(৪০/৪৮০)
মার্চ '১১	যোহরের চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত এক সালামে পড়তে হবে, নাকি দুই রাক'আত করে পড়তে হবে? জুম'আর ফরয ছালাতের পরের চার রাক'আত সুন্নাত ছালাতও কি একই নিয়মে পড়তে হবে?	(১৩/২১৩)
ফেব্রুয়ারী'১১	সুন্নাত ছালাতের পর তাসবীহ গণনা সহ আয়াতুল কুরসী পড়া যাবে কি?	(৯/১৬৯)
মার্চ '১১	ফজর ছালাতের সুন্নাত আদায় না করে জামা'আতে শরীক হওয়া এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে সুন্নাত পড়া যাবে কি?	(৩৮/২৩৮)
এপ্রিল'১১	ফজরের আযানের পর ২ রাক'আত দুখূলুল মসজিদ ও ২ রাক'আত সুন্নাত ছালাত ছাড়া অন্য কোন ছালাত পড়া যাবে কি?	(৭/২৪৭)
মে '১১	ফরয ছালাতের একামত হ'লে সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শরীক হ'তে হয়। কিন্তু ছেড়ে দেয়া সুন্নাত পড়তে হবে কি?	(৫/২৮৫)
আগষ্ট'১১	সুন্নাত ছালাতে সিজদায় গিয়ে কুরআনের আয়াত দ্বারা দো'আ করা যাবে কি? ছালাতের মধ্যে আমি মন খুলে কিভাবে দো'আ করব?	(২১/৪২১)
জুলাই '১১	বিতর ছালাত পড়ার সময় তাকবীর দিয়ে হাত উঠানোর পর পুনরায় হাত বেঁধে দো'আ কুনুত পড়ার ছহীহ দলীল কি?	(১৪/৩৭৪)
মার্চ '১১	বিতর ছালাতে দো'আ কুনূত কখন, কিভাবে পড়তে হয়? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৫/২২৫)
লাই '১১	বিতর ছালাতে দো'আ কূনূত পড়তে ভুলে গেলে সহো সিজদা দিতে হবে কি?	(১/৩৬১)
নভেম্বর '১০	তিন রাক'আত বিতর একটানা পড়া যাবে কি?	(৩৯/৭৯)
ফেব্রুয়ারী'১১	বিতর ছালাতে কুনূত পড়ার সময় হাত তোলা যাবে কি?	(২/১৬২)
জুলাই '১১	বিতর ছালাত পড়ার সময় তাকবীর দিয়ে হাত উঠানোর পর পুনরায় হাত বেঁধে দো'আ কুনুত পড়ার ছহীহ দলীল কি?	(১৪/৩৭৪)
জুলাই '১১	বিতর ছালাতের কুনূত হিসাবে 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা...' পড়ার কোন দলীল আছে কি?	(২৯/৩৮৯)
অক্টোবর'১০	আমি তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করার চেষ্টা করি। অনেক সময় জাগতে না পারায় ছুটে যায়। এমতাবস্থায় কিভাবে বিতর পড়তে হবে?	(৭/৭)
অক্টোবর'১০	মসজিদে হারামে রামাযানের ২০ তারিখের পর রাত ৯-টা থেকে ১১-টা পর্যন্ত ২০ রাক'আত ছালাতুল লাইল আদায় করা হয়। অতঃপর রাত ১-টা হ'তে ৩-টা পর্যন্ত ১১ রাক'আত ক্বিয়ামুল লাইল জাম'আতের সাথে আদায় করা হয়। উক্ত ছালাতের বিশুদ্ধ প্রমাণ কি? এছাড়া তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এবং ক্বিয়ামুল লাইল ও ছালাতুল লাইল কি পৃথক পৃথক ছালাত?	(২৩/২৩)
অক্টোবর'১০	ঈদ ও তারাবীহ্র ছালাতে এক ব্যক্তি দু'বার দুই জায়গায় ইমামতি করতে পারবে কি?	(৩৩/৩৩)
নভেম্বর '১০	মসজিদের কমিটি গঠন নিয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে নিকটবর্তী স্থানে পৃথক জামে মসজিদ তৈরি করলে সে মসজিদে	(৬/৪৬)

	ছালাত আদায় করা যাবে কি? মসজিদে যেরার কাকে বলে?	
নভেম্বর ’১০	ছালাতের মধ্যে আঙ্গুল ফুটানো যায় না এ মর্মে ছহীহ দলীল জানতে চাই।	(৯/৪৯)
ডিসেম্বর’১০	আমার পিতার শুধু তাশাহহুদ মুখস্থ আছে। আমরা চেষ্টা করেও আর কোন দো‘আ শিখাতে পারিনি। এ অবস্থায় তার ছালাত হবে কি?	(৩৫/১১৫)
জানুয়ারী’১১	মৃত ব্যক্তি বা প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর নামে নফল ছালাত পড়া শুধু জায়েযই নয়, বরং অনেক ভাল কাজ। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(১/১২১)
নভেম্বর ’১০	আমি একজন রিক্সা চালক। প্রতি মাসে ৮/১০ দিন ঢাকায় এসে রিক্সা চালাতে হয়। এক্ষেত্রে আমি ছালাত ক্বছর করতে পারি কি?	(৩৪/৭৪)
ফেব্রুয়ারী’১১	জনৈক আলেম বলেন, রাসূল (ছাঃ) একটি আয়াত দ্বারা সমস্ত রাত্রি ছালাত আদায় করেন? উক্ত কথা কি সঠিক?	(১১/১৭১)
ফেব্রুয়ারী’১১	যে সমস্ত ছালাতে সরবে ক্বিরাআত পড়ার হুকুম রয়েছে, সেই ছালাতগুলো একাকী পড়লে ক্বিরাআত নীরবে পড়া যাবে কি?	(২০/১৮০)
ফেব্রুয়ারী’১১	পাশাপাশি দুইটি পৃথক মসজিদের একটিতে পরুষ ও একটি মহিলা ছালাত আদায় করে থাকে। সাউন্ড বক্সের মাধ্যমে একই সঙ্গে জামা‘আত করা যাবে কি?	(৩০/১৯০)
ফেব্রুয়ারী’১১	ছালাতের পূর্বে টাখনুর নীচের কাপড় গুটিয়ে নিয়ে অনেকে ছালাত আদায় করে। এতে তার ছালাত হবে কি?	(৩১/১৯১)
মার্চ ’১১	দাড়ি শেভ করা লোক ছালাতে ইমামতি করতে পারবে কী?	(৩০/২৩০)
জানুয়ারী’১১	অনেকের মোবাইলে গান-বাজনা ও অশ্লীল ছবি থাকে। এসব মোবাইল সাথে নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৩৭/১৫৭)
জানুয়ারী’১১	মাগরিব ছালাতে মাসবূক মুছল্লী ইমামকে তাশাহহুদ অবস্থায় পেলে সে কী করবে? একই ছালাতে দুই বারের বেশী তাশাহহুদ পড়া যাবে কি?	(২৬/১৪৬)
জানুয়ারী’১১	কাতারের মাঝখানে পিলার বা দেওয়াল রেখে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২৮/১৪৮)
ডিসেম্বর’১০	পরীক্ষার্থী পরীক্ষার সময় কিভাবে ছালাত আদায় করবে? ২-টা হ’তে পরীক্ষা শুরু হ’লে বাসায় এসে আছর ছালাত আদায় করার সময় থাকে না। এ অবস্থায় করণীয় কী?	(১১/৯১)
ডিসেম্বর’১০	নারী-পুরুষের ছালাতের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?	(১৬/৯৬)
মার্চ ’১১	আমাদের দেশের অনেক মেয়েদের বিভিন্ন মিডিয়ায় ও বিলবোর্ডে বিজ্ঞাপনের মডেল বা অভিনেত্রী হিসাবে অংশ নিতে দেখা যায়। এদের কেউ কেউ নিয়মিত ছালাত, ছিয়াম আদায় করে থাকে। শারঈ দৃষ্টিতে এর পরিণতি কি হতে পারে?	(৩৩/২৩৩)
এপ্রিল’১১	কালো কুকুর, গাধা ও নারী মুছল্লীর সামনে দিয়ে গেলে তার ছালাত নষ্ট হয়ে যায় কি?	(৪/২৪৪)
এপ্রিল’১১	সূরা বাক্বারাহ ২৩৮ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, ‘তোমরা সকল ছালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী ছালাতের প্রতি’। এখানে মধ্যবর্তী ছালাত কি এবং এ ছালাতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করার কারণ কি?	(৫/২৪৫)
এপ্রিল’১১	ছালাতের সামনে কোন স্বচ্ছ কাঁচ বা টাইল্স লাগানো থাকলে এবং তাতে ছায়া দেখা গেলে ছালাত আদায় হবে কি?	(১৬/২৫৬)
এপ্রিল’১১	আমার পিতা দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর রোগ ভোগের পর মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় তিনি সংজ্ঞাহীন থাকায় ছালাত আদায় করতে পারেননি। তার মৃত্যুর পর এই ক্বাযা ছালাতের কাফফারা আদায় প্রসঙ্গে এলাকার জনৈক মাওলানা বলেছেন যে, তার প্রতি ওয়াক্ত ক্বাযা ছালাতের জন্য ৬৫ টাকা হারে প্রায় ৩৫০০০ টাকা ছাদাক্বা করতে হবে। তার এ বক্তব্য কি সঠিক?	(৩৫/২৭৫)
এপ্রিল’১১	জায়নামাযের পাটিতে নকশা থাকলে ছালাত পড়া যাবে কি?	(৩৮/২৭৮)
মে ’১১	ছালাতের মধ্যে সূরা বাক্বারাহ শেষে আমরা ‘আমীন’ বলে থাকি। এর দলীল কি?	(১৫/২৯৫)
মে ’১১	মসজিদে প্রথম জামা‘আত হয়ে গেলে পরের মুছল্লীরা জামা‘আত করে ছালাত আদায় করতে পারবে কি? এই জামা‘আতের সময় এক্বামত দেওয়া যাবে কি?	(৩৯/৩১৯)
জুলাই ’১১	মাসবূকের সামনে সুতরা রেখে কেউ চলে আসতে পারে কি? যেমনটি বর্তমানে শহরের মসজিদগুলোতে দেখা যাচ্ছে।	(৩০/৩৯০)
জুলাই ’১১	ইমাম ও মুক্তাদী এক সঙ্গে সমান্তরাল কাতার করে স্থায়ীভাবে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?	(৩৬/৩৯৬)
আগষ্ট’১১	অনেক মসজিদে ছালাতে দাঁড়ালে সামনের গ্লাসে নিজের ছবি দেখা যায়। এমনকি সিজদায় গেলে টাইলসে মুখও দেখা যায়। এমতাবস্থায় ছালাতের ক্ষতি হবে কি?	(১৯/৪১৯)
আগষ্ট’১১	একাকী ছালাত আদায় করার পর যদি জামা‘আত শুরু হ’তে দেখা যায় তাহলে পুনরায় ঐ জামা‘আতে শরীক হওয়া যাবে কি এবং এর নেকী পাওয়া যাবে কি?	(২৬/৪২৬)
সেপ্টেম্বর’১১	অনেক মসজিদে ফজরের ছালাত অন্ধকারে আদায় করার জন্য লাইট বন্ধ রাখা হয়। এ ব্যাপারে শারঈ সিদ্ধান্ত কি?	(৬/৪৪৬)
জুলাই ’১১	যারা ছালাত আদায় করে না তাদেরকে ১৫ প্রকারের শাস্তি দেওয়া হবে কি?	(২৭/৩৮৭)
	জুম‘আ ও ঈদায়েন	
সেপ্টেম্বর’১১	আলহামদু লিল্লাহি ওয়াহদাহ, ওয়াছ ছালাতু ওয়াস সালামু মাল্লা নাবিইয়া বা‘দাহ খুৎবাটি কোন হাদীছের আলোকে বলা হয়?	(২৮/৪৬৮)
ফেব্রুয়ারী’১১	জুম‘আর দুই খুৎবার মাঝে ইমাম মিম্বরে বসে দরূদ পড়েন। এর দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৮/১৬৮)
জুন ’১১	জুম‘আর সুন্নাত কত রাক‘আত?	(৯/৩২৯)
মার্চ ’১১	জুম‘আর খুৎবা মাইকে দেওয়া যাবে কি-না? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৮/২১৮)
জুলাই ’১১	জেলখানার লকআপে জুম‘আর ছালাতের আয়োজন করা যাবে কি?	(৫/৩৬৫)
ফেব্রুয়ারী’১১	জুম‘আর ছালাতের পরে চার রাক‘আত সুন্নাত আদায় করতে হয়। অনুরূপ জুম‘আর পূর্বে চার রাক‘আত পড়া যাবে কি?	(৭/১৬৭)
ফেব্রুয়ারী’১১	প্রবাসে চাকুরীর নির্দিষ্ট সময় থাকার কারণে আমরা অনেকেই জুম‘আর ছালাত জামা‘আতে আদায় করে পারি না। সেই ছালাত কি যোহর হিসাবে জামা‘আত করে পড়া যাবে?	(৫/১৬৫)
ফব্রুয়ারী’১১	ঈদ ও জুম‘আর ছালাতের এক রাক‘আত ছুটে গেলে কিভাবে আদায় করতে হবে? অনুরূপভাবে জানাযার ছালাতে তাকবীর ছুটে গেলে করণীয় কী?	(১/১৬১)
অক্টোবর’১০	মহিলারা জুম‘আর ছালাত মসজিদে গিয়ে জামা‘আতের সাথে আদায় করতে পারে কি?	(১৭/১৭)
জানুয়ারী’১১	ঈদগাহের সামনে কবর থাকলে তাতে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৩৬/১৫৬)
জানুয়ারী’১১	ঈদের তাকবীর ১২ ও ৬ উভয়ের পক্ষে ছহীহ হাদীছ আছে কি?	(৩২/১৫২)
জানুয়ারী’১১	জায়গা সংকুলান না হ’লে একই ঈদগাহে একাধিক জামা‘আত করা যাবে কি?	(২০/১৪০)
ডিসেম্বর’১০	কোন ঈদগাহ বা মসজিদে মহিলাদের জন্য বিশেষ জায়গা সংরক্ষণ করা আছে; কিন্তু পুরুষ মুছল্লীদের দুই বা তিনটা কাতার খালি থাকে। এমতাবস্থায় মহিলারা ইমামের ইক্তেদা করতে পারবে কি?	(৪/৮৪)

নভেম্বর '১০	ঈদগাহে ছালাত শেষে মুছল্লীদের নিকট হ'তে ইমামের জন্য টাকা উঠানো যাবে কি?	(৩১/৭১)
অক্টোবর'১০	ঈদের ছালাতের অতিরিক্ত তাকবীর সমূহে হাত তোলা যাবে কি?	(১৮/১৮)
আগষ্ট'১১	ঈদগাহ মাঠ ক্বিবলার দিকে কোনাকুনি হওয়ায় প্রথম সারি ছোট হয়। প্রথম সারি বড় করতে গিয়ে ক্বিবলা একটু পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাতে ছালাত হবে কি?	(৩৭/৪৩৭)

মসজিদ

অক্টোবর'১০	দোতলা মসজিদের নীচের তলা মার্কেট করা যায় কি?	(১৯/১৯)
নভেম্বর '১০	জামে মসজিদ স্থানান্তর করা যাবে কি?	(১১/৫১)
ডিসেম্বর'১০	মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বললে আল্লাহ তা'আলা ৪০ বছরের আমল নষ্ট করে দিবেন। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?	(৩৭/১১৭)
জানুয়ারী'১১	মসজিদের ইমামগণ ছালাত শেষে মুছল্লীদেরকে নিয়ে গোল হয়ে বসে বিভিন্ন রকমের দরূদ পড়ে থাকেন। যেমন- বালাগাল উলা, ছাল্লাল্লাহু, ইয়া মুহাম্মাদ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ ইত্যাদি। এসব দরূদ পড়া কি জায়েয?	(১২/১৩২)
জানুয়ারী'১১	একই মসজিদে কোন ওয়াক্তে একজন আযান দেওয়ার পর না জেনে আরেকজন এসে পুনরায় আযান দিলে করণীয় কি?	(২১/১৪১)
মে '১১	মসজিদে প্রবেশ করার সময় ডান পা আগে ও বের হওয়ার সময় বাম পা আগে দিতে হবে মর্মে কোন ছহীহ দলীল আছে কি?	(৮/২৮৮)
মে '১১	'লাল বাতি জ্বললে কেউ সুন্নাতের নিয়ত করবেন না' মসজিদে এরূপ লেখা কি শরী'আত সম্মত?	(২১/৩০১)
মে '১১	বর্তমানে প্রায় মসজিদে দেখা যাচ্ছে যে, মক্কা ও মদীনার ছবিসহ বিভিন্ন ছবি দ্বারা নকশা করা কার্পেট দেওয়া হচ্ছে। এটা কি শরী'আত সম্মত?	(২৯/৩০৯)
মে '১১	অনেক মসজিদের মেহরাবের উপরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা দেখা যায়। এর কারণ কী?	(৩১/৩১১)
জুন '১১	বহু পুরাতন মসজিদের পশ্চিম দেয়াল থেকে শুরু করে উত্তর দিক ঘিরে প্রায় ৫০টি কবর রয়েছে। উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি?	(৮/৩২৮)
জুন '১১	আমাদের চল্লিশ বছরের পুরানো মসজিদে এখন মুছল্লী ধরে না। কিন্তু মসজিদ বড় করার মত জায়গাও সেখানে নেই। এমতাবস্থায় উক্ত মসজিদের জায়গা বিক্রি করে অথবা বদল করে অন্যত্র মসজিদ তৈরী করা যাবে কি?	(৩৪/৩৫৪)
জুন '১১	মসজিদের মিম্বর তিন স্তর বিশিষ্ট হওয়ার কোন তাৎপর্য আছে কি? মিম্বর পাঁচ স্তর বিশিষ্ট করা যাবে কি?	(৩৮/৩৫৮)
জুলাই '১১	যে ব্যক্তি মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলবে তার ৪০ বছরের ইবাদত নষ্ট হয়ে যাবে। এটা কি সঠিক?	(৯/৩৬৯)
জুলাই '১১	ক্বিয়ামতের দিন মসজিদ ধ্বংস হবে না। মসজিদ প্রত্যেক মুছল্লীকে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(৩৮/৩৯৮)
আগষ্ট'১১	এক ব্যক্তি মসজিদে নলকূপ দেয়ার ওয়াদা করে মসজিদ কমিটি ঐ টাকা মসজিদের বারান্দায় এবং মক্তবে লাগাতে চায়। এমনটি করা যাবে কি?	(৩১/৪৩১)
ডিসেম্বর'১০	পুরাতন কবরস্থানে মসজিদ বানানো যাবে কি? এমন স্থানে মসজিদ হ'লে সেখানে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৩৩/১১৩)

জানাযা/কাফন-দাফন

নভেম্বর '১০	কবরস্থানে লাশ দাফনের জন্য স্থান সংকুলান না হলে তার উপর মাটি ফেলে সংস্কার করে পুনরায় লাশ দাফন করা যাবে কি?	(১/৪১)
জানুয়ারী'১১	মসজিদের মাইকে আযান ব্যতীত অন্য কোন ঘোষণা দেয়া যাবে কি? যেমন মৃত সংবাদ, হারানো বিজ্ঞপ্তি, সরকারী ঘোষণা, চিকিৎসার ঘোষণা ইত্যাদি।	(১০/১৩০)
ফেব্রুয়ারী'১১	জনৈক ব্যক্তি কবরে মাটি দেওয়ার সময় নিম্নের দো'আ পড়েন, اللَّهُمَّ أَجِرْهَا مِنْ الشَّيْطَانِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا وَصَعِّدْ رُوْحَهَا وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا । উক্ত দো'আ কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?	(১০/১৭০)
মার্চ '১১	একজন মৃত ব্যক্তির একাধিক জানাযা পড়া যায় কি? অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি একজনের জানাযা একাধিকবার পড়তে পারবে কি?	(৮/২০৮)
মার্চ '১১	মহিলা ও পুরুষের কাফনের কাপড়ের সংখ্যায় কোন পার্থক্য আছে কি?	(৯/২০৯)
মার্চ '১১	মুর্দাকে গোসলের অধিক হকদার কে? গোসলের পদ্ধতি কি? লাশ কবরে রাখার নিয়ম কি?	(২১/২২১)
মার্চ '১১	কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর আমরা বিভিন্নভাবে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করি, তার পাশে বসে কুরআন পাঠ করি, গরম পানি দিয়ে তাকে গোসল দেই। এই সমস্ত কাজ কি মৃত ব্যক্তি বুঝতে পারে?	(২৩/২২৩)
মে '১১	অজ্ঞাত কোন মহিলার লাশ নদীতে বা সীমান্ত এলাকায় পাওয়া গেলে তার জানাযা পড়া যাবে কি?	(১২/২৯২)
মে '১১	অনেকে বলেন, পুরাতন কবরে লাশ দাফন করলে কবরের আযাব হবে না এবং তার কোন হিসাব-নিকাশও হবে না। কারণ পূর্বে যে ঐ কবরে ছিল সে তো হিসাব দিয়েই দিয়েছে। উক্ত কথাটি কি ঠিক?	(১৬/২৯৬)
মে '১১	জানাযার ছালাতে দাঁড়ানোর সময় পরস্পরের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে কি? এ সময়ে জুতা পায়ে দিয়ে দাঁড়ানো কি শরী'আত সম্মত?	(২৭/৩০৭)
জুন '১১	মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কুরআন খতম করে দো'আর অনুষ্ঠান করা যাবে কি?	(৫/৩২৫)
জুন '১১	গলায় ফাঁস দিয়ে বা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলে তার জানাযা করা যাবে কি?	(৬/৩২৬)
জুন '১১	কোন্ কোন্ ব্যক্তির জানাযা পড়া যাবে না?	(২৪/৩৪৪)
আগষ্ট'১১	আমাদের এলাকায় কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি মারা গেলে দাফনের আগে গরু-খাসী যবহ করে জনসাধারণকে খাওয়ানো হয়। অতঃপর দাফন করা হয়। শরী'আতে এ ধরনের কোন বিধান আছে কি? উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করা ও সেই খানা খাওয়া যাবে কি?	(১২/৪১২)
সেপ্টেম্বর'১১	কোন ব্যক্তির হঠাৎ মৃত্যু হলে কী দো'আ পড়তে হবে? মৃত ব্যক্তির নাম লিখে কবরে ঝুলিয়ে রাখা যাবে কি?	(১৯/৪৫৯)
সেপ্টেম্বর'১১	কারো প্রতিকৃতিতে বিভিন্ন দিবসে ফুল দেওয়া এবং ফাতিহা পাঠসহ দো'আ-দরূদ পড়া কি শরী'আত সম্মত? এতে মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হয় কি?	(২৭/৪৬৭)
অক্টোবর'১০	ছহীহ বুখারীতে 'জানাযা' অধ্যায়ের ৫৬ অনুচ্ছেদে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর 'আছার' রয়েছে যে, তিনি জানাযার তাকবীর সমূহে হাত উঠাতেন। উক্ত আছারটি কি গ্রহণযোগ্য?	(৩১/৩১)
অক্টোবর'১০	আমার মা আমার নানার জমিতে দীর্ঘ দিন থেকে বসবাস করেন। সেখানে তাকে কবর দেয়া যাবে কি? মৃতকে বাবা-মার পাশে কবর দেয়াতে কোন ফযীলত আছে কি?	(৮/৮)
সেপ্টেম্বর'১১	মৃত লাশ বহন করার জন্য অধিকাংশ মসজিদে খাটিয়া রাখা থাকে। লাশ ঢাকার জন্য যে কাপড় ব্যবহার করা হয়, সে কাপড়ে আল্লাহ, মুহাম্মাদ, সূরা হাশরের শেষ ৩ আয়াত, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি লেখা থাকে। এগুলো লেখা কি শরী'আত সম্মত? খাটিয়া মসজিদে রাখার কোন রহস্য আছে কি?	(৪/৪৪৪)

অক্টোবর'১০	জানাযা পড়িয়ে লাশ দাফন করা হ'লে সেই লাশের গায়েবানা জানাযা পড়া যাবে কি?	(৪/৪)
মার্চ '১১	জানাযার ছালাতে সূরা ফাতেহা পড়তে বলা হয়; কিন্তু সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা পড়া হয় না কেন?	(২/২০২)
ফেব্রুয়ারী'১১	জানাযার ছালাত পড়াতে গিয়ে ইমাম ভুল করলে করণীয় কী? এই ভুলের জন্য মুক্তাদী দায়ী হবে কি?	(২১/১৮১)
মে '১১	ছহীহ বুখারীর হাদীছে রয়েছে যে, মৃতকে দাফন করে যখন লোকেরা চলে আসে তখন ঐ ব্যক্তি মানুষের পায়ের জুতার শব্দ শুনতে পায়। কিন্তু আল্লাহ বলেন, তুমি কবরবাসীকে কিছু শুনাতে পার না (ফাতির ২২)। এর সমাধান কী?	(১৪/২৯৪)
ফেব্রুয়ারী'১১	জানাযার ছালাতে তাকবীর দেয়ার সময় হাত তোলার মারফূ হাদীছ আছে কি? এ সময় হাত তোলা যাবে কি?	(৩/১৬৩)
নভেম্বর '১০	ভ্রূণ নির্গত হ'লে তার জানাযার ছালাত পড়তে হবে কি?	(৩/৪৩)
মার্চ '১১	শুক্রবারে মৃত্যুবরণ করলে কবর আযাব মাফ হয় কি? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩১/২৩১)
নভেম্বর '১০	যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করে না, তার জানাযা পড়তে হবে কি? কারো ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে কিংবা অজ্ঞাত থাকলে করণীয় কি?	(৪০/৮০)

মীরাছ

নভেম্বর '১০	পিতা স্বীয় জীবদ্দশায় একমাত্র মেয়েকে নিজের সমুদয় সম্পত্তি লিখে দিতে পারবেন কি?	(২/৪২)
ফেব্রুয়ারী'১১	জনৈকা মহিলার ২ জন মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। সে সমানভাবে দুই মেয়েকে সমস্ত সম্পদ লিখে দিয়েছে। তার উক্ত কাজ কি শরী'আত সম্মত হয়েছে?	(২৪/১৮৪)
এপ্রিল'১১	আমার একমাত্র মেয়েকে মৃত্যুর আগে বাড়ি ও সম্পত্তি লিখে দিতে পারি কি?	(২০/২৬০)
জুন '১১	আমার আব্বা মৃত্যুর পূর্বে আমাকে কিছু জমি দিতে চেয়েছিলেন। তাই সেখানে দোতলা বাড়ী তৈরী করি। কিন্তু দলীল করার পূর্বেই তিনি মারা যান। এক্ষণে আমার সৎ মা ও আত্মীয়-স্বজন তা অস্বীকার করছে। এ বিষয়ে করণীয় কি?	(৪০/৩৬০)

যাকাত-ছাদাক্বা

অক্টোবর'১০	যাকাতের অর্থ মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যয় করা যাবে কি?	(১১/১১)
নভেম্বর '১০	প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত টাকার যাকাত দিতে হবে কি? সেখানে সূদ সহ টাকা জমা হয়। এর যাকাত দিবে কিভাবে?	(২৬/৬৬)
নভেম্বর '১০	নিছাব পরিমাণ সম্পদ আছে তবে কর্য তার চেয়ে বেশী আছে। এ অবস্থায় করণীয় কী?	(২৭/৬৭)
ডিসেম্বর'১০	স্বামীর অগোচরে স্ত্রী তার সম্পদ দান করতে পারবে কি?	(৬/৮৬)
ডিসেম্বর'১০	রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় যব, খেজুর, পণির দ্বারা ফিৎরা দেয়া হ'ত। তাঁরা যব দিয়েছেন। আমরা ধান দিচ্ছি। কারণ যবেরও খোসা আছে ধানেরও খোসা আছে। এক্ষণে চাউল দেওয়ার দলীল কি?	(৭/৮৭)
মার্চ '১১	যাকাতের অর্থ দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা যাবে কি?	(২৪/২২৪)
এপ্রিল'১১	আলু উৎপাদন করে বা ক্রয় করে হিমাগারে সাত আট মাস রাখা যাবে কি?	(১৪/২৫৪)
জুন '১১	ঈদের ছালাতের দু'একদিন আগে ফিৎরা বণ্টন করা যাবে কি?	(২/৩২২)
জুন '১১	বর্তমান আলু ও পিয়াজের আবাদ প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে এবং ব্যবসায়ী পণ্য হিসাবেও চলছে। এর ওশর দিতে হবে কি?	(২৭/৩৪৭)
জুন '১১	মসজিদ কমিটি মসজিদের ফাণ্ড থেকে মুসাফির দুস্থদেরকে টাকা দিতে পারে কি?	(৩২/৩৫২)
জুলাই '১১	মাদরাসা ও ইসলামী সম্মেলনের জন্য অমুসলিমদের নিকট থেকে সহযোগিতা নেওয়া যাবে কি?	(৩৯/৩৯৯)
সেপ্টেম্বর'১১	ফিৎরার মাল সমাজের সরদারের কাছে জমা দেওয়া উত্তম নাকি একাকী বণ্টন করা উত্তম। যাকাতের মাল জমা করা হয় না কেন? যাকাতের টাকা দিয়ে ফকীর মিসকীনকে শাড়ী কাপড়, লুঙ্গী ইত্যাদি কিনে দেওয়া ছওয়াব হবে কি?	(২৯/৪৬৯)

হজ্জ ও ওমরা

অক্টোবর'১০	মৃত বা জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী ওমরাহ করার কোন বিধান আছে কি?	(২৪/২৪)
ডিসেম্বর'১০	জনৈক ব্যক্তি এবার সস্ত্রীক হজ্জে যাচ্ছেন। তাঁর সংগৃহীত টাকার প্রায় অর্ধেক নিম্ন বর্ণিত টাকা। যেমন বাইশ বছর আগে এক ব্যক্তি তাঁর নিকটে ১৬ শতাংশ আবাদী জমি বিক্রি করে। দাতা-গ্রহীতা উভয়েই শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ভুলক্রমে আবাদী জমির দাগ নং দলীলে লিখিত না হয়ে বাস্তু ভিটা লিখিত হয়। এক্ষণে জমি খারিজ করতে গেলে ভুল ধরা পড়ে। আবাদী জমির মূল্য এক লাখ টাকাও হবে না। বিক্রেতা মারা গেছে। তার ছেলে মেয়েরা দলীল সংশোধন করে দিতে রাযী। কিন্তু ক্রেতা বাড়ীর জমি দখলে নিতে চায়। ফলে দাতার ওয়ারিছরা এক লাখ টাকার বিনিময়ে হাজীর নিকট থেকে বাস্তু ভিটা ফিরিয়ে নিতে চায়। তাতে রাজী না হ'লে এক লাখ আশি হাযার টাকা দিয়ে হাজীর কাছ থেকে বাড়ী ভিটা দলীল করে নেয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে সংগৃহীত টাকা দ্বারা কৃত হজ কবুল হবে কি?	(৯/৮৯)
ফেব্রুয়ারী'১১	হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, মানুষ মারা গেলে সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অন্য হাদীছে রয়েছে, মৃত্যুর পর তার পক্ষ থেকে হজ্জ ও ছাদাক্বা করলে তাও পৌঁছে। এই দুই হাদীছের সমাধান কি?	(২৩/১৮৩)
ফেব্রুয়ারী'১১	যে ইমাম বা খত্বীবের হজ্জ করা ও যাকাত দেওয়ার সাধ্য নেই, তিনি হজ্জ ও যাকাতের আলোচনা করতে পারবেন কি?	(২৫/১৮৫)
ফেব্রুয়ারী'১১	কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে হজ্জ করা ফরয?	(৩৪/১৯৪)
এপ্রিল'১১	যমযম কূপের পানি পানের প্রচলিত দো'আ কি ছহীহ? اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء	(১৯/২৫৯)
জুন '১১	পিতা ছেলেকে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করার জন্য অছিয়ত করে গেলে আগে অছিয়ত পালন করতে হবে না সম্পদ বণ্টন করবে?	(১২/৩৩২)
জুন '১১	অনেকে বলছেন, হজ্জ-এর ব্যাপারে আহলেহাদীছ ও হানাফীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কথাটা কতটুকু সত্য?	(৩৫/৩৫৫)
জুলাই '১১	চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর ৫ লাখ টাকা পেনশন পেয়ে ব্যাংকে রাখলাম। অতঃপর তা বৃদ্ধির পর সেই টাকা দিয়ে হজ্জ করা যাবে কি? এছাড়া শুধু পেনশনের টাকা দিয়ে হজ্জ করা যাবে কি?	(৩২/৩৯২)
সেপ্টেম্বর'১১	আমি বিধবা মহিলা। আগামী বছর হজ্জে যাওয়ার নিয়ত করছি। কিন্তু কোন মাহরাম ব্যক্তি সাথে যাচ্ছে না এবং তার সংগতিও আমার নেই। আমার ননদ ও ননদের স্বামী হজ্জে যাচ্ছে। তাদের সাথে আমি যেতে পারব কি?	(১০/৪৫০)
সেপ্টেম্বর'১১	হজ্জকারী ব্যক্তির নামের শুরুতে 'আলহাজ্জ' বা 'হাজী' লেখা হয় কেন? এগুলো লেখা যাবে কি?	(২১/৪৬১)

কুরবানী

অক্টোবর'১০	সাত ভাগে কুরবানী দেয়া যাবে কি?	(২০/২০)
অক্টোবর'১০	ছয় মাসের ভেড়া কুরবানী করা যাবে কি?	(২১/২১)

অক্টোবর'১০	কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করা যাবে কি?	(২২/২২)
অক্টোবর'১০	কুরবানী কিংবা আক্বীক্বার জন্য কোন মাদি ছাগলকে নির্দিষ্ট করে রাখলে তার পেট থেকে জন্ম নেওয়া বাচ্চা বিক্রি করা যাবে কি? না উক্ত বাচ্চাকেও আক্বীক্বা বা কুরবানী করতে হবে?	(৩৪/৩৪)
ডিসেম্বর'১০	ছাগল ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা আক্বীকা করা যায় কি? যেমন গরু, মহিষ প্রভৃতি।	(৮/৮৮)
ফেব্রুয়ারী'১১	হিজড়া পশু কুরবানী করা যাবে কি না?	(১৮/১৭৮)
ডিসেম্বর'১০	সন্তান জন্মের ৭ম দিনের আগে বা পরে আক্বীক্বা করা যায় কি? পুত্র সন্তানের জন্য ১ টা গরু অথবা ১টা গরু ও ১টা ছাগল কিংবা ২টা গরু দ্বারা আক্বীক্বা বৈধ হবে কি?	(১৪/৯৪)
মার্চ '১১	পবিত্র কুরআনে নাকি নারী-পুরুষ আল্লাহ্র নিকট সমান বলা হয়েছে। অপরদিকে হাদীছে পিতার চেয়ে মাতার অধিকার বেশী বলা হয়েছে। কিন্তু আক্বীক্বার ক্ষেত্রে দেখা যায় তার উল্টো। অর্থাৎ ছেলের জন্য ২টি আক্বীক্বা, আর মেয়ের জন্য ১টি। এখানে কাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হ'ল?	(১/২০১)

ছিয়াম

সেপ্টেম্বর'১১	রামাযান মাসে একটি সুন্নাত আমল করলে অন্য মাসের ফরয আমলের ছওয়াব পাওয়া যায়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(২০/৪৬০)
সেপ্টেম্বর'১১	ছহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমদের হাদীছে বুঝা যায় কদরের রাত্রি হবে ২৭ রামাযান (মুসলিম হা/২৮০৪; মিশকাত হা/২০৮৮)। সে অনুযায়ী আমাদের দেশে উক্ত রাত্রিতে কদর তালাশ করা হয়, এটা কি ঠিক?	(৩৩/৪৭৩
সেপ্টেম্বর'১১	তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ ছালাত ৮+৩=১১ রাক'আতের বেশী নয়। কিন্তু কোন কোন হাদীছে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো কখনো ৯ রাক'আত বিতর পড়তেন। তাহ'লে এর সংখ্যা ১৭ হচ্ছে। এর সমাধান কি?	(৩৬/৪৭৬
সেপ্টেম্বর'১১	তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কি পৃথক ছালাত? তাহাজ্জুদ ১১ রাক'আত এবং তারাবীহ ২০ রাক'আত কি?	(৮/৪৪৮)
সেপ্টেম্বর'১১	জুম'আতুল বিদা' কাকে বলে? এর ফযীলত কি? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৬/৪৬৬)

শিষ্টাচার

নভেম্বর '১০	চাকরীর প্রথম বেতন পেয়ে পাড়া-প্রতিবেশীকে নিয়ে মিষ্টি খাওয়ানোর প্রচলিত প্রথা কি শরী'আত সম্মত?	(৭/৪৭)
আগষ্ট'১১	প্রতিবেশী ও প্রতিবেশীর অধিকার বলতে কী বুঝায়? প্রতিবেশীকে নানাভাবে কষ্ট দেওয়ার পরিণাম কি?	(৩৬/৪৩৬)
ডিসেম্বর'১০	মৃত পিতা-মাতার মাগফেরাতের জন্য কী কী আমল করা যেতে পারে?	(৩০/১১০)
এপ্রিল'১১	গীবতের কাফফারা কি এবং এর পাপ থেকে মুক্তির উপায় কি?	(২১/২৬১)
এপ্রিল'১১	আমানতের খেয়ানত বলতে কী বুঝায়? কারো নিকট কোন কথা বললে ও তা অন্যের নিকট প্রকাশ করে দিলে তা কি আমানতের খেয়ানত হবে?	(৩৯/২৭৯)
জুন '১১	যদি কোন মেয়েকে তার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা নির্যাতন করে, আর সে যদি তা পিতাকে জানায় তাহলে গীবত হবে কি?	(২৮/৩৪৮)
জুন '১১	অনেক সন্তান ভালো কাজ করতে চায়। কিন্তু পিতা-মাতা তাতে সন্তুষ্ট হয় না। তখন সন্তানের জন্য করণীয় কী?	(২৯/৩৪৯)
মার্চ '১১	দাড়ি কেটে-ছোট রাখা যাবে কি এবং নিচের ঠোটের নিচে যে দাড়ির মত লোম গজায়, সেগুলো কাচি দ্বারা ছোট করা অথবা চেছে ফেলা যাবে কি?	(২৮/২২৮)

পোশাক-পরিচ্ছদ

নভেম্বর '১০	পাগড়ী পরা কি সবার জন্যই সুন্নাত? অনেকে চিল্লা দিয়ে পাগড়ী পরা শুরু করে। এ সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?	(১৮/৫৮)
নভেম্বর '১০	জুম'আর দিন মাথায় পাগড়ী বাঁধা কি সুন্নাত?	(৩২/৭২)
ডিসেম্বর'১০	পোষাক থাকা সত্ত্বেও ছেলেরা খালি গায়ে থাকতে পারে কি এবং খালি গায়ে ওযূ করতে পারে কি?	(৩৬/১১৬)
মে '১১	মুসলমানের পোষাক কেমন হবে? পুরুষ ব্যক্তি লাল পোষাক পরতে পারে কি?	(৯/২৮৯)
মে '১১	মোযা পরা অবস্থায় প্যান্ট, পায়জামা, লুঙ্গী টাখনুর নীচে গেলে কোন সমস্যা নেই কি?	(২৬/৩০৬)
আগষ্ট'১১	দেশে প্রচলিত লম্বা জামা ও টুপি কি সুন্নাতী পোষাক? দলীলভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন?	(৩/৪০৩)

সালাম

নভেম্বর '১০	আমরা মুছাফাহা করার পর বুকে হাত দেই। এই আমলের পক্ষে নাকি কোন দলীল নেই। উক্ত কথা কি সঠিক?	(১৬/৫৬)
নভেম্বর '১০	কোন স্থানে মুসলিম-অমুসলিম উভয় শ্রেণীর লোক থাকলে সেখানে সালাম দেওয়া যাবে কি?	(১৯/৫৯)
নভেম্বর '১০	'কথার পূর্বেই সালাম' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?	(৩৬/৭৬)
ফেব্রুয়ারী'১১	অনেক আলেম খাওয়ার সময় সালাম দিতে নিষেধ করেন। এর পক্ষে ছহীহ দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৫/১৭৫)
মার্চ '১১	কারো পায়ে ধরে সালাম করা যাবে কি?	(৬/২০৬)
জুন '১১	কোন বিধর্মী লোক সালাম দিলে তার জবাবে কি বলতে হবে?	(৩/৩২৩)
জুলাই '১১	মুছাফাহা কি দুই হাতেই করতে হবে?	(১২/৩৭২)

ব্যবসা-বাণিজ্য

অক্টোবর'১০	যেসব ব্যাংকে সূদের লেনদেন হয় এবং যেসব প্রতিষ্ঠান সূদের ভিত্তিতে পরিচালিত সেসব প্রতিষ্ঠানে চাকরী করা যাবে কি?	(৫/৫)
অক্টোবর'১০	বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলোতে বিনিয়োগ করা কি জায়েয?	(৩৯/৩৯)
ডিসেম্বর'১০	বাজারে শেয়ার বেচাকেনা হয়। এর লাভ লটারীর মাধ্যমে শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে বণ্টন করা হয় অথবা একাউন্টে জমা হয়। এভাবে লটারীর মাধ্যমে বেচাকেনা করা যাবে কি?	(২৫/১০৫)
জানুয়ারী'১১	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একই পণ্যে দুই ধরনের ব্যবসা নিষেধ করেছেন। এক্ষণে নগদ ও বাকী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্যের কমবেশী করা যাবে কি?	(২৩/১৪৩)
জানুয়ারী'১১	অধিকাংশ স্বর্ণ ব্যবসায়ী গহনা তৈরির সময় মূল স্বর্ণের সাথে অন্য ধাতু মিশ্রণ করে স্বর্ণের দামে বিক্রি করে। উক্ত ব্যবসা কি বৈধ?	(১৯/১৩৯)
জানুয়ারী'১১	সোনার ব্যবসার নাম করে বিভিন্ন জনের নিকট ২২০০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এই শর্তে যে, মাসিক ৪৬,০০০ টাকা করে ১০ মাস প্রদান করে ৪,৬০,০০০/= টাকা লভ্যাংশ সহ মূল টাকা পরিশোধ করা হবে। এই ব্যবসা কি জায়েয?	(২২/১৪২)
মার্চ '১১	২৫ বছর আগে আমি একটি কোম্পানীর শেয়ার কিনি। বর্তমানে তা মূল টাকার চাইতে অনেক গুণ বেশী দামে বিক্রি হচ্ছে। এখন বর্তমানের বর্ধিত মূল্য গ্রহণ করা আমার জন্য জায়েয হবে কি?	(৩৫/২৩৫)

মার্চ '১১	আমি একটি সিগারেট কোম্পানীতে চাকুরী করি। ভালো বেতন-বোনাস ছাড়াও কোম্পানী আমাদেরকে লভ্যাংশের ভাগ দিয়ে থাকে। তবে আমি নিজে ধূমপান করি না। এক্ষণে আমার উক্ত আয় হালাল হবে কি?	(৩৬/২৩৬)
মার্চ '১১	মহিলাদের জন্য ব্যবসা করা জায়েয হবে কী?	(৩৭/২৩৭)
এপ্রিল'১১	সীমান্ত পথে অবৈধভাবে ব্যবসা করা কি শরী'আত সম্মত? যদিও ন্যায্য মূল্য দিয়েই অন্য দেশ থেকে জিনিসটি ক্রয় করে আনা হয়?	(৩৪/২৭৪)
এপ্রিল'১১	বিড়ি, সিগারেট, গুল, তামাক ও জর্দ্দা এগুলির ব্যবসা করা যাবে কি?	(৪০/২৮০)
মে '১১	জেনে-শুনে চুরির মাল ক্রয় করা যাবে কি?	(২৩/৩০৩)
জুন '১১	দশ বছর বা পাঁচ বছরের আগাম চুক্তিতে আম গাছের পাতা বিক্রি করা হচ্ছে। কোথাও মুকুল বিক্রি করা হচ্ছে। উক্ত পদ্ধতিতে আম বাগান বিক্রি করা কি বৈধ? অনেকে এভাবে আম বিক্রি করে হজ্জে যাচ্ছেন। তার হুকুম কি হবে?	(১৭/৩৩৭)

বিবাহ-তালাক

অক্টোবর'১০	জনৈকা মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার ৪/৫ মাস পর অন্যত্র বিবাহ হয়। বিবাহের এক মাস পর সন্তান হয়। এ সন্তান কোন পক্ষের হবে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১/১)
নভেম্বর '১০	কোন ছেলে বা মেয়ে সংসার জীবনকে অনীহা করে যদি বিবাহ না করে তাহ'লে তার হুকুম কী?	(৫/৪৫)
অক্টোবর'১০	জনৈক ব্যক্তি তার পুত্রবধুর সাথে যেনায় লিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় তার পুত্রের বিবাহ বিচ্ছেদ হবে কি? স্বামী যদি ঐ স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করে তাহ'লে সে গোনাহগার হবে কি?	(১০/১০)
ফেব্রুয়ারী'১১	জন্মদিন উপলক্ষে নবজাতক ছেলেকে স্বর্ণের আংটি বা চেইন এবং বিবাহ উপলক্ষে বরকে স্বর্ণালংকার উপহার দেয়া কি শরী'আত সম্মত?	(১৩/১৭৩)
ফেব্রুয়ারী'১১	আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ওয়া খালাক্বনা-কুম আযওয়া-জা'। এর দ্বারা কি শুধু মানুষের কথা বলা হয়েছে? যদি তাই হয় তাহ'লে এক ব্যক্তি দু'টি বা তিনটি বিয়ে করে কেন?	(২৮/১৮৮)
ফেব্রুয়ারী'১১	যে বিবাহ অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, গান-বাজনা ও শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপ হয়, সেই দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা যাবে কি?	(৩৯/১৯৯)
এপ্রিল'১১	যে বিবাহ অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় এবং টাকা ও উপহার সামগ্রী গ্রহণ করা হয়, সে বিবাহ অনুষ্ঠানে দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে কি?	(১৫/২৫৫)
এপ্রিল'১১	প্রচলিত চিল্লা প্রথা কি হাদীছ সম্মত?	(২২/২৬২)
এপ্রিল'১১	যথাযথ পর্দা বলতে কি বুঝায়? স্ত্রীকে কিভাবে পর্দায় রাখলে স্বামী জান্নাতের আশা করতে পারে?	(২৫/২৬৫)
মে '১১	পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে বিবাহ করলে বৈধ হবে কি?	(২২/৩০২)
মে '১১	প্রচলিত আছে কোন মহিলার ২০টি সন্তান হ'লে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পুনরায় বিবাহ দিতে হবে। উক্ত ধারণা কি সঠিক?	(২৪/৩০৪)
মে '১১	কোন পিতা বা অভিভাবক সাবালিকা মেয়ের মতামতের বাইরে বিবাহ দিতে পারেন কি?	(৩৩/৩১৩)
মে '১১	কোন মেয়ের পাঁচ কিংবা ছয়বার মাসিক হ'লে তাকে বিবাহ দেওয়া ফরয হয়ে যায়। এই বক্তব্য কি সঠিক?	(৩৮/৩১৮)
জুন '১১	যদি ছেলে বিদেশে থাকে আর মেয়ে দেশে থাকে, তাহ'লে মোবাইলের মাধ্যমে তাদের বিবাহ বৈধ হবে কি?	(১৮/৩৩৮)
জুলাই '১১	স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে কি? এ সময় মোহরানার হুকুম কী? স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক থাকায় স্বামী তালাক দিলে মোহর দিতে হবে কি?	(১৬/৩৭৬)
জুলাই '১১	বর্তমানে বিবাহের মোহরানা বাকী রেখে বিবাহে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে এবং অমুসলিমদের মত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে গান-বাজনা করে প্রচুর অর্থ অপচয় করা হচ্ছে। এর হুকুম কী?	(১৭/৩৭৭)
জুলাই '১১	যৌতুক নেওয়া ও দেওয়ার পরিণাম সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৪/৩৮৪)
আগষ্ট'১১	মোহরানা ছাড়া বিবাহ বৈধ কি? যে মোহরানা পরিশোধ করে না তার পরিণাম কী? তারা কি হাশরের ময়দানে ব্যভিচারীদের লাইনে দাঁড়াবে?	(১৭/৪১৭)
আগষ্ট'১১	ওলী ছাড়াই এক মেয়ের বিবাহ হয়েছে। বিবাহের এক মাস পর মেয়ের অভিভাবক মৌখিক সম্মতি প্রদান করেন। পরবর্তীতে ছেলে তিনবারে মেয়েকে তিন তালাক প্রদান করেছে। এক্ষণে প্রশ্ন হল, ওলী ব্যতীত বিবাহ বৈধ হয়েছে কি? বিবাহ শুদ্ধ করার জন্য অভিভাবকের মৌন বা মৌখিক সম্মতিই কি যথেষ্ট? নাকি পুনরায় ঈজাব-কবুল আবশ্যক? উক্ত তালাক কি কার্যকর হয়েছে? মেয়েকে পুনরায় বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করা যাবে কি?	(৩৫/৪৩৫)
সেপ্টেম্বর'১১	সুস্থ অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তালাক বায়েন হবে কি? অন্যত্র বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্বামী আর স্ত্রীকে ফিরে পাবে কি?	(৩০/৪৭০)
সেপ্টেম্বর'১১	বিবাহ অনুষ্ঠানে বর-কনের মালা বদল, শ্বাশুড়ীর জন্য কনের আঁচলে পান বাটা, হলুদ শাড়ীতে চাউল বেঁধে দেয়া ইত্যাদি কি শরী'আত সম্মত?	(১/৪৪১)
ডিসেম্বর'১০	বর্তমানে জন্ম নিয়ন্ত্রণের যে সমস্ত পদ্ধতি রয়েছে, তা কি শরী'আত সম্মত?	(১৫/৯৫)
ডিসেম্বর'১০	আমার স্ত্রী সন্তান সম্ভাবা হয়েছিল। কিন্তু আমার অজান্তে সে সন্তানটিকে নষ্ট করেছে। এতে আমার সম্মতি ছিল না। এখন এ স্ত্রীর প্রতি আমার করণীয় কি?	(২১/১০১)
ডিসেম্বর'১০	একজন কৃষক হিসাবে কাজের সময় স্ত্রী ছেলে-মেয়ে সবাই মিলে রাখাল-কিষাণের সহযোগিতা করা হয়। এটা কি পর্দার খেলাফ হবে? এক্ষেত্রে করণীয় কী?	(২৬/১০৬)
এপ্রিল'১১	স্বামী জীবিত অবস্থায় তার স্ত্রীকে ছালাত সহ অন্যান্য সৎ কাজের তাকীদ দেন। কিন্তু স্ত্রী তা অবহেলা করে। এজন্য স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় স্বামী মারা যান। বর্তমানে স্ত্রী ছালাত ও সৎ কাজের প্রতি খুবই ঝুঁকে পড়েছে। জনৈক আলেম বলেন, আল্লাহর কসম! যার উপর স্বামী অসন্তুষ্ট, ঐ মহিলা জাহান্নামী। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(২/২৪২)

মহিলা বিষয়ক

জানুয়ারী'১১	সম্প্রতি ইরানী মেয়েরা বাংলাদেশে এসে হিজাব পরে ফুটবল খেলে গেল। মেয়েদের জন্য এই খেলা কি বৈধ?	(৪/১২৪)
এপ্রিল'১১	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে বাচ্চা মেয়েরা যে পুতুল নিয়ে খেলত, তা কি দিয়ে তৈরি ছিল? আমাদের দেশের মেয়েরা যে পুতুল নিয়ে খেলা করে তা কি বৈধ?	(১২/২৫২)

এপ্রিল'১১ কোন পুরুষ ইমাম মহিলাদেরকে দ্বীনের তা'লীম দিতে বা মহিলারা ইমামের নিকট থেকে প্রশ্ন করে কোন কিছু জেনে নিতে পারে কি? (২৯/২৬৯)

জুন '১১ ইসলামী সম্মেলন প্রজেক্টরের মাধ্যমে মহিলাদেরকে দেখানো যাবে কি? (৩৬/৩৫৬)

আগষ্ট'১১ মহিলারা পর্দার মধ্যে থেকে চাকুরী করতে পারবে কি? প্রয়োজনে তারা মাঠে যেতে পারবে কি? (১১/৪১১)

আগষ্ট'১১ চাচা-চাচী, ভাই-ভাবী মিলে যৌথ পরিবার। এক্ষণে পর্দার বিধান কিভাবে মেনে চলতে হবে? (২৫/৪২৫)

আগষ্ট'১১ নারী উন্নয়নের জন্য প্রণীত নারী নীতিমালা কি শরী'আত সম্মত? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। (১/৪০১)

সেপ্টেম্বর'১১ বহু মহিলা চোখের ভ্রু উঠিয়ে ফেলে এবং দাঁত চিকন করে থাকে ও মাথার চুল ছোট করে। এগুলো কি জায়েয? (৩৮/৪৭৮

দো'আ

ডিসেম্বর'১০ ঋতুবতী নারীদেরকে ঈদের ছালাতের দো'আয় শরীক হ'তে বলা হয়েছে। এখানে কি হাত তুলে দো'আর কথা বলা হয়েছে? (২০/১০০)

ডিসেম্বর'১০ তাবেঈ ইয়ালা ইবনে শাদ্দাদ তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, একদা আমরা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন, তোমরা হাত উঠিয়ে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' বল। তখন আমরা সবাই হাত উঠালাম। একটু পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাত নামালেন। এ হাদীছটি কি ছহীহ? এর ভিত্তিতে কি বিভিন্ন স্থানে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দো'আ করা যাবে? (৩২/১১২)

জানুয়ারী'১১ কোন্ কোন্ জায়গায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্মিলিত মুনাজাত করেছেন? (১৪/১৩৪)

জানুয়ারী'১১ 'আল্লাহুম্মা হাস্সানতা খালক্বী ফাআহসিন খুলুকী' আয়না দেখার এই দো'আর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছ কি ছহীহ? (৩৮/১৫৮)

মার্চ '১১ 'ইস্তাগফিরু লি আখীকুম (আবুদাঊদ হা/৩২২১)। এই হাদীছের ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরের আশপাশে দাঁড়িয়ে সবাই মিলে দুই হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি? (৩৯/২৩৯)

জুলাই '১১ বর্তমানে জাতীয় নেতাদের কবরে যেয়ে আড়ম্বরের সাথে রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী বা পরিবারের সদস্যদের হাত তুলে ফাতেহা পাঠের যে প্রচলন দেখা যায়, কুরআন ও হাদীছে এর কোন দলীল আছে কি? (৪০/৪০০)

অক্টোবর'১০ কেউ দো'আ চাইলে কী বলতে হবে? (২৯/২৯)

মার্চ '১১ দু'হাতে তাসবীহ গণনা করা যায় কি? (৩/২০৩)

মে '১১ তাসবীহ দানা দ্বারা তাসবীহ গণনা করলে কোন নেকী হবে না বরং গোনাহ হবে। সুন্নাত হ'ল আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করা। এ কথা কি সঠিক? (১১/২৯১)

কসম

নভেম্বর '১০ পিতা-মাতার নামে কসম খাওয়া যাবে কি? রাসূল (ছাঃ) নিজের পিতার নামে কসম খেয়েছেন (আবুদাউদ)। (৩৮/৭৮)

ডিসেম্বর'১০ বাড়ী করার জন্য পিতা-মাতা আমাকে একখণ্ড জমি দান করেন। কিন্তুভাইদের সাথে ঝগড়ার এক পর্যায়ে আমি বলে ফেলি যে, আমি ঐ জমিতে গেলে মুসলিম থেকে খারিজ হয়ে যাব। এখন ঐ জমিতে যেতে আমার করণীয় কি? (১৩/৯৩)

মার্চ '১১ জনৈক ব্যক্তি কোনদিন বিবাহ করবেন না মর্মে একাধিক বার কসম করেন। পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ জানতে পেরে তওবা করে কসম ফিরিয়ে নেন এবং এর কাফফারা দিতে চান। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে একই কসম বার বার করায় এর কাফফারার নিয়ম কিরূপ হবে? (১৯/২১৯)

মে '১১ অনেকে পবিত্র কুরআনের কসম করে থাকে। এটা কি শরী'আত সম্মত? কার নামে কসম করতে হবে? (৩/২৮৩)

ফেব্রুয়ারী'১১ কেউ যদি বলে কুরআনের কসম বা কা'বার কসম তাহ'লে কি শিরক হবে? (২৭/১৮৭)

কর্য

অক্টোবর'১০ জনৈক ব্যবসায়ী কিছু টাকা জমা রাখে বিপদের সময়ে কাজে লাগানোর জন্য। কোন লোকের প্রয়োজনে তা কর্য দেয়া হয়। সে সময় মত টাকা ফেরত দিতে না পারায় কর্যদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণে গ্রহীতা কিছু টাকা বেশী দিতে চায়। এটা নেয়া যাবে কি? (২/২)

অক্টোবর'১০ জনৈক ইমাম টাকা ঋণ দিয়ে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ গ্রহণ করেন। এভাবে লাভ গ্রহণ করা সূদের আওতায় পড়বে কি? এটা সূদ হ'লে ঐ ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা বৈধ হবে কি? (২৭/২৭)

ডিসেম্বর'১০ সন্তান বিক্রয় করে ঋণ পরিশোধ করা যাবে কি? (২৭/১০৭)

মে '১১ জনৈক হিন্দু ব্যক্তির আমার কাছে কিছু টাকা পাওনা ছিল। কিন্তু এখন তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না এবং তার ঠিকানাও জানা নেই। এ মুহূর্তে আমার করণীয় কী। (১৭/২৯৭)

জুন '১১ বর্তমানে জমি বন্ধক নেওয়া হচ্ছে এভাবে- দশ বা ত্রিশ হাযার টাকা কেউ অন্যের নিকট থেকে নিচ্ছে এক বিঘা বা দুই বিঘা জমি তাকে দিচ্ছে। ঐ টাকা যতদিন ফেরত না দিবে ততদিন সে জমি ভোগ করতে থাকবে। উক্ত পদ্ধতি কি শরী'আত সম্মত? (১৬/৩৩৬)

খাদ্য

নভেম্বর '১০ সঊদী আরবের 'ওয়াদিয়ে হানীফ' নামক নালা দিয়ে পেশাব-পায়খানা ও বর্জ্য পানি বের হয়ে যায়। এসব পানি দেখতে স্বচ্ছ হ'লেও দুর্গন্ধযুক্ত। মরুভূমির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত এ নালা কোথাও লেকের আকার ধারণ করেছে। এতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের জন্ম হয়। এসব মাছ খাওয়া বৈধ হবে কি? (১৭/৫৭)

ডিসেম্বর'১০ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরকে 'বিসমিল্লাহ' বলে ছেড়ে দিলে, হালাল পশু শিকার করে মৃত অবস্থায় আনলেও খাওয়া যাবে এবং কুকুরকে বাড়িতে রাখলে এক ওহোদ পাহাড় পরিমাণ নেকী নষ্ট হয়ে যাবে। এসব কথা কি সত্য? (৫/৮৫)

ডিসেম্বর'১০ হিন্দুর বাড়ীতে কাজ করতে গিয়ে তাদের বাড়ীতে খাওয়া যাবে কি? (১৯/৯৯)

জানুয়ারী'১১ বিড়ি, সিগারেট, জর্দা, গুল, হিরোইন হারাম বস্তু। এগুলো খেলে ছালাত কবুল হবে কি? (১৬/১৩৬)

জানুয়ারী'১১ মদ খেয়ে ইবাদত করলে ইবাদত কবুল হবে কি? (২৪/১৪৪)

ফেব্রুয়ারী'১১ কালোজিরার গুণ ও উপকারিতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন। (২২/১৮২)

এপ্রিল'১১ আমি একটি মসজিদের বেতনভুক ইমাম। আমাকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সমাজের এমন অনেক মানুষের বাড়িতে খেতে হয়, যাদের উপার্জন হালাল নয়। এমনকি অনেকে ছালাতও আদায় করে না। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী? (৩২/২৭২)

জুলাই '১১ মদ পানকারীর ৪০ দিনের ছালাত কবুল হয় না। তাহ'লে যারা গুল, জর্দা আলাপাতা, তামাক, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি খায় তাদেরও কি একই হুকুম? আমাদের দেশের প্রায় আলেমই জর্দা, গুল খেয়ে থাকে এবং অধিকাংশ জনগণ ধূমপান করে থাকে। তাদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত হবে? (৩৪/৩৯৪)

তাফসীর

ডিসেম্বর'১০ সূরা আহযাব-এর ৪০নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন। (১৮/৯৮)
জানুয়ারী'১১ সূরা তওবার ৭৫ ও ৭৬নং আয়াতদ্বয় কোন্ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে? (১৭/১৩৭)
জানুয়ারী'১১ সূরা বাক্বারাহ ১১৯ নং আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন। (৩৫/১৫৫)
মে '১১ তিনি সর্বদা কোন না কোন কাজে রত আছেন (রহমান ২৯)। হে মানুষ ও জিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্য কর্ম মুক্ত হব (রহমান ৩১)। উক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা কি? (৩০/৩১০)
জুন '১১ সূরা ইবরাহীমের ২৪নং আয়াতের তাফসীর জানিয়ে বাধিত করবেন। (১/৩২১)
জুলাই '১১ হারূত-মারূত দুই ফেরেশতার অপরাধের কাহিনী মিথ্যা হ'লে তাফসীর ইবনে কাছীরসহ অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থে কেন বর্ণনা করা হয়েছে? সঠিক ঘটনাটি কী? কেন দুই ফেরেশতাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল? (৩৫/৩৯৫)
নভেম্বর '১০ জনৈক বক্তা বলেন, সূরা বাক্বারায় এমন একটি আয়াত আছে যা লিখে ঘুমন্ত স্ত্রীর বুকের উপর দিলে তার জীবনের অপসন্দ কর্মগুলো সব বলে দিবে। আয়াতটি কত নম্বর? (২৩/৬৩)
জানুয়ারী'১১ উলুল আমর বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে? তারা কি একাধিক হবেন? (২৯/১৪৯)
মার্চ '১১ তাফসীর ইবনে কাছীর কি সম্পূর্ণ ছহীহ? (৪/২০৪)

কুরআনুল কারীম সংক্রান্ত

অক্টোবর'১০ কুরআন মাজীদের আয়াত মোবাইলের রিংটোন হিসাবে ব্যবহার করা যাবে কি? (১৬/১৬)
অক্টোবর'১০ হাফেযদেরকে দাওয়াত দিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কুরআন খতম করান, কবরের পাশে নিয়ে গিয়ে পিতা-মাতার জন্য দো'আ করানো এবং মীলাদ মাহফিল ও চল্লিশা পালন করানো কি শরী'আত সম্মত? (৩৬/৩৬)
ডিসেম্বর'১০ কুরআন তেলাওয়াতের আদব কী? তেলাওয়াত শেষে কুরআন মাজীদকে চুমু খাওয়া ও 'ছাদাক্বাল্লাহুল আযীম' বলা যাবে কি? (১৭/৯৭)
জানুয়ারী'১১ প্রতিদিন সূরা ইখলাছ ২০০ বার পড়লে ৫০ বছরের পাপ ক্ষমা হয়ে যায়। শুধু ঋণ মাফ হয় না হাদীছটি কি ছহীহ? (২/১২২)
এপ্রিল'১১ আরবী পড়তে না পারার কারণে বাংলায় উচ্চারণ করে কুরআন তেলাওয়াত করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে কি? কুরআন মুখস্থ তেলাওয়াত করলে ছওয়াবের কোন কম-বেশী হবে কি? (৩৬/২৭৬)
এপ্রিল'১১ টিভি ও রেডিওতে কুরআন তেলাওয়াত, কুরআনের তাফসীর ও ইসলামী অনুষ্ঠান শুনলে ছওয়াব পাওয়া যাবে কি? (৩৭/২৭৭)
মে '১১ পবিত্র কুরআনে সিজদা কয়টি? এ সিজদা কিভাবে করতে হবে? (৪/২৮৪)
মে '১১ ফজরের ছালাতের পর 'হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম' ও 'হুওয়ার রাহমানুর রাহীম' ১০০ বার করে পাঠ করা সম্পর্কে শরী'আতের দলীল কি? (১৯/২৯৯)
মে '১১ আহাদনামা ও সাত সালাম নামে কোন আমল আছে কি? রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনের সাতটি হা-মীম পড়বে তার জন্য জাহান্নামের সাতটি দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এটা কি ছহীহ? (৪০/৩২০)
আগষ্ট'১১ সূরা ইখলাছ একবার পড়লে পবিত্র কুরআন একবার খতম করার ছওয়াব পাওয়া যায়। উক্ত মর্মে ছহীহ হাদীছ আছে কি? সূরা ইখলাছের ফযীলত সম্পর্কে জানতে চাই। (৪/৪০৪)
আগষ্ট'১১ পবিত্র কুরআন মুখস্থ তেলাওয়াত করা ও দেখে তেলাওয়াত করার মধ্যে ছওয়াবের কোন তারতম্য আছে কি? (৬/৪০৬)
আগষ্ট'১১ মোর্দাকে দাফন করার পর এক সপ্তাহের মধ্যে কবরস্থানে কুরআন খতম দেওয়া ও বখশানোর কোন দলীল আছে কি? অনুরূপভাবে কবরস্থানে সূরা ইয়াসীন, রহমান, মুল্ক ইত্যাদি পড়া যাবে কি? (১০/৪১০)
মার্চ '১১ আল্লাহ্র নাম পবিত্র কুরআনের কোন সূরায় কতবার উল্লেখ করা হয়েছে? (১০/২১০)
মার্চ '১১ কুরআন মাজীদের উপর বই কিংবা অন্য কোন বস্তু রাখা যাবে কি? (১১/২১১)
এপ্রিল'১১ পবিত্র কুরআন মুখস্থ রাখার বিনিময়ে একজন হাফেয পরকালে কি পুরস্কার লাভ করবেন? (২৩/২৬৩)
জুন '১১ কুরআন মজীদের ১ থেকে ৩০ পারা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কে সাজিয়ে দিয়েছেন? (২৩/৩৪৩)
অক্টোবর'১০ কুরআন শরীফ, হাদীছ শরীফ, মাযার শরীফ ইত্যাদি বলা যাবে কি? (৩০/৩০)
জুন '১১ আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কত জায়গায় কুরআনকে হাদীছ বলেছেন? (১৩/৩৩৩)

ইতিহাস/কাহিনী

অক্টোবর'১০ যাকারিয়া (আঃ)-কে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা হত্যার জন্য ধাওয়া করলে তিনি গাছের কাছে আশ্রয় চান। গাছ তাকে আশ্রয় দেয়। শয়তান তাদেরকে এ খবর জানিয়ে দিলে তারা গাছটিকে করাত দিয়ে চিরে ফেলে। এ ঘটনা কি সত্য? (৯/৯)
মার্চ '১১ ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া কি ছাহাবী ছিলেন, না তাবেঈ ছিলেন? কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার সাথে তিনি কি জড়িত ছিলেন? (২৭/২২৭)
অক্টোবর'১০ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) আল্লাহকে ৯৯ বার স্বপ্নে দেখেছেন, এ দাবী কি সঠিক? (২৮/২৮)
ডিসেম্বর'১০ একদিন গভীর রাতে ওমর (রাঃ) বাড়ী ফিরার সময় শুনতে পেল জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট কুটিরে এক মহিলা বিরহের গান গাইছে। তখন তিনি রেগে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে বললেন, তুমি এ গান গেয়ে অপরাধ করেছ। প্রতি উত্তরে মহিলা বলল, আপনি দু'টি অপরাধ করেছেন। ১টি হ'ল আমার বেড়ার বাড়ী ভেঙ্গেছেন, অপরটি হ'ল বিনা অনুমতিতে আমার বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করেছেন। এ সময় ওমর (রাঃ) কি কি উত্তর দিয়েছিলেন? (২২/১০২)
ডিসেম্বর'১০ ইসমাঈল (আঃ)-এর পায়ের গোড়ালীর আঘাতে যমযম কূপের সৃষ্টি হয়েছে নাকি ফেরেশতার পায়ের আঘাতে সৃষ্টি হয়েছে? (৩৮/১১৮)
জানুয়ারী'১১ জনৈক আলেম বলেন, নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের সময় এক বুড়ি তাঁকে বলেছিলেন, প্লাবনের পূর্ব মুহূর্তে আমাকে খবর দিবেন। কিন্তু নূহ (আঃ) তাকে বলতে ভুলে যান। প্লাবনের পর দেখা গেল উক্ত বুড়ী বেঁচে আছেন। এ ঘটনা কি সত্য? (১৩/১৩৩)
মার্চ '১১ অনেকের মুখে শোনা যায় যে, বানর পূর্বকালে মানুষ ছিল। এ কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন। (৫/২০৫)
এপ্রিল'১১ দাজ্জাল কার বংশধর? সে কি আদম (আঃ)-এর ঔরসজাত সন্তান? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। (৩৩/২৭৩)
জুন '১১ **দাঊদ (আঃ) এক মহিলার প্রেমে পড়েছিলেন মর্মে মুফাসসিরগণ যে বক্তব্য দিয়ে থাকেন তা কি সঠিক?** (১৯/৩৩৯)

জুন '১১	**কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে আবুবকর (রাঃ)-কে ছিদ্দীক্ব উপাধিতে ভূষিত করা হয়?**	(২০/৩৪০)
জুন '১১	**রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অর্থ সম্পদ দ্বারা কেউ সহযোগিতা করেছিলেন কি? এ মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি?**	(২১/৩৪১)
মে '১১	**আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে যখন পৃথিবীতে পাঠানো হয় তখন তারা কোন স্থানে অবতরণ করেন?**	(১/২৮১)
জুন '১১	**জনৈক আলেম বলেন, একদিন খলীফা ওমর (রাঃ) খুৎবা প্রদানকালে একদল কাফের এসে তাকে ৩টি প্রশ্ন করল। (ক) কোন জায়গায় সূর্যের আলো কেবল একবার পড়েছে আর কোনদিন পড়েনি? (খ) কোন ৭জন শিশু তিনদিন বয়সে কথা বলেছে? (গ) একই মায়ের সন্তান জমজ দুই ভাই, একইদিনে জন্ম নেন ও একই দিনে মারা যান। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পার্থক্য ১০০ বছর। উক্ত ঘটনা কি সঠিক?**	(২৫/৩৪৫)
জুন '১১	**ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া দুনিয়াতে জান্নাত দেখেছেন কি?**	(২৬/৩৪৬)
আগষ্ট'১১	**পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন্ জাতির আগমন ঘটে? শয়তানের উৎপত্তি কোথা থেকে এবং সে কোন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত?**	(৮/৪০৮)
সেপ্টেম্বর'১১	**ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) যে চল্লিশ হাযার মাসআলা লিখেছেন তা কোন গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে? হাদীছের গ্রন্থসহ তাঁর মোট কয়টি গ্রন্থ রয়েছে?**	(২৫/৪৬৫)
মে '১১	**খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-কে বিষ পান করতে দিলে তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে পান করেন। ফলে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। উক্ত ঘটনাটি কি সঠিক?**	(২০/৩০০)
আগষ্ট'১১	**ওহোদ যুদ্ধে দান্দান শহীদ হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শরীর থেকে রক্ত বের হ'লে ছাহাবীগণ সেই রক্ত পান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে আমার রক্ত পান করবে, সে জাহান্নামে যাবে না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?**	(৩৯/৪৩৯)
সেপ্টেম্বর'১১	**বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়, মদীনায় সাত ফক্বীহ ছিলেন তাঁদের নাম কি?**	(১৩/৪৫৩)
সেপ্টেম্বর'১১	**মাসিক আত-তাহরীকে পূর্বে বলা হয়েছিল, ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে যুলায়খার বিবাহ হয়নি। কিন্তু নবী কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মাঝে বিবাহ হয়েছিল এবং সন্তানও হয়েছিল। সঠিক বিষয়টি কি?**	(১৪/৪৫৪)
জানুয়ারী'১১	**ইবরাহীম (আঃ) আমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম। প্রশ্ন হ'ল, পূর্বের নবী-রাসূলগণের অনুসারীদের নাম কী ছিল?**	(৬/১২৬)
আগষ্ট'১১	জশনে জুলূস কি? ইসলামে কি এ ধরনের অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে? এ অনুষ্ঠানে যোগদান করা যাবে কি?	(২৭/৪২৭)
আগষ্ট'১১	ইয়াজূজ মাজূজ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে চাই। তারা কখন পৃথিবীতে আসবে এবং কি কি কাজ করবে?	(৩০/৪৩০)
অক্টোবর'১০	নবী করীম (ছাঃ) হিলফুল ফুযূল গঠনের জন্য যে বৈঠক ডাকেন, তাতে তাঁর দাদা ও নানার গোত্র সহ ৫টি গোত্র যোগদান করেছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্ন হ'ল- ৪০০ মাইল দূর থেকে নানার গোত্র কিভাবে উক্ত বৈঠকে যোগদান করেছিল?	(৩৫/৩৫)
জানুয়ারী'১১	অনেকের মুখে শুনা যাচ্ছে কুরআনের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূলের দাড়ি পাওয়া যাচ্ছে। এটা কি কোন অলৌকিক ঘটনা?	(৫/১২৫)
মার্চ '১১	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাথার চুল কেমন ছিল?	(১৪/২১৪)
সেপ্টেম্বর'১১	সোলায়মান (আঃ) সমস্ত জীব-জন্তুর ভাষা বুঝতেন। কিন্তু আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) কি বুঝতেন না?	(১৭/৪৫৭)
সেপ্টেম্বর'১১	রাসূল (ছাঃ) কাফেরদের সাথে হুদায়বিয়ায় যে সন্ধি করেছিলেন তা কি আপোষমূলক ছিল? এখনো কি বাতিলদের সাথে আপোষ করা যাবে?	(১৮/৪৫৮)
নভেম্বর '১০	রাবে'আ বছরী হজ্জ ব্রত পালন করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি হাঁটতে পারছিলেন না। ফলে অলৌকিকভাবে আল্লাহ কা'বাকে তার সামনে হাযির করান। অতঃপর তিনি হজ্জ পালন করেন। উক্ত ঘটনা কি সত্য?	(১৩/৫৩)

বাতিল মতবাদ/কুসংস্কার/আচার-অনুষ্ঠান

অক্টোবর'১০	কাদিয়ানী মতবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৫/১৫)
ডিসেম্বর'১০	ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাঘা উপযেলাতে এক বিশাল মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। মেলাতে নাচ-গান ও বাজনা সহ জুয়া-সার্কাস ইত্যাদি হয়ে থাকে। কোন মুসলিম এ মেলাতে যেতে পারে কি?	(২৪/১০৪)
ডিসেম্বর'১০	তা'যিয়া মিছিলে যোগ দেওয়া যাবে কি?	(৪০/১২০)
ফেব্রুয়ারী'১১	ঈদে মীলাদুন্নবীর নামে প্রচলিত মিছিল বা জশনে জুলূসের পরিবর্তে একই দিনে যদি সীরাত মাহফিল বা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী আলোচনা সমাবেশ অথবা কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, তাতে কি গোনাহ হবে?	(৩৭/১৯৭)
মার্চ '১১	বিভিন্ন প্রচার পত্র ও ইসলামী সম্মেলনের চাঁদা আদায়ের রশিদের শীর্ষে লিখিত '৭৮৬' এর অর্থ কি? এটা লেখা কি ছহীহ হাদীছ সম্মত?	(১৬/২১৬)
অক্টোবর'১০	কিছু লোক বলে শরী'আত এবং মা'রেফাত আলাদা। মা'রেফাত বলে কিছু আছে কি?	(৩৭/৩৭)
নভেম্বর '১০	মাযহাব কী? কখন থেকে মাযহাব চালু হয়েছে? পৃথিবীর সব দেশেই কি মাযহাব আছে?	(২৪/৬৪)
সেপ্টেম্বর'১১	শিখা চিরন্তনে গিয়ে মাথা নত করা ও সেখানে নীরবতা পালন করা যাবে কি?	(৫/৪৪৫)
সেপ্টেম্বর'১১	বর্তমানে বাজারে প্রায় ৪০টি রোগের প্রতিষেধক চেইন পাওয়া যাচ্ছে। যার দাম ৪/৫ হাযার টাকা। উক্ত চেইন ব্যবহার করা কিংবা ব্যবসা করা যাবে কি?	(১২/৪৫২)
ফেব্রুয়ারী'১১	'বিসমিল্লাহ'র পরিবর্তে ৭৮৬ লেখা যাবে কি?	(২৬/১৮৬)
ফেব্রুয়ারী'১১	তাবলীগের জনৈক মুরব্বী বলেন, আল্লাহ যার প্রতি দিনে দশবার রহমতের দৃষ্টিতে তাকান তার জামা'আতে ছালাত পড়ার সুযোগ হয়। আর যার দিকে ৪০ বার রহমতের দৃষ্টিতে তাকান তার হজ্জ করার সৌভাগ্য হয়। আর যার দিকে ৭০ বার তাকান তার তাবলীগে যাওয়ার সুযোগ হয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(৩২/১৯২)
জুলাই '১১	সরাসরি কুরআন হাদীছ অনুযায়ী বর্তমানে আমল করা যাবে না। কারণ কুরআন হাদীছ বুঝার বিষয় আছে। তাই চার ইমামের যেকোন একজনের অনুসরণ করতে হবে কি?	(২৩/৩৮৩)
আগষ্ট'১১	বিশ্ব ইজতেমায় যোগদান করা যাবে কি?	(৫/৪০৫)
সেপ্টেম্বর'১১	সূর্যোদয়ের সময় হিন্দুরা পূর্ব দিক হয়ে সূর্য পূজা করে। আর সেজন্য তারা পশ্চিমকে পাশ্চাত্য বা পাশ্চাত্য জগত বলে। একথা মুসলিমরা বলতে এবং লিখতে পারবে কি?	(৩৭/৪৭৭
আগষ্ট'১১	সুন্নাতে খাৎনার অনুষ্ঠান করা কি শরী'আত সম্মত?	(১৬/৪১৬)

হাদীছের ব্যাখ্যা ও তাখরীজ

নভেম্বর '১০	আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা এক চাঁদনী রাত্রে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাথা আমার কোলে ছিল, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আকাশে যে পরিমাণ নক্ষত্র আছে সেই পরিমাণ কারো নেকী হবে কি? তিনি উত্তরে বলেন, ওমরের নেকী এই পরিমাণ। আমি বললাম, তাহ'লে আবুবকরের নেকী কোথায়? তখন তিনি বললেন, ওমরের সমস্ত নেকী আবুবকরের একটি নেকীর সমান (রাযীন)। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?	(৪/৪৪)
নভেম্বর '১০	জনৈক বক্তা বলেন, সূরা বাক্বারায় এমন একটি আয়াত আছে যা লিখে ঘুমন্ত স্ত্রীর বুকের উপর দিলে তার জীবনের অপসন্দ কর্মগুলো সব বলে দিবে। আয়াতটি কত নম্বর?	(২৩/৬৩)
জানুয়ারী'১১	আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হিজরী শতাব্দীর শুরুতে একজন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন। যিনি দ্বীনের সংস্কার করবেন (আবুদাঊদ)। হাদীছটি কি ছহীহ? বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দিদ কে?	(২৭/১৪৭)
জানুয়ারী'১১	উলুল আমর বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে? তারা কি একাধিক হবেন?	(২৯/১৪৯)
জানুয়ারী'১১	জনৈক আলেম বলেন, যে ব্যক্তি সফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল সে শহীদ হয়ে মারা গেল। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?	(৪০/১৬০)
ফেব্রুয়ারী'১১	স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর জান্নাত এবং মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত মর্মে বর্ণিত হাদীছ কি ছহীহ?	(১২/১৭২)
জুন '১১	ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থের ৭৪ এবং ১১৬নং হাদীছের অনুবাদ জানতে চাই।	(৪/৩২৪)
ফেব্রুয়ারী'১১	যে ব্যক্তি রাত্রে শয়নকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, সে সকালে নিষ্পাপ হয়ে জেগে উঠে। উক্ত হাদীছ কি ছহীহ?	(১৭/১৭৭)
এপ্রিল'১১	শয়নকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে চুরি-ডাকাতি হ'তে নিরাপদ থাকা যায়। একথা কি ঠিক?	(২৪/২৬৪)
এপ্রিল'১১	বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে 'জাহদুল বালা' শব্দের দ্বারা জন্ম নিয়ন্ত্রণকে বৈধ করার প্রমাণ পেশ করা হয়। এ শব্দটি কি কোন হাদীছের অংশ? এর তাৎপর্য কি?	(২৮/২৬৮)
এপ্রিল'১১	'পাপ কাজ করে লজ্জিত হ'লে পাপ কমে যায়। আর নেক কাজ করে গর্ববোধ করলে নেকী বরবাদ হয়ে যায়'। কথাটি কতটুকু সত্য?	(১০/২৫০)
সেপ্টেম্বর'১১	সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকলে ৫০ জন শহীদের ছওয়াব পাওয়া যাবে। উক্ত হাদীছ কি ছহীহ?	(৩১/৪৭১
ফেব্রুয়ারী'১১	আল্লাহ্র ৯৯টি নামের হাদীছটি ছহীহ না যঈফ-জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৪/১৬৪)
মার্চ '১১	মীলাদ শরীফ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছটি ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم تعة أشهر ... وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلأ لأســـناه– কি ছহীহ? কখন, কিভাবে ও কার মাধ্যমে মীলাদের প্রচলন ঘটে? কিয়ামের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সালাম দেওয়ার প্রচলন কবে, কিভাবে থেকে শুরু হয়? মা আমেনার প্রসবকালে মারিয়ম, আসিয়া, হাজেরা (আঃ) সকলে দুনিয়ায় নেমে এসে সবার অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন- এটা কি কোন হাদীছ?	(৩৪/২৩৪)
আগষ্ট'১১	'তিনটি জিনিসে অকল্যাণ আছে, ঘোড়ায়, নারীতে ও বাড়ীতে'। হাদীছটির ব্যাখ্যা কি?	(২৮/৪২৮)

জিহাদ

আগষ্ট'১১	পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশের সাথে হিন্দুস্থানের যুদ্ধ হবে। ঐ যুদ্ধে যে মুসলিম ব্যক্তি মারা যাবে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। একথা কি সত্য?	(২৯/৪২৯)

বিবিধ

অক্টোবর'১০	অন্যের সন্তানকে নিজ সন্তান হিসাবে গ্রহণ করা যাবে কি?	(১২/১২)
অক্টোবর'১০	আমার ছেলে বিভিন্ন অন্যায়ের সাথে জড়িত। কোন ক্রমেই সে অন্যায় বর্জন করে না। তার মা তার অন্যায়ের সহযোগিতা করে। এমতাবস্থায় সন্তানকে তাজ্যপুত্র করা যাবে কি এবং এ ধরনের স্ত্রীর সাথে সংসার করা যাবে কি?	(১৩/১৩)
অক্টোবর'১০	পিতা-মাতা আছে এমন শিশুদের মাথায় হাত বুলালে দশ নেকী হয়। কিন্তু ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলালে তার মাথার চুলের সমপরিমাণ নেকী পাওয়া যায় কি?	(১৪/১৪)
নভেম্বর '১০	আমার পিতা ১০ বছর আগে এক ব্যক্তির নিকট এক লক্ষ টাকায় ১ বিঘা জমি বিক্রয় করেছিলেন। কিন্তু জমি রেজিষ্ট্রি করা হয়নি। ইতিমধ্যে আমার পিতা মারা গেছেন। আমার এখন করণীয় কী?	(২৯/৬৯)
নভেম্বর '১০	জনৈক আলেম বলেন, ইসলামী সম্মেলনের মঞ্চে জাগরণী বলা যাবে না। উক্ত দাবী কি সঠিক?	(৩৭/৭৭)
ডিসেম্বর'১০	আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই (রূম ৩০)। কিন্তু আমাদের এলাকায় একজন মহিলা পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছে। এটা কি ধরনের পরিবর্তন?	(১/৮১)
ডিসেম্বর'১০	আশূরা-য় করণীয় কি?	(৩৯/১১৯)
জানুয়ারী'১১	সরকারী কর্মচারী আমার বন্ধুকে সরকারী নির্দেশমতে মন্দির ও মাযারে ব্লিচিং পাউডার ছড়াতে হয়। শিরকের কেন্দ্রে এসব কাজ তিনি বাধ্য হয়ে করেন। এজন্য তিনি গোনাহগার হবেন কি?	(১৮/১৩৮)
জানুয়ারী'১১	বারবার তওবা করে বারবার গোনাহে লিপ্ত হ'লে তওবা কবুল হবে কি?	(২৫/১৪৫)
জানুয়ারী'১১	জনৈক আলেম বলেন, হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, আহলেহাদীছ বলে কাউকে পরিচয় দেওয়া উচিত নয়; বরং সবাইকে মুসলিম বলে পরিচয় দিতে হবে। উক্ত দাবী কি সঠিক?	(৩১/১৫১)
ফেব্রুয়ারী'১১	বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের দাড়ি রাখার অভ্যাস চালু আছে। মুখের কোন পর্যন্ত এবং কতটুকু দাড়ি রাখতে হবে?	(১৪/১৭৪)
ফেব্রুয়ারী'১১	রোগী দেখতে গেলে ৭০ হাযার ফেরেশতা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু যারা ডাক্তার তারা তো সর্বদা রোগীর পাশে থাকেন তাদের জন্যও কি একই হুকুম?	(১৬/১৭৬)
এপ্রিল'১১	বিভিন্ন ধরনের প্রাণী ও কীট-পতঙ্গ যেমন সাপ, বিচ্ছু, মশা, মাছি, ইঁদুর, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ক্ষতি করার কারণে তাদেরকে হত্যা করলে আমাদের কোন গোনাহ হবে কী?	(৩০/২৭০)
এপ্রিল'১১	শৈশবে কোন পাপ কাজ করে থাকলে এবং অন্যের হক নষ্ট করে থাকলে বড় হওয়ার পর তার কিছু করণীয় আছে কি?	(৩১/২৭১)
মে '১১	কী কী কারণে কাবীরা গোনাহ হয়?	(২৫/৩০৫)
জুন '১১	কোন লোক যদি আমার কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করে আমি কি তার জন্য আল্লাহ্র নিকট লা'নত করতে পারব? না তার জন্য হেদায়াতের দো'আ করব?	(৭/৩২৭)
জুন '১১	জারজ সন্তান প্রতিপালন করা যাবে কি? এজন্য ঐ ব্যক্তি কোন ছওয়াব পাবে কি?	(১১/৩৩১)
জুন '১১	কোন অমুসলিম ব্যক্তির জন্য মুসলিম হওয়ার আগে কিছু করণীয় আছে কি? কী কাজ করলে সে মুসলিম হ'তে পারবে?	(২২/৩৪২)

জুন '১১	খ্রীষ্টানদের পরিচালিত স্কুলে মুসলিম ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করতে পারবে কি?	(৩০/৩৫০)
জুন '১১	হালক্বায়ে যিকর অর্থ কী? এটা কি সুন্নাত সম্মত?	(৩১/৩৫১)
জুলাই '১১	যারা বিদ'আতকে বিদ'আতে হাসানাহ ও বিদ'আতে সাইয়েআহ বলে দু'ভাগে ভাগ করেছে, তাদের পরিণাম কী হবে?	(১৩/৩৭৩)
জুলাই '১১	জনৈক লেখক দাবী করেছেন, ইমাম আবু হানীফার জন্ম ৮০ হিজরীতে আর মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে। ইমাম বুখারীর জন্ম ১৯৪ হিজরীতে আর মৃত্যু ২৫৬ হিজরীতে। সুতরাং আবু হানীফার কথা বাদ দিয়ে ইমাম বুখারীর সংগৃহীত হাদীছ গ্রহণ করা যাবে না। কারণ ইমাম বুখারীর চেয়ে ইমাম আবু হানীফা অনেক পূর্ববর্তী। উক্ত দাবী কি সঠিক?	(১৯/৩৭৯)
জুলাই '১১	শরী'আতে জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপনের গুরুত্ব কতটুকু? ইসলামী নেতৃত্ব কিভাবে গঠিত হবে?	(২০/৩৮০)
জুলাই '১১	আল্লাহকে খোদা, ছালাতকে নামায ও ছিয়ামকে রোযা বলা যাবে যারা ফার্সী ভাষায় কথা বলে তারাও কি বলতে পারবে না?	(২১/৩৮১)
আগষ্ট'১১	তাসবীহ গণনার নিয়ম কি? ডান হাতের কোন দিক থেকে তাসবীহ গণনা করতে হবে?	(৩২/৪৩২)
আগষ্ট'১১	মাসিক আত-তাহরীকের প্রশ্নোত্তর বিভাগে দেখলাম, মৃত ব্যক্তির শোক সংবাদ প্রচার করা জাহেলিয়াত। আবার অন্য পৃষ্ঠায় কয়েক জনের মৃত্যু সংবাদ দেওয়া আছে। এর ব্যাখ্যা কি?	(৪০/৪৪০)
সেপ্টেম্বর'১১	পুরুষের সাথে বেগানা নারীর অঙ্গ স্পর্শ হলে যেনার পাপ হয়। একথা কি সঠিক? যানবাহনে যাতায়াতের সময় এমন হ'লে করণীয় কি?	(২/৪৪২)
সেপ্টেম্বর'১১	একমাত্র আল্লাহ্র জন্য ইবাদত হওয়ার জন্য শর্ত কী কী? ব্যাখ্যা সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩/৪৪৩)
সেপ্টেম্বর'১১	আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা বাদ দিয়ে বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে? যারা এই অন্যায় করেছে তাদেরকে কি মুসলিম বলা যাবে?	(১৫/৪৫৫)
সেপ্টেম্বর'১১	'আহলেহাদীছ' নাম দিয়ে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা যাবে কি? এর উপকারিতা কী?	(১৬/৪৫৬)
সেপ্টেম্বর'১১	ভারতীয় ছাপা ছহীহ বুখারী আর সঊদী ছাপা বুখারী কি এক? যদি তাই হয় তাহলে অনেক জায়গায় অমিল থাকার কারণ কি?	(২৩/৪৬৩)
সেপ্টেম্বর'১১	ধর্মভিত্তিক রাজনীতি কি জায়েয? ইসলামে রাজনীতির অবকাশ আছে কি?	(২৪/৪৬৪)
সেপ্টেম্বর'১১	প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সাগর, নদী, পাহাড় পর্বত, খনিজ সম্পদ ইত্যাদিকে প্রকৃতির সৃষ্টি বলা যাবে কি?	(৩৪/৪৭৪
সেপ্টেম্বর'১১	কত বছর বয়সে প্রাপ্ত বয়স্ক ধরা হয়? কখন থেকে একজন ব্যক্তির পাপ লিপিবদ্ধ হয়?	(৩৫/৪৭৫